শ্রীশ্রীহরি ।

শরণং ।

চন্দ্রকান্ত ।

বিবিধ ছন্দে বন্ধে

কালিপ্রসাদ কবিরাজ প্রণীত ।

শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।
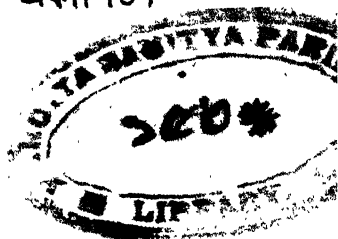
কলিকাতা ।

এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত ।

নং ৬৫ আহীরীটোলা ।

১২৭৮

সূচীপত্র ॥

বিষয় পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীদুর্গা ।

শরণং ।

চন্দ্রকান্ত ।

অথ গণেশ বন্দনা ।

ধুয়া । তব চরণে প্রণতি ওহে গণপতি । লম্বোদর কর দয়া, দেহ যদি পদছায়া, আমি দীন দুরাচার অতি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী । বন্দদেব গণপতি, মূষিক বাহনে গতি, পাদপদ্মে রবির কিরণ । জগতজননীসুত, ঘটেতেও আবির্ভূত, যোড়করে করিহে বন্দন ॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজো তম সত্ত্ব, ব্রহ্মময় প্রভু গজানন । দেবের প্রধান তুমি, করি লক্ষ প্রণমামি, কর মোরে কৃপাবলোকন ॥ দাড়িম্ব কুসুম আভা, জিনিয়া অঙ্গের শোভা, পারিজাত পুষ্পবিরচিত । যেন প্রভাতের ভানু, তাদৃশ আকার তনু, মনোহর অঙ্গ সুশোভিত ॥ রত্নময় পদাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, লম্বোদর নাভি সুগভীর । চতুর্ভুজ খর্ব্ব তনু, রম্ভাতরু ঊরু জানু, শান্তমূর্ত্তি দয়াবন্ত ধীর ॥ অঙ্গে যোগপাটা দোলে, অভরণ মণি জ্বলে, শুক্লবর্ণ কুঞ্জর বদন । রত্নেতে বেষ্টিত শুণ্ড, শিরে শোভে শশিখণ্ড, বিচিত্র মুকুট সুশোভন ॥ শিবসুত বিশ্বগুরু, সিদ্ধিদাতা কল্পতরু, কৃপাময় গুণের ঠাকুর । দেবেন্দ্র করিয়া ধ্যান, মুনিগণে দিব্যজ্ঞান, বিঘ্নবিনাশ পাপদূর ॥ তব নাম করি তুণ্ডে, অশেষ দুর্গতি খণ্ডে, যাত্রা সিদ্ধি মনের বাসনা । তব পদে মতি রয়, গৌরীকান্ত দাসে কয়, ত্রিপদীতে করিয়া রচনা ॥

অথ সরস্বতী বন্দনা।

ধুয়া। বাকবাণী পদে করি নমস্কার। তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান বিদ্যার আধার॥

ত্রিপদী। বন্দমাতা সরস্বতী, শ্বেতপদ্মে অবস্থিতি, রজত পর্ব্বত জিনি আভা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাকৃতি, পদযুগে নিত্য গতি, অরুণ চন্দ্রের যেন শোভা॥ পূর্ণচন্দ্র নিন্দি মূর্ত্তি, প্রফুল্ল বদন জ্যোতি, পুলকিত সুহাস্য অধর। চাচর চিকুর মাঝে, মল্লিকা মালতী সাজে, ফণী প্রায় বেণী পৃষ্ঠোপর॥ গলে জগমতিহার নীলোৎপল মণি যার, বেশ ভূষা বিবিধ প্রকার। মৃদুমন্দ মন্দস্বরে, বীণাযন্ত্র ধরি করে, গীতবাদ্যে মোহিলে সংসার॥ বাক্য রূপে কণ্ঠে স্থিতি, তোমা বিনে নাহি গতি, বিদ্যার আধার ভগবতী। সেবিয়া তোমার তরে, প্রকাশিলে মুনিবরে, বেদাগম পুরাণ প্রভৃতি॥ লেখা পড়া নানা তন্ত্র, শিক্ষা দীক্ষা যত মন্ত্র, সকল প্রভাব তোমা হৈতে। দিবানিশি ভাগবত, ছয়রাগ অনুগত, তাল মান রাগিণী সহিতে॥ কৃপাদৃষ্টি কর যাবে, জ্ঞান বুদ্ধি হয় তাবে, সুজন পণ্ডিত গুণধীর। তোমার মহিমা যত, কি জানিব জ্ঞান হত, শ্রীচরণে নত করি শির॥ দয়া করি মূর্খ জনে, বিদ্যা দিলে নিজ গুণে, কালিদাস করিয়া প্রভৃতি। ব্রহ্মময়ী সরস্বতী, আমি দীন মূঢ়মতি, দয়া কর গৌরীকান্ত প্রতি॥

অথ নারায়ণী বন্দনা।

ধুয়া। ত্রাহি ত্রিলোচনী, জগত জননী, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী। পতিতপাবনী, ত্রিগুণ ধারিণী ভবভয় বিনাশিনী।

লঘু-ত্রিপদী। বন্দবিশ্বমাতা, চতুর্ব্বর্গ দাতা, আদ্যশক্তি নারায়ণী। ব্রহ্ম স্বরূপিণী, জগত জননী, তুমি সত্য সনাতনী॥ তুমি ব্রহ্মময়ী, তোমা বিনে কই, কে আছে সংসার মাঝে। হরিহর সঙ্গ, হও এক অঙ্গ, রত্নে রত্নময় সাজে॥ প্রকৃতি পুরুষ, ই-

চ্ছায় প্রকাশ, অনন্ত রূপ ধারণে। ভক্তে অভিলাষ, পুরাহ মানস, স্বত্ব রজ তম গুণে॥ আমি গো অজ্ঞান,ভজন পূজন, কিছুই না জানি শিবে। উদ্বেগের সীমা, কি দিব উপমা, বিজ্ঞ আছ সর্ব্ব জীবে॥ কভু নিরাকার, কখন সাকার, কি জানি তোমার লীলা। তোমার চরণ, করিয়া বন্দন, গৌরী-কান্ত বিরচিলা॥

অথ হরি হর বন্দনা।

ধুয়া। হরি হর দয়া কর পতিত এ জনে।

মহাপ্রভু হরিহর যুক্ত প্রেমানন্দ। বন্দ সেই পাদপদ্ম সুধামকরন্দ॥ নীল শ্বেত পদ্ম যেন রক্ত অরবিন্দ। মধুলোভে ধায় অলি পরম আনন্দ॥ পদদ্বয়ে শোভাকরে শরদের শশী। যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র আদি ধ্যায় দিবানিশি॥ পরিধান পীতাম্বর অর্দ্ধ বাঘাম্বর। বেশ ভূষা শোভে অঙ্গে আর ফণিবর॥ শঙ্খচক্র ডম্বুরাদি চতুর্ভুজধারী। জগন্নাথ বিশ্বনাথ রিপু অন্তকারী॥ বনমালা কৌস্তুভাদি মণি বিরাজিত। অস্থিমালা শোভে তাহে রুদ্রাক্ষ্য সহিত॥ নীলকান্ত সূর্য্যকান্ত যুক্ত এক অঙ্গে। রত্নকল্প জ্বালা যেন প্রেমের তরঙ্গে॥ নব মেঘ স্থির যেন চন্দ্রের উদয়। নয়ন আনন্দ সুধা প্রেমের আলয়॥ কোটি ইন্দুবর মাঝে শ্রীমুখ বাখানি। তুলনা দিবার নাই উপমা কি জানি॥ কিরীট কুণ্ডল অর্দ্ধ চিকুর মুকুট। ত্রিলোচন অর্দ্ধচন্দ্র অর্দ্ধ জটাজুট মনোহর মধুর মূর্ত্তি পুলকে পুর্ণিত॥ বাঞ্ছাকল্পতরু ব্রহ্ম জগত বিদিত॥ রামকৃষ্ণ গোপীনাথ রসিক মুরারি। শিব-শম্ভু ভোলানাথ হর ত্রিপুরারি॥ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ভব উমা-কান্ত। গোপাল গোবিন্দ শ্যাম শ্রীধর অনন্ত॥ বিশ্বম্ভর বিশ্ব গুরু জগতের পতি। কটাক্ষে করুণা কর গৌরীকান্ত প্রতি॥

যুধিষ্ঠির প্রতি মুনির খেদোক্তি।

ধুয়া। জাননা কলিতে কাল প্রবল হইল। নব দু-র্ব্বাদলশ্যাম রাম নাম বল॥

ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির ভাই পঞ্চজন। পাশায় হারিয়া বনে গেলেন যখন ॥ দ্রৌপদী সহিত গিয়া রহিলা কাননে। আশীর্ব্বাদ করিবারে যান মুনিগণে ॥ মুনিগণে পায়্যা তুষ্ট ধর্ম্মের নন্দন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণ। বনমধ্যে সভা করি বসিল রাজন। মুনিগণ সঙ্গে নানা শাস্ত্র আলাপন বিভাণ্ডক নামে মুনি অতি দয়াময়। দ্রৌপদীর দুঃখ দেখি খেদান্বিত হয় ॥ রাজার রমণী তুমি রাজার নন্দিনী। কেমন ভ্রমিবে বনে হইয়া দুঃখিনী ॥ যুধিষ্ঠির প্রতি কন বিভাণ্ডক মুনি। বিপদ কালেতে কেন সঙ্গেতে কামিনী ॥ বনে২ বেড়াইবে রমণী লইয়া। সর্ব্বদা থাকিতে হবে সশঙ্কিত হৈয়া। যুধিষ্ঠির বলে মুনি করি নিবেদন। এক নারী রাখিতে নারিব পঞ্চজন ॥ বিভাণ্ডক মুনি ফিরে যুধিষ্ঠিরে কয়। দৈবের ঘটনা কিছুনা হয় নির্ণয় ॥

রামের বনবাস ও সীতা হরণ।

তাহার ভদন্ত যদি শুনিবে রাজন। রামায়ণ কথা কিছু করহ শ্রবণ ॥ শুন২ যুধিষ্ঠির শুনিতে অমৃত। বিষ্ণু অবতার রাম দশরথ সুত ॥ কেকয়ীর চক্রে পিতৃ বাক্যের পালন। বনেতে চলিল দোঁহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ সাধ্ব্যা পতিব্রতা সতী জনকনন্দিনী। পতিসহ বনবাসে গেলেন আপনি ॥ কৌশল্যা প্রভৃতি রাজরাণী যত জন। সকলে আসিয়া কত করিল বারণ ॥ কত বুঝাইলা তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণে। জনকনন্দিনী তাহা কিছুই না শুনে ॥ সীতারে লইয়া সঙ্গে ভাই দুই জন। দিবানিশি বনে২ করেন ভ্রমণ ॥ এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর যে গত। পঞ্চবটী বনে গিয়া হইলা উপনীত ॥ অতি রম্য স্থান দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ। কিছুকাল সেই খানে করেন বঞ্চন ॥ সুর্পণখা সহ দেখা হইল তথায়। নাক কাণ কাটি তার করিলা বিদায় ॥ খরের দূষণ সহ হইল সংগ্রাম। চতুর্দ্দশ হাজার রাক্ষস মারে রাম ॥ সুর্পণখা রাবণেরে কহে বিবরণ। কোথা হৈতে আইল দোঁহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ বিনা

দোষে দেখ মোর কাটে নাক কাণ। সংগ্রাম করিয়া মারে খর আর দূষণ ॥ ব্রহ্মচারী বেশ দোঁহে সঙ্গেতে কামিনী। এমন সুন্দরী আর না দেখি রমণী ॥ মুখপদ্ম প্রকাশিত যেন পূর্ণ শশী। মন্দোদরী বুঝি তার হইবেক দাসী ॥ সূর্পণখা কহিলেক এতেক বচন ॥ শুনি দশানন হৈল ক্রোধে হুতাশন সূর্পণখা ভগ্নীর কাটিল নাক কাণ। কি সাধ জীবনে আর বৃথা ধরি প্রাণ ॥ পঞ্চম মঙ্গলকার রন্ধ্রগত শনি। কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী ॥ বিনা যুদ্ধে সেই জনে প্রতিফল দিব। তাহার রমণী আমি হরিয়া আনিব ॥ এত বলি মারীচেরে ডাকিয়া আনিল। মায়াতে সোণার মৃগ সে জন হইল ॥ দশানন মারীচেরে দিলেক কহিয়া। সীতার কাছেতে তুমি দেখা দেও গিয়া ॥ তোমারে দেখিয়া সীতা কহিবে রামেরে। সুবর্ণের মৃগ ধরি আনি দেহ মোরে ॥ ধনুর্ব্বাণ লৈয়া যদি রাম তোরে মারে। ভাই লক্ষ্মণ বলিয়া পড়িবি গিয়া দূরে ॥ এত শুনি মারীচ সোণার মৃগ হৈয়া। সীতাদেবী নিকটেতে দেখাদিল গিয়া ॥ মারীচেরে দশানন আগে পাঠাইল। যোগিবেশে অন্তরীক্ষে আপনি চলিল ॥ দেখিয়া সোণার মৃগ সীতাদেবী কয়। এই মৃগ ধরি মোরে দেহ মহাশয় ॥ সীতার রক্ষক রাম লক্ষ্মণে রাখিয়া। মৃগ ধরিবারে যান ধনুর্ব্বাণ লৈয়া ॥ সন্ধান পুরিয়া রাম মারিলেন বাণ। ভাই লক্ষ্মণ বলি মৃগ ত্যজিলেক প্রাণ ॥ সীতাদেবী বলে শুন দেবের লক্ষ্মণ। ভাই লক্ষ্মণ বলি রাম ডাকিলেন কেন ॥ এখন এখানে আর বসিয়া কি কর। শীঘ্রগতি যাও তুমি রামের গোচর ॥ সীতারে রাখিয়া একা না যান লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের প্রতি সীতা কহে কুবচন ॥ সীতা বাক্যে লক্ষ্মণ দুঃখিত হৈয়া মনে। সীতা একা থুয়ে যান রামঅন্বেষণে ॥ এইকালে ভিক্ষা ছলে আসি দশানন। জনকনন্দিনী সীতা করিল হরণ ॥ শুন রাজা যুধিষ্ঠির দৈবের ঘটন। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন ॥

শতস্কন্ধ রাবণ বধ।

ধুয়া। রাম পতিতপাবন হয়ে যদি না তারো।
তারকব্রহ্ম নাম তবে কেহ নাহি লবে আরো॥

বিভাণ্ডক মুনিবাক্য শুনি ধর্ম্ম সুত। দ্রৌপদীর পানে চাহি হন দুঃখযুত॥ শক্তি ঋষি মুনি নামে সেই স্থানে ছিল। যুধিষ্ঠির প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥ বিভাণ্ডক মুনি বাক্য না শুন রাজন। দ্রৌপদী সঙ্গেতে লহ করিয়া যতন॥ সাধ্ব্যা পতিব্রতা সতী হয় যে রমণী। বিপদে উদ্ধার করে আমি ভাল জানি॥ প্রত্যয় না হয় যদি ধর্ম্মের নন্দন। অধ্যাত্ম মতের কিছু শুন রামায়ণ॥ রাবণ বধিয়া রাম আইলেন ঘরে। রাজচক্রবর্ত্তী হন অযোধ্যানগরে॥ রামেরে দেখিতে যত আইল মুনিগণ। আশীর্ব্বাদ করি সবে বসিলা তখন॥ মুনিগণ জিজ্ঞাসে যুদ্ধের সমাচার। রামচন্দ্র কহেন করিয়া অহঙ্কার॥ রাবণ সমান বীর নাহিক সংসারে। বহু যুদ্ধ করি আমিমারিয়াছি তারে॥ দেবাসুর সকলেতে করে তারে ভয় আমি যেই যুদ্ধে তেঁই করি পরাজয়॥ শুনিয়া রামের কথা কহে মুনিগণ। পৌরুষ করিছ রাম মারি দশানন॥ শতস্কন্ধ রাবণে জিনিতে যদি পার। তবেত প্রশংসা রাম করিব তোমার॥ এত বলি মুনিগণ করে নগমন। শতস্কন্ধ মারিতে রামের হৈল মন॥ সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল রব। ভল্লুক বানর নর সাজিলেক সব॥ হনুমান জাম্বুবান প্রধান বানর। রামচন্দ্র সাজিলেন চারি সহোদর॥ সৈন্য কোলাহলে সীতা হইয়া চিন্তিত। রামচন্দ্র নিকটেতে হন উপনীত॥ জিজ্ঞাসা করেন কেন সৈন্য কোলাহল। তদন্ত শুনিব তার বিবরণ বল॥ এত যুদ্ধ করিয়াছ না ভাঙ্গিল সাধ। পুনর্ব্বার কেন আর বাড়াও প্রমাদ॥ শ্রীরাম বলেন সীতা শুনহ কারণ॥ শতস্কন্ধ রাবণের বধিব জীবন॥ রামের বচন শুনি সীতাদেবী কয়। শতস্কন্ধ রাবণ তোমার বধ্য নয়॥ সংগ্রামে তাহাকে তুমি জিনিতে না-

রিবে। দেবতা অসুর নর সকলে হাসিবে॥ অগ্রাহ্য করিয়া তবে সীতার বচন। শতস্কন্ধ সহ রণে করেন গমন॥ যোড়কর করি কন জনক নন্দিনী। নিতান্ত যুদ্ধেতে যদি যাবে হে আ- পনি॥ আমি তব সঙ্গে যাব শুন মহাশয়। অন্যথা না হই- বেক কহিনু নিশ্চয়॥ জানকীর কথা শুনি শ্রীরামের হাস। একবার সঙ্গে গিয়া কর সর্ব্বনাশ॥ পুনর্ব্বার এ কথা কেমনে মুখে আন। অবলা সরলা জাতি নাহি কোন জ্ঞান॥ তো- মারে যাইতে সীতা অকর্ত্তব্য হয়। রমণী লইয়া সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া নয়॥ রঘুনাথে কহিলেন জনক নন্দিনী। হিত উপ- দেশ কথা কিছুই না শুনি॥ আমারে না লয়ে যুদ্ধে করিবে গমন। কহিনু তোমারে তবে ত্যজিব জীবন॥ একান্ত যাবেন সীতা বুঝিয়া কারণ। অঙ্গীকার করিলেন কমললোচন॥ মতান্তরে সীতা দেবী রহিলেন ঘরে। হনূমান পুনর্ব্বার লয়ে যাবে তাঁরে তবে রঘুনাথ সীতা লইয়া সঙ্গেতে। যাত্রা করি আরোহণ করিলেন রথে॥ ভল্লুক বানর নর রাক্ষসের সঙ্গে। একত্র হইয়া চলে নির্ভয়েতে রঙ্গে॥ রামজয় মঙ্গল ধ্বনি করে সৈন্যগণ। পুষ্কর দ্বীপেতে যান কমললোচন॥ মার মার শব্দ বই নাহি অন্য কথা। উপনীত হইলেন শত- স্কন্ধ যথা॥ রণস্থলে রণঘণ্টা আছয়ে তাহার। সেই ঘণ্টা বাজাইলে পায় সমাচার॥ শ্রীরামের সৈন্য যত গিয়া রণ স্থল। নাড়িতে লাগিল ঘণ্টা ছিল যত বল॥ প্রধান বানর সব রাক্ষস ভল্লুক। লাজে পলাইয়া যায় হয়ে অধোমুখ॥ যুধিষ্ঠির বলে মুনি অপূর্ব্ব কাহিনী। তারপর কি হইল কহ দেখি শুনি॥ মুনি বলে শুন তবে ধর্ম্মের নন্দন। শুনিতে আশ্চর্য্য শতস্কন্ধ উপাখ্যান॥ রুদ্র অবতার বীর পবন ন- ন্দন। নাড়িতে লাগিল ঘণ্টা বাজিল তখন॥ পূজা গৃহে শতস্কন্ধ শিব পূজা করে। শুনিয়া ঘণ্টার ধ্বনি কাঁপে কলে- বরে॥ শীঘ্র করি পূজা সারি যুদ্ধ সজ্জা করে। ধনুর্ব্বাণ লয়ে বীর আইল সমরে॥ একশত মুণ্ড তার দুইশত কর।

চক্ষু দুইশত যে দেখিতে ভয়ঙ্কর॥ পর্ব্বত সমান শতস্কন্ধের শরীর। দেখিয়া রামের সৈন্য হইল অস্থির॥ একবার শতস্কন্ধ যে দিকেতে চায়। সে দিকের সৈন্য সব পলাইয়া যায়॥ তবে রঘুনাথ রথ লইয়া কৌতুকে। যুঝিবারে যান শতস্কন্ধের সম্মুখে॥ রামেরে দেখিয়া হাসি শতস্কন্ধ কয়। আমি যে করিব যুদ্ধ সমযোগ্য নয়॥ ছাওয়াল বয়স তোর নাহি কোন জ্ঞান। যুদ্ধ কি করিবি মিছা হারাইবি প্রাণ॥ শ্রীরাম বলেন ওরে শুন শতানন। বীর মধ্যে আমি তোরে না করি গণন॥ আয়ু শেষ দেখি তোর নিকট মরণ। সেই হেতু হইয়াছে মম আগমন॥ ক্রোধে কম্পমান হৈল শুনি শতানন। দুইশত চক্ষু রাঙ্গা বিকট দশন॥ রণমধ্যে দর্প করি হুহুঙ্কার ছাড়ে॥ ভয়ঙ্কর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে। অসীতা বলিয়া রাম হৈলা অচেতন। অসীতার রূপ সীতা ধরেন তখন॥ পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন। বধ্যজনে বধিতে সীতার হৈল মন॥

ধুয়া। রণে কে আলোরে ভয়ঙ্করী। হের মহারাজ-
রণ ত্যজ এ নহে সামান্য নারী॥ অঙ্গে ভূষণ কিবে
শোভিত, ঘোরঘন মাঝে যেন তড়িত, পদাম্বুজে
অলি মধু লোভিত, হইয়া ক্ষুধিত গুঞ্জরে ফিরে॥
লোলরসনা দশনে লগ্ন, খরতর অসি করেতে তীক্ষ্ণ,
ঘোররূপিণী রণেতে মগ্ন, বিগত অম্বর দিগম্বরী॥
গলিত কেশ বপু প্রকাণ্ড, গলে দোলে হার মনুজ
মুণ্ড, যেন হুতাশন রণে প্রচণ্ড হয় জ্ঞান বুঝি সুমেরু
গিরি॥ ঘূর্ণিত লোচন দেখিতে ত্রাস, প্রলয় পবন
সম নিশ্বাস, রণরঙ্গিণী মৃদুমৃদু হাস, করিছে বিনাশ
অসুর মারি॥ নহে মানুষী নহে অসুরী সমান্য
দেবের নহে এ নারী। গৌরীকান্ত ভণে জগদীশ্বরী
চল যায়ে বামার চরণে ধরি॥

লহ লহ রসনা যে বিগলিত কেশী। চতুর্ভুজা বিবসনা

করে শোভে অসি ॥ নব পয়োধর জিনি তনুর বরণ। তি-
মির করয়ে দূর তাহার কিরণ ॥ নখচ্ছদ নিন্দিচাঁদে প্রকাণ্ড
শরীর। বার বার হুহুঙ্কার অতি সুগভীর ॥ রথে হৈতে লম্ফ
দিয়া পড়ে রণ স্থলে। বামার দেখিয়া রূপ শতস্কন্ধ বলে ॥
কাহার যুবতী তোরে দেখি বিবসনা। রমণী হইয়া কেন এত
লজ্জা হীনা ॥ সংগ্রামেরবেশতোর অসি দেখি করে। কেনবা
আইলে হেথা মরিবার তরে ॥ সীতাদেবী কন ওরে শুন
শতানন। আজি তোরে পাঠাইব যমের ভুবন ॥ আপনারে
দর্প কত মত্ত অহঙ্কারে। সমুচিত ফল তার দিবহে তো-
মারে ॥ এত শুনি ক্রোধিত হইল শতানন। সীতার উপরে
করে বাণ বরিষণ ॥ দুইশত করে ধনু ধরে শতখান। একে-
বারে শতস্কন্দ ছাড়ে শতবাণ ॥ অসীতাবরণী সীতা রামসীম-
ন্তিনী। হাসিয়া সকল অস্ত্র গরাসে অমনি ॥ বাড়িল সঘনে সী
তার উল্লাস। রথ রথী পদাতি ধরিয়া করে গ্রাস ॥ দস্তে সমর
লম্ফে ভূমি কম্পে কূর্ম্ম পৃষ্ঠ নড়ে। মুনিগণ পলায়ন নিজ-
স্থান ছাড়ে ॥ টলমল করে মহী যায় রসাতল। শতস্কন্ধের
যত সৈন্য পড়িল সকল ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক লোমকূপে
যার। তার আগে শতস্কন্ধ হবে কোন ছার ॥ প্রাণপণে
পুনঃ পুনঃ যত এড়ে বাণ শ্রীঅঙ্গে ঠেকিয়া সব হয় খান
খান ॥ বাণ ব্যর্থ দেখি মাত্র শতস্কন্ধ কোপে। রথ ছাড়ি
ভূমে বীর পড়ে বীর দাপে ॥ মহা ভয়ঙ্কর যেন প্রলয়ের
কাল। একশত খড়্গ হাতে একশত ঢাল ॥ ঊর্দ্ধে যোজন
শতদশ যোজন আড়ে। উপাড়ে বৃহৎ বৃক্ষ নিশ্বাসের ঝড়ে
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেতে মহাচণ্ড বেগে। অসিচর্ম্ম লয়ে ধায়
অসীতার আগে ॥ অন্তরীক্ষে দেবগণ সবে দেখে রঙ্গ। প্র-
বল অনলে যেন প্রবেশে পতঙ্গ ॥ শতস্কন্ধ সঙ্গে সৈন্য শত
অক্ষৌহিণী। শতপুর হয়ে আসি বেড়িল অমনি ॥ জাঠি
ঝকড়া শেল অস্ত্র লাখে লাখে ॥ মার২ করি সবে চতুর্দ্দিকে
ডাকে ॥ অসীতা রূপিণী সীতা জনক দুহিতা। প্রকাশে

অমন্ত শক্তি অস্ত্রেতে ভূষিতা ॥ ঐরাবতে ইন্দ্র শক্তি হংসেতে ব্রাহ্মণী। মহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী ॥ গরুড়ে বৈ-ষ্ণবী দেবী শঙ্খ চক্র ধরা। শবাসনে আবির্ভাব হৈলা উগ্র তারা ॥ পরস্পর সৈন্য মধ্যে হৈল মহামার। যুথে যূথে হস্তী পড়ে পর্ব্বত আকার ॥ টলমল করে মহী নাহি সহে ভার। চক্ষের নিমিষে সৈন্য সকলি সংহার ॥ টুটিল সকল বল দেখি শতস্কন্ধ। অসীতা সম্মুখে যায় কোপে কহে মন্দ॥ হাসিয়া অসীতা দেবী তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরে। দুইশত হস্ত কাটি-লেন এক বারে ॥ যুগান্তের কালে যেন রণেতে প্রচণ্ড। শতমুণ্ড কাটিয়া করেন খণ্ড খণ্ড ॥ মজায়ে মানস শ্যামা-চরণে নিতান্ত। রচিল অদ্ভুত গীত বৈদ্য গৌরীকান্ত ॥

ধুয়া। আরে মন ভজ শ্যামাপদ করিয়া যতন।
ভবঘোর মায়া ফাঁসে, মুক্ত হবে অনায়াসে, চলি-
যাবে জিনিয়া শমন ॥

রণে পড়ে শতস্কন্ধ, আনন্দে যোগিনীবৃন্দ, মত্ত হয়ে রক্ত করে পান। হান হান ঘোর রব, করিছে ডাকিনী সব, মহাভয়ঙ্কর রণ স্থান ॥ পরিপূর্ণ তব গুণে, অসীতা নাচিছে রণে, হুতাশন ক্ষরে ত্রিনয়নে। অকালে প্রলয় হয়, ধরা রসাতল যায়, চমৎকার লাগে ত্রিভুবনে ॥ মহাঘোর মেঘ আভা, লহ লহ লোল জিহ্বা, সব শিশু শোভে শ্রুতি মূলে। অসম্ভব রণ লীলে, গলে মুণ্ডমালা দোলে, এলোকেশী আধ শশী ভালে ॥ হতশেষ সৈন্য ধায়, সম্মুখেতে যারে পায়, গ্রাসে ধরি বদন করালে। নাহি হয় সাম্য বেশ, শেষ প্রাণে অবশেষে, সশঙ্কিত অমর সকলে ॥ নিজ সৃষ্টি হয় নাশ, বি-রিঞ্চি পাইয়া ত্রাস, স্তুতি করে কৃতাঞ্জলিপুটে। ব্রহ্মময়ি প্রণমামি, স্বামীর স্বামিনী তুমি, অন্তর্যামী স্থিতি সর্ব্ব ঘটে ॥ চারু চরাচরকর্ত্রী, তুমি দেবী বিশ্বধাত্রী, অপ্রমেয়া অনন্ত মহিমা। কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তম সত্ত্ব, গতি মুক্তিদায়িনী অন্তিমা ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সব, লোম

কূপে বৈসে তব, ধরা কি সহিতে পারে ভার। এ তম গুণ সম্বর, আশু সাম্য মূর্ত্তি ধর, দেখ সৃষ্টি হয় যে সংহার ॥ নি-শুম্ভ বিনাস কালে, এই মূর্ত্তি ধরে ছিলে, শব হয়ে দেব ত্রি-লোচন ॥ তব পদ হৃদে ধরে বিষম সঙ্কট ঘোরে, তবে রক্ষা পায় ত্রিভুবন ॥ হরি পৃষ্ঠে রাখি পদ, মহিষাসুরে রণে বধ, দৈত্যকুল সহিত সমূলে। কোন-তৃণ শতানন, তাঁ-হারে বধিতে কেন, রথ ত্যজি আপনি ভূতলে ॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা, অসীতা হইলা সীতা, তম গুণ করি সম্বরণ। রথোপরে অধিষ্ঠান, শক্তি সব অন্তর্দ্ধান, দেবে করে পুষ্প বরিষণ ॥ নব দূর্ব্বাদলশ্যাম, চেতন পাইয়া রাম, কোদণ্ড তুলিয়া নিল হাতে। আশ্বাসিয়া জানকীরে, মার মার শব্দ করে, বীরদাপে বসিলেন রথে ॥ হনুমান জাম্বুবান, অঙ্গ-দাদি কপীগণ, চেতন পাইল সব সেনা। ঘোর সিংহনাদ করে, পর্ব্বত উপাড়ি ধরে, রণস্থলে দিসে যার হানা ॥ ভূমে পড়ি শতস্কন্ধ, দেখিয়া সকলে ধন্ধ, কাটা সৈন্য রক্তে বহে নদী। মৃত-হস্তী যূথে২, ভেসে যায় খরস্রোতে, রথ রথী নাহিক অবধি ॥ বিস্ময় হইয়া রাম, অখিল ভুবন ধাম, জিজ্ঞাসেন জানকীর প্রতি। করি মহা ঘোর রণ, কে বধিল শতানন, সসৈন্য লোটায় দেখি ক্ষিতি ॥ শুনিয়া প্রভুর কথা, লজ্জিত হইয়া সীতা, হেঁট মুখে না কন বচন। অন্তরে কারণ জানি, রঘুবংশ চূড়ামণি, অযোধ্যায় করেন গমন ॥ রাম পদে দেও মন, শতস্কন্ধ উপাখ্যান, গৌরীকান্ত করিলা রচনা। শ্রবণেতে ভবভয়, ত্রিপাপ পাতকচয়, দূরে যায় যমের যাতনা ॥

ধুয়া। ভকতবৎসল আশুতোষ ত্রিপুরারারি। হাড় মালা বিভুতি ভূষণ জটাধারী ॥

সাবিত্রীর বিবরণ।

শুন২ যুধিষ্ঠির শক্তি ঋষি কয়। নারী হৈতে যুদ্ধে রাম হইলেন জয় ॥ সেই হেত কহিতেছি ধর্ম্মের নন্দন।

দ্রৌপদী সামান্যা নারী কহে কদাচন ॥ যুধিষ্ঠির বলে মুনি কহ আরবার। নারী হৈতে ভাল আর হইয়াছে কার॥ শক্তি ঋষি বলে তবে শুনহে রাজন। সাবিত্রী নামেতে কন্যা ছিল এক জন॥ রূপে গুণে ধন্যা কন্যা ধর্ম্ম পরায়ণী। শিশুকাল হইতে পরম তপস্বিনী॥ সত্যবান নামে এক ক্ষত্রিয় কুমার। অতি অল্প পরমায়ু শেষ ছিল তার॥ বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন কভু নয়। সাবিত্রীর সহিত বিবাহ তার হয়। সাবিত্রী পতির পরমায়ু শেষ জানে। পতির সহিত সতী চলিল কাননে॥ অন্তিম সময় তার হইল যখন। পতি কোলে লৈয়া সতী বসিল তখন॥ সত্যবানে লইতে যমের দূত আইল। সতীর দেখিয়া তেজ বিস্ময় হইল॥ নিকটে যাইতে নারে অঙ্গ যায় পুড়ে ভয়েতে যমের দূত পলাইল রড়ে॥ দূত গিয়া সমাচার যমে জানাইল। পুনর্ব্বার যম অন্য দূত পাঠাইল॥ দর্প করি যমের নিকটে দূত কয়। সত্যবানে এখনি আনিব মহাশয়॥ এত বলি দূতের হইল আগমন। সত্যবান নিকটেতে গেল ততক্ষণ॥ দেখে সাবিত্রীর কোলে আছে সত্যবান। দূতের না হয় সাধ্য নিকটেতে যান॥ সাবিত্রীর তেজ দূত দেখি চমৎকার। যমের নিকটে গিয়া কহে সমাচার। সাবিত্রী সতীর কোলে সত্যবান আছে। কার শক্তি এমন যাইবে তার কাছে। সতীর অঙ্গের তেজে কলেবর দয়। শুন ধর্ম্মরাজ এ দূতের কর্ম্ম নয়॥ এত শুনি চিন্তিত হইয়া যমরায়। সত্যবানে আনিতে আপনি তবে যায়॥ সাম্যমূর্ত্তি হয়ে যমদণ্ড হাতে লয় সাবিত্রী নিকটে গিয়া উপনীত হয়॥ যমেরে দেখিয়া তবে সাবিত্রী যে কয়। কে তুমি এখানে আইলা কহ মহাশয়॥ যম বলে সাবিত্রী তোমারে শুন কই। সত্যবানে লয়ে যাব আমি যম হই॥ কাল পূর্ণ হইয়াছে বিলম্ব না সয়। বিধাতার বাক্য যে লঙ্ঘন পাছে হয়॥ সাবিত্রী প্রণাম হয়ে কহিছে যমেরে। শ্রবণেতে শুনিয়াছি দেখিনু তোমারে॥

জীবন সফল হৈল ধর্ম্ম দরশনে। সাবিত্রী করয়ে স্তুতি মধুর বচনে॥ সতী প্রতি তুষ্ট হৈয়া ধর্ম্মরাজ কয়। বর কিছু চাহ মাতা যাহা মনে লয়॥ দ্যুমৎসেন নামেতে রাজা শ্বশুর আমার রাজ্যভ্রষ্ট চক্ষু অন্ধ হৈয়াছে তাঁহার॥ পুনর্ব্বার চক্ষু হক রাজ্য লাভ হবে। বাসনা আমার এই বরদেহ তবে॥ তথাস্তু বলিয়া যমকরে অঙ্গীকার। সতী প্রতি চাহিয়া কহিছে পুনর্ব্বার॥ আমার বচন রাখ শুন ওগো সতি। সত্যবানে দেহ আমি যাব শীঘ্রগতি॥ সতী বলে কি কথা কহিলে ধর্ম্মরায়। কার সাধ্য আমার পতিরে লৈয়া যায়॥ শুন দেখি তোমারে জিজ্ঞাসি মহাশয়। ধর্ম্ম কর্ম্ম তব অগোচর কিছু নয়॥ দুষ্কৃতি কি কর্ম্মআমি করেছিএমন। বিধবা হইব বল কিসের কারণ॥ কৃতান্ত কহেন তবে শুন সতী মাতা। বিধাতার বাক্য কভু না হয় অন্যথা॥ সত্যবান পূর্ব্বজন্মে দুষ্ক্রিয়া করেছে। সেই পাপে অল্প পরমায়ু পাইয়াছে॥ সতী বলে যা কহিলে স্বরূপ বচন। শুন ধর্ম্মরাজ কিছু করি নিবেদন॥ বিধাতার বচন কখন মিথ্যা নয়। শুভাশুভ কর্ম্মের অবশ্য ফল হয়॥ অল্প আয়ু সত্যবান বিধি জেনে শুনে। করিলে আমার পতি কি ভাবিয়া মনে॥ কহ দেখি ধর্ম্ম মোর কি আছে অধর্ম্ম। জন্মান্তরে আমি কিবা করেছি কুকর্ম্ম॥ বলহে কৃতান্ত আমি জিজ্ঞাসি তোমারে। কোন পাপে পতিহীনা করিবা আমারে॥ সাবিত্রীর বাক্য শুনি তুষ্ট যম হয়। পুনর্ব্বার লহ বর সতী প্রতি কয়॥ তোমার কথায় অতি তৃপ্তি হই মনে। রচিয়া পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত ভণে॥

ধুয়া। ভজ শিব শঙ্কর শিরোপরি গঙ্গে। প্রবল তরঙ্গে বিহরিছে রঙ্গে॥ বাস বাঘছালা গলে হাড়মালা। গিরি রাজবালা শোভে বাম অঙ্গে॥

কহে সতী অশ্বপতি নামে পিতা মোর। পুত্রের কারণে রাজা আছেন কাতর॥ যদি বর দিবা মোরে হইয়া সদয়।

শত পুত্র আমার পিতার যেন হয় ।। তথাস্তু বলিয়া যম করে অঙ্গীকার। শত পুত্র হইবেক তোমার পিতার ।। তবে ধর্ম্ম-রাজ সাবিত্রীর প্রতি কন। সত্যবানে দেহ রাখ আমার বচন ।। সহজে অবলা জাতি না পার বুঝিতে। বিধির লিখন তুমি চাহ খণ্ডাইতে ।। কালপূর্ণ হইলে কি বাঁচে একক্ষণ। সত্যবান মরিয়াছে নাহি তব জ্ঞান ।। মৃতপতি কেন সতী রাখিয়াছ কোলে। নাহি বুঝ মায়া ত্যজ ফেল ভূমিতলে ।। সম্বন্ধ জীবনাবধি বেদের বচন। শব লৈয়া কেন বৃথা করিছ যতন ।। নিশিতে রমণী একা রহিবে বনেতে। অকর্ত্তব্য হয় শীঘ্র যাহগো গৃহেতে ।। সাবিত্রী কহিছে কোপে ধর্ম্মরাজ শুন। আমার সহিত কেন কর প্রতারণ ।। যদি হে আমার কোলে মরিবেক পতি। তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম মিথ্যা বৃথা আমি সতী ।। ধর্ম্ম হয়ে মিথ্যা কয়ে কর প্রবঞ্চনা। এতবলি ক্রোধে সতী লোহিত লোচনা ।। সাবিত্রীর ক্রোধে যম শশঙ্কিত হয় পাছে সতী আমা প্রতি অভিশাপ দেয় ।। ভয়েতে মৈত্রতা রাখে সূর্য্যের তনয়। মধুর বচনে পুনঃ সতী প্রতি কয় ।। তোমার বচনে তৃপ্তি হইল আমার। আর কিছু বর তুমি লহ পুনর্ব্বার ।। তবে সতী হৃষ্টমতি যমবাক্য শুনি। যদি বর দেহ মোরে দেখিয়া দুঃখিনী ।। সত্যবান ঔরসেতে আমার গর্ব্ভেতে। শত পুত্র হইবেক বাসনা মনেতে ।। কৃতান্ত হইয়া ভ্রান্ত দেয় সেই বর। সাবিত্রী সতীর হৈল হরিষ অন্তর ।। ক্ষণেক বিলম্বে তবে কন ধর্ম্মরায়। ক্রোধ নাহি কর যদি কহি গো তোমায় ।। করিয়াছ পণ সত্যবানে নাহি দিবে। বেদ বিধি বাক্য তবে অন্যথা হইবে ।। যথোচিত অপমান করিলে আমার। কৃতান্ত বলিয়া কেহ না মানিবে আর ।। সতী বলে কার্য্য সিদ্ধি হইল আমার। যমের সহিত মিথ্যা দ্বন্দ্ব কেন আর ।। পতিরে লইয়া সতী রাখে ভূমিতল। এই লহ সত্যবানে যমেরে কহিল ।। তবে যম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্র-মাণ হইয়া। সত্যবানের শরীরেতে প্রবেশিল গিয়া ।। সত্য-

বামের প্রাণ লইয়া যমের গমন। যমের সঙ্গেতে সতী চলিল তখন॥ যম বলে সতী কোথা কর আগমন। আমার সঙ্গেতে কেন কিসের কারণ॥ সতীবলে সত্যবান যাইবে যেখানে শুন ধর্ম্মরাজ আমি যাইব সেখানে॥ যম বলে কোনকালে এমন না হবে। জীবমানে সেই স্থানে কেমনে যাইবে॥ সতী কয় মিথ্যা হয় তোমার বচন। বর দিলে আমারে তা নাহিক স্মরণ॥ সত্যবানের ঔরসেতে আমার গর্ব্ভেতে। শত পুত্র হইবেক বল কি রূপেতে॥ মোরে রাখি সত্যবানে লইয়া যাইবে। তবে শতপুত্র মোর কেমনে হইবে॥ যমের বিস্ময় শুনি সাবিত্রীর কথা। লজ্জিত হইয়া হেঁট করিলেন মাথা॥ সাবিত্রী অংশেতে জন্ম সাবিত্রী সমান। তোমারে দিলাম এই লহ সত্যবান॥ স্বামীরে লইয়া তুমি যাহ নিকেতন। এত বলি ধর্ম্মরাজ করেন গমন॥ পতির নিকটে সতী চলিল তখন। সত্যবান পায়ে প্রাণ হইল চেতন॥ সত্যবান বলে একি হয়েছে রজনী। নিদ্রিত ছিলাম আমি কিছুই না জানি॥ কেমনে যাইব সতী অন্ধকার নিশি। অন্ধ পিতা মাতা মোর আছে উপবাসী॥ রচিয়া পয়ার গৌরীকান্ত বিবচিল। সাবিত্রী লইয়া পতি গৃহেতে চলিল॥

চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের শাস্ত্রাধ্যয়ন।

ধূয়া। হর হর গঙ্গাধর করহে করুণা। আমি দীন ক্রিয়াহীন না জানি ভজনা॥ পতিতপাবন তুমি জগতে ঘোষণা। আশুতোষ ক্ষম দোষ পুরাহ কামনা॥

শুন শুন যুধিষ্ঠির শক্তিঋষি কন। নারী হৈতে সত্যবান পাইল জীবন॥ সাধ্যা সতী পতিব্রতা যদি নারী হয়। বিপদে উদ্ধার করে জানিবে নিশ্চয়॥ যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান। যে আজ্ঞা করিলা তুমি সকলি প্রমাণ॥ ভুজার নাশিতে লক্ষ্মী সতী অবতার। সাবিত্রী সাবিত্রীঅংশে উৎপত্তি তাঁহার॥ ইতর জনের নারী হৈতে ভাল কার। বল

দেখি মুনি তবে শুনি পুনর্ব্বার ।। মুনিবলে শুন তবে পাণ্ডুর নন্দন। চন্দ্রকান্ত নামে সদাগর একজন ।। তিলোত্তমা নামে সতী তাহার কামিনী। কহিতে সে সব কথা অপূর্ব্ব কাহিনী যুধিষ্ঠির বলে শুন ওগো মহামুনি। বিস্তার করিয়া তবেকহ দেখি শুনি ।। মুনি বলে শুন রাজা করি নিবেদন। গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত বিবরণ ।। চিত্রসেন নামেতে গন্ধর্ব্ব একজন। পরম সুন্দররূপ মদনমোহন ।। শাস্ত্রাধ্যয়ন হেতু বাঞ্ছা তার হৈল। অবনীমণ্ডলে সেই চিত্রসেন আইল ।। বৈশ্বানর নাম বিপ্র বিখ্যাত পণ্ডিত। সেইস্থানে আসিয়া হইল উপনীত ।। ধরিয়া ব্রাহ্মণ বেশ গন্ধর্ব্ব তনয়। বিপ্রের চরণে আসি দণ্ডবৎ হয় ।। বৈশ্বানর বলে হেথা কেন আগমন। কোন অভিলাষ বাপু কহ বিবরণ ।। চিত্রসেন বলে শুন মোর নিবেদন। করিব তোমার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন ।। মুনি বলে শুন বাপু ব্রাহ্মণ কুমার। পড়াইব তোমারে করিনু অঙ্গীকার ।। তবে চিত্রসেন তথা অধ্যয়ন করে। গন্ধর্ব্ব বলিয়া কেহ চিনিতে না পারে ।। বুদ্ধের প্রাখর্য্য তার বুঝে মুনিবর। শাস্ত্র অধ্যয়নেতে যেমন শ্রুতিধর ।। বিস্ময় হইয়া মুনি ভাবিছে তখন। সামান্য মানুষ না হইবে এই জন ।। তেজস্বী দেখিয়া তারে বৈশ্বানর কয়। কে তুমি আমারে বাপু দেহ পরিচয় ।। সত্য বাক্য কহযদি তুষ্টতাহে হব। মিথ্যা যদি বল তবে অভিশাপ দিব ।। অপরাধ ক্ষমা কর করি নিবেদন। নাম মোর চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব নন্দন ।। প্রকাশ কর্ত্তব্য নয় শুন মহাশয়। ছদ্ম বেশে আছি তেঞি তোমার আশ্রয় ।। বৈশ্বানর বলে বাছা গন্ধর্ব্বনন্দন। ছদ্মবেশে রহিয়াছ হইয়া ব্রাহ্মণ ।। মান অপমান কত হয়েছে তোমার। মার্জ্জনা সে সব দোষ করিবে আমার ।। চিত্রসেন বলে গুরু একি আজ্ঞা কর। ভৃত্য সম আমারে ভাবিবে নিরন্তর ।। আশীর্ব্বাদ কর মোরে হইয়া সদয়। তোমার প্রসাদে যেন বিদ্যালাভ হয় ।। গন্ধর্ব্বের বচনেতে মুনি তুষ্ট হয়। গোপনেতে ব্রাহ্মণীরে বিবরণ কয় ।।

এই যে ব্রাহ্মণ দেখ ব্রাহ্মণ এ নয়। চিত্রসেন নামধরে গন্ধর্ব্ব তনয় ॥ ছদ্মবেশে রহিয়াছে আমার আলয়। কোন রূপে যেন অসম্মান নাহি হয় ॥ শুনিয়া স্বামীর কথা কহিছে ব্রাহ্মণী। শীহরিয়া অঙ্গ মোর উঠিল অমনি ॥ যে কথা কহিলে মুনি মোর ভয় পায়। গন্ধর্ব্বনন্দন পাছে ধরে মোরে খায় ছদ্মবেশে রহিয়াছে হইয়া ব্রাহ্মণ। বল দেখি মুনি তার আকার কেমন ॥ মুনি বলে শুন ওরে অবোধ ব্রাহ্মণী। দেবতা সমান সেই গন্ধর্ব্বেরে শুনি ॥ দেখিতে তেজস্বী বড় মানুষ আকার। পরম সুন্দর যেন অশ্বিনীকুমার ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী তবে মনে মনে ভাবে। কেমন গন্ধর্ব্ব রূপ দেখিতে হইবে ॥ সম্বরারি অরি পদে করি নমস্কার। বিরচিল গৌরীকান্ত রচিয়া পয়ার ॥

চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের প্রতি ব্রহ্মশাপ।

ধূয়া। একি রূপ অপরূপ না হেরি কখন।
নিন্দিয়া শরৎ শশী প্রকাশে বদন ॥

এই রূপে কিছু কাল গন্ধর্ব্ব রহিল। এক দিন বৈশ্বানর স্থানান্তরে গেল ॥ বাটীর রক্ষক মাত্র চিত্রসেন রয়। ব্রাহ্মণী আসিয়া সেই গন্ধর্ব্বেরে কয় ॥ আমার বচন রাখ চিত্রসেন শুন। তোমার গন্ধর্ব্ব রূপ দেখিব কেমন ॥ চিত্রসেন বলে তুমি অর্ব্বাচীনা নারী। তোমারে সে রূপ আমি দেখাতে না পারি ॥ দেখিয়া গন্ধর্ব্ব রূপ লভ্য কিবা আছে। গোপনেতে আছি আমি ব্যক্ত কর পাছে ॥ কত বুঝাইলা তারে গন্ধর্ব্বনন্দন। ব্রাহ্মণী নাহিক বুঝে না মানে বারণ ॥ গুরুপত্নী বাক্য কভু লঙ্ঘিতে না পারে। গন্ধর্ব্ব তনয় তবে নিজ মূর্ত্তি ধরে ॥ চিত্রসেন রূপ রামা দেখিয়া বিস্ময়। ব্রাহ্মণীর হইল যে কামের উদয় ॥ অধৈর্য্য হইয়া লাজ সম্বরিতে নারে। চিত্রসেনে চাহিয়া কহিছে ধীরে২ ॥ তোমার সৌন্দর্য্য দেখি নাহি বাঁচি আর। আমার সহিত তুমি কর হে বিহার

কর্ণেতে দিলেক কর গন্ধর্ব্বকুমার। কি কথা কহিলে একি উচিত তোমার ॥ গুরুপত্নী হও তুমি মায়ের সমান। কেমনে এমন বাক্য কহ অপ্রমাণ ॥ পুনরপি ব্রাহ্মণী কহিছে চিত্রসেনে। কলেবর দহে মোর মদনের বাণে ॥ রমণী আপনি যদি যাচেহে রমণ। ইহাতে নাহিক দোষ গন্ধর্ব্বনন্দন ॥ কাতর হইয়া আমি বলি বারে বারে। কামানল হৈতে মুক্ত করহে আমারে ॥ মন্মথ নিদয় হৈয়া হানে পঞ্চবাণ। সে দায় হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ পরদার লঘু পাপে করিয়াছ ভয়। স্ত্রীহত্যার পাপ পাছে ভুগিতে বা হয় ॥ এত শুনি চিত্রসেন ভাবিছে বিষাদ। অকস্মাৎ একি দেখি হইল প্রমাদ ॥ কাতর দেখিয়া তারে গন্ধর্ব্ব তনয়। মৌনেতে রহিল আর কিছুই না কয়। অস্থির হইল রামা আপনা পাসরে। আলিঙ্গন দেয় গিয়া গন্ধর্ব্বকুমারে ॥ ধর্ম্ম সাক্ষী করে তবে গন্ধর্ব্বকুমার। ব্রাহ্মণী সহিত গিয়া করয়ে বিহার ॥ দৈবের ঘটন কিছু না হয় নির্ণয়। বৈশ্বাদর উপনীত এমন সময় ॥ ঘরের ভিতর দোঁহে মত্ত রতিরসে। দ্বারে বসি ব্রাহ্মণ রহিল ক্রোধাবেশে ॥ মনের মানস পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণী। বাহিরেতে দুইজন আইল তখনি ॥ স্বামীরে দেখিয়া লাজে পড়িল ব্রাহ্মণী। ভয়ে কাঁপে কলেবর উড়িল পরাণী ॥ চিত্রসেন সরমেতে অধোমুখ হয়। বৈশ্বানর বলে ওরে গন্ধর্ব্বতনয় ॥ অধ্যয়ন মিথ্যা তোর বুঝিনু এখন। এই রূপে পরনারী করিস হরণ ॥ শিষ্য হৈয়া গুরুপত্নী করিলি হরণ। এখনি হইবে তোর শরীর পতন ॥ মনুষ্য হইয়া বেটা জন্ম গিয়া লবি। পরদার হেতু বিদেশেতে বন্দী হবি ॥ বৈশ্বানর মুনি তবে ব্রাহ্মণীরে বলে। গন্ধর্ব্বের রূপ দেখি মোহিত হইলে ॥ কামেতে হইয়া মত্ত করিলি বিহার। বেশ্যার ঘরেকে জন্ম হইবে তোমার ॥ এত বলি বৈশ্বানর যোগে মন দিল। ব্রহ্মশাপে দুইজন পতন হইল ॥ রচিয়া পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত কয়। গন্ধর্ব্বনন্দন গিয়া চন্দ্রকান্ত হয় ॥

চন্দ্রকান্তের জন্ম এবং বিবাহ।

ধুয়া। শ্যামরূপ হেরি মোর জুড়াও নয়ন। সদা মন করে ধ্যান ও রাঙ্গা চরণ॥ বাঁকা হৈয়া বাঁশী ধরে, কালোরূপে আলো করে, রমণীর মন হরে, সে ব্রজমোহন॥

বীরভুমে নিবাস শ্রীকান্ত সদাগর। কুলে শীলে কীর্ত্তি যশে ধর্ম্মেতে তৎপর॥ ধন ধান্য পরিপুর্ণ ডিঙ্গা সাত খান। পাঁচ কন্যা রূপে ধন্যা চিত্রের নির্ম্মাণ॥ পুত্রের কারণে সাধু দুঃখী সর্ব্বক্ষণ। দৈবকর্ম্ম করে কত আনিয়া ব্রাহ্মণ॥ সাধুর রমণী অতি হৈয়া খেদান্বিত। পুত্রের কামনা করি ব্রতকরে কত॥ হরিবংশ শুনিলেক তদ্গদ মনে। চিত্রসেন জন্ম লয় শাপান্ত কারণে॥ দশ মাস পুর্ণ হৈল প্রসব সময়। ভুমিষ্ঠ হইল তবে সাধুর তনয়॥ পরম সুন্দর দেখি চন্দ্রের আকর। চন্দ্রকান্ত বলি নাম রাখিলেক তার॥ দিনে২ বাড়ে তবে সাধুরনন্দন। পড়ায়ে শুনায়ে তারে করিল সুজন॥ বিভা যোগ্য সময় দেখিয়া সদাগর। কন্যা অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তর॥ শান্তিপুরে সদাগর ছিল একজন। নামেতে রতন দত্ত অপ্রমিত ধন॥ তিলোত্তমা নাম ধরে তাহার নন্দিনী। হাব ভাব কটাক্ষেতে কামের কামিনী॥ তাহার সৌন্দর্য্য কত করিব বর্ণনা। বদনে শরৎ ইন্দু নিন্দিয়া তুলনা॥ তিল ফুল সম নাশা শোভিত বেসর। পক্ক বিম্ব জিনিয়া উজ্জ্বল ওষ্ঠাধর॥ খঞ্জন নয়নী ধনী চাঁচর চিকুর। ললাটে সিন্দূর বিন্দু তমো করে দূর॥ ভুরু কামধনু যে কটাক্ষ তাহে বাণ। দৃষ্টিমাত্র মদন সন্ধান করে প্রাণ॥ রতন কুণ্ডল কর্ণে অতি সুশোভন। দশনে মুকুতা পাঁতি মধুর বচন॥ সুপীন উন্নত কুচ অতি মনোহর। নানা অলঙ্করণ শোভে তথির উপর॥ বাহুযুগ মৃণাল সদৃশ হয় জ্ঞান। মণিময় আভরণ তাহে দীপ্তিমান॥ অঙ্গুলী উপমা যেন চম্পকের কলি। নাভি সরোবর তাহে তরঙ্গ ত্রিবলী॥ অঙ্গ আভা কিবা শোভা নিন্দি

বিদ্যাধরী। মধ্যদেশ ক্ষীণ হীন করিয়া কেশরী॥ যুগ্ম উরু রম্ভা তরু নিতম্ব সুঠাম। বিচিত্র অম্বর অঙ্গে কনকের দাম॥ মরালগামিনী ধনী তিলোত্তমা নাম। হেরিয়া হরয়ে জ্ঞান মোহ যায় কাম॥ সেই কন্যা চন্দ্রকান্তে বিধি মিলাইল। শুভ দিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল॥ যেমন নায়িকা যোগ্য নায়ক তেমন। রতি কামদেব যেন হইল মিলন॥ মাতিল যৌবনমদে কামের তরঙ্গ। তিলেক নাহিক ছাড়ে রমণীর সঙ্গ॥ পরম সুন্দরী নারী পায়ে চন্দ্রকান্ত। বিষয়ে হইয়া ক্ষান্ত মদনেতে ভ্রান্ত॥ নিত্য নবরসে করে রজনী রঞ্জন। সুখের নাহিক সীমা আনন্দিত মন॥ আঁখির পলকে তি-লোত্তমাকে হারায়। এই রূপে কিছু কাল অন্তঃপুরে রয়॥ দুজনার প্রেমফাঁসে বদ্ধ দুই জন। পাঁচালী প্রবন্ধে গৌরী-কান্ত বিরচন॥

শ্রীকান্ত সদাগরের খেদোক্তি।

ধুয়া। উহার ভাবনা ভাবিয়া মরি। সাধুসুত হৈয়া
না শিখিলে সদাগরী॥

ভাবে সদাগব, এক পুত্র মোর, না শিখিলে সদাগরী। অন্তঃপুরে থাকে, বাহির না দেখে, কি উপায় তার করি॥ রমণীর বশে,মত্ত রতিরসে,নাহি আসে মোর পাশে। আমি বর্ত্তমান, যা করে এখন,কিদশা হইবে শেষে॥ কি করি কি হয়, মন স্থির নয়, ব্যাকুল তাহার পাকে। অবোধ নন্দন, নাহি কোন জ্ঞান, এ দুঃখ কহিব কাকে॥ এই মনে করি, সাজাইয়া তরি, পাঠায়ে দিব পাটনে। অন্ধ নড়ি যেন, হা-রাইলে পুনঃ, পাওয়া যাবে কত দিনে॥ কহে সদাগর, ক-রিতে আদর, উপযুক্ত মোর নয়। ভাবিলে বেদনা, কিছুই হবেনা,সব দিক নষ্ট হয়॥ মনে বিচারিয়া,সহচরী দিয়া, চ-ন্দ্রকান্তে ডাকাইল। করি যোড় কর,সম্মুখে পিতার,চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইল॥ কেন মহাশয়, ডাকিলে আমায়, বিশেষ বচন বল। কি আর শুনিবে,প্রমাদ ঘটিবে, গৌরীকান্ত বিরচিল॥

চন্দ্রকান্তের প্রতি বাণিজ্যের অনুমতি।

ধুয়া। সাধু কয় শুন বাপু আমার বচন।
বাণিজ্যে যাইতে হবে কহিল রাজন॥

সদাগর বলে তবে শুন চন্দ্রকান্ত। মজভূমি মহারাজ বড়ই দুরন্ত॥ ভাণ্ডার হয়েছে খালি কোন দ্রব্য নাই। কেমনে এখন আমি নিশ্চিন্তাতে রই॥ বৃদ্ধ হইলাম বুদ্ধি নাহিক যুয়ায়। বাণিজ্যেতে যাওয়া আর উপযুক্ত নয়॥ উপযুক্ত পুত্র বাপু তুমি মোর হও। সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্যেতে যাও॥ এতেক বচন যদি কয় সদাগর। শুনি চন্দ্রকান্ত হয় দুঃখিত অন্তর॥ সাধুসুত বলে যাইতে হইল প্রবাসে। পিতার অগ্রেতে কয় মৃদু২ ভাষে॥ পরশুরামের কথা শুনেছি শ্রবণে। কাটিল মায়ের মাথা পিতার বচনে॥ করিল দুষ্কর্ম্ম অতি প্রচার হইল। সাধুপুত্র বলি তার ঘোষণা রহিল॥ তোমার বচন আমি মস্তকে ধরিব। ডিঙ্গা সাজাইয়া দেহ বাণিজ্যে যাইব॥ শুনি সদাগর চন্দ্রকান্তের উত্তর। কোলেতে লইল পুত্র করিয়া আদর॥ অশ্রু পূর্ণ নয়ন যে হইল সাধুর। কহিতে লাগিল তবে বচন মধুর॥ ভাণ্ডারেতে নানা দ্রব্য আর যত ধন। বাণিজ্য করিতে কিছু নাহি প্রয়োজন॥ তুমিত সুজন বাপু বুদ্ধে বৃহস্পতি। লোকে কবে সাধুসুত হইল অকৃতী॥ বাপের ধনেতে বসে করে ঠাকুরালি। অপযশ হবে তব অভাজন বলি॥ সুনাম পুরুষ ধন্য সকলেতে কয়। পুত্র যশে পিতার পৌরুষ বড় হয়॥ যা ছিল অন্তরে মোর কহিলাম সার। বিদেশে পাঠাতে ইচ্ছা নাহিক আমার॥ চন্দ্রকান্ত বলে পিতা করি নিবেদন। বিলম্বে নাহিক ফল কর আয়োজন॥ এত বলি চন্দ্রকান্ত গৃহেতে চলিল। জননীরে সমাচার সকলি কহিল॥ পিতার আজ্ঞাতে আমি যাব বাণিজ্যেতে। তোমার চরণে আসি বিদায় লইতে॥

ধুয়া। কে আমার নয়নের তারা বিদেশে পাঠাবে। অঞ্চলের নিধি কেবা খসায়ে লইবে॥

কেন বা বাণিজ্যে বাছা যাইবে প্রবাসে। কিসের অভাব তুমি ঘরে থাক বসে॥ ভাণ্ডারে যে ধন আছে বলি তোর ঠাঁই। সপ্তম পুরুষ বাণিজ্যেতে কাষ নাই॥ অন্ধের নয়ন মোর দরিদ্রের ধন। প্রবাসে পাঠাতে নারি থাকিতে জীবন॥ মায়ের মাথাটী খাবে ও কথা কহিবে। মাতৃবধের ভাগী যে তোমারে হতে হবে॥ যোড় করে মৃদুস্বরে চন্দ্রকান্ত কয়। পুত্র প্রতি মায়ের এমনি স্নেহ হয়॥ হিত উপদেশ কথা রামায়ণে শুনি। পিতৃবাক্য পালন করিলা রঘুমণি॥ বাপের সত্যেতে রাজ্য ভরতেরে দিয়া। বনেতে গেলেন রাম বাকল পরিয়া॥ কৌশল্যা জননী আসি কত বুঝাইলা। নিষেধ করিয়া রামে রাখিতে নারিলা॥ পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ জপ তপ পিতে। বাণিজ্যে যাইব আমি পিতার আজ্ঞাতে॥ শুনিয়া পুত্রের কথা খেদান্বিত মায়। শিরে করাঘাত হানি ধরণী লোটায়॥ এমন নিদয় সাধু কি কহিব তায়। অন্ধের নড়িকে লয়ে দূরেতে ফেলায়॥ চন্দ্রকান্ত বলে মাতা দেহ অনুমতি। তোমার চরণে আমি করি গো প্রণতি॥ এত বলি মাতা স্থানে বিদায় হইল। সাধুসুত রমণীর নিকটে চলিল॥ স্বামীর অধিক কাল বিলম্ব দেখিয়া। তিলোত্তমা রহিয়াছে পথ নিরখিয়া॥ এমন সময় পতি পাইয়া দরশন। আগু হয়ে আনিবারে করিল গমন॥ পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায়। কেমনে রমণী কাছে হইবে বিদায়॥

রমণীর নিকট চন্দ্রকান্তের বিদায় যাচ্ঞা।

ধুয়া। বদন মলিন কেন সজল নয়ন। কি দুঃখে দুঃখিত এত কহ নাথ কি কারণ॥ বিষাদ সাগরে দেখি হয়েছ মগন। ভাবে বুঝি তোমাতে হে নাহিক তোমার মন॥

যাহার সুখেতে সুখ তার দেখে দুঃখ। ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে বিদরিছে বুক ॥ বচন নাহিক মুখে মউনে রহিলে। আসন ত্যজিয়া কেন ভুমেতে বসিলে ॥ কেনহে এমন হলে বুঝিতে না পারি। অভিপ্রায় আমি এই অনুভব করি ॥ অন্তঃপুর মধ্যে তুমি থাক হে সতত। শ্বশুরঠাকুর তাহে হইয়া বিরত॥ ডাকিয়া তোমারে কিছু কহে কুবচন। বিষাদিত বুঝি নাথ তাহার কারণ ॥ চন্দ্রকান্ত বলে তবে শুন লো সুন্দরি। হৃদয় বিদরে তোরে কহিতে না পারি ॥ বদন কহিতে চায় প্রাণে মানা করে। কইওনা এখন আমি আছি কলেবরে ॥ সেই হেতু রহিয়াছি হইয়া মউন। কেমনে কহিব হেন নিষ্ঠুর বচন। কে জানে এমন হবে হরিষে বিষাদ। বাণিজ্যে যাইব বিধি সাধিল বিবাদ ॥ হিত উপদেশ কথা কত বুঝাইল। অঙ্গীকার করিয়াছি যাইতে হইল ॥ মাতাস্থানে আইলাম হইয়া বিদায়। তোমারে কহিতে কথা মুখে না যুয়ায় ॥ বিদেশে যাবেন কান্ত করি অনুমান। চিন্তিত হইয়া রামা হারাইল জ্ঞান। মিনিষ নাহিক দেখি প্রকাশ নয়ন। চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিত বচন ॥ ক্ষণেক বিলম্বে তবে পাইয়া চেতন। শিরে করাঘাত হানি করয়ে রোদন ॥ হেন কুবচন নাথ কেমনে কহিলে। নিদয় হইয়া শেল বুকেতে হানিলে ॥ আঁখির পলকে আমি হারাই যে জনে। তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচিবে কেমনে ॥ আমি চকোরিণী প্রায় তুমিত হে শশী। কোথায় যাইবা মোরে করিয়া উদাসী ॥ সুজন চতুর তুমি বুদ্ধের সাগর। তোমাকে কি বুঝাইব নাহি অগোচর ॥ স্বামী রমণীর ধাতা স্বামিধন অতি। পতি বিনে যুবতীর নাহি অন্যগতি ॥ আমারে রাখিয়া একা বাণিজ্যে যাইবে। কেমনে আমার মন প্রবোধ মানিবে ॥ যাইতে না দিব নাথ ধরিহে চরণে। দয়া নাহি হয় তব দেখিয়া এ জনে ॥ যদি হে যাইবে মোরে করি প্রতারণ। গরল করিয়া পান ত্যজিবু জীবন ॥ চন্দ্রকান্ত বলে একি ঠেকিলাম দায়। ভাল আসি-

ধুয়া। কে আমার নয়নের তারা বিদেশে পা-
ঠাবে। অঞ্চলের নিধি কেবা খসায়ে লইবে॥

কেন বা বাণিজ্যে বাছা যাইবে প্রবাসে। কিসের অভাব তুমি ঘরে থাক বসে॥ ভাণ্ডারে যে ধন আছে বলি তোর ঠাঁই। সপ্তম পুরুষ বাণিজ্যেতে কাষ নাই॥ অন্ধের নয়ন মোর দরিদ্রের ধন। প্রবাসে পাঠাতে নারি থাকিতে জীবন॥ মায়ের মাথাটী খাবে ও কথা কহিবে। মাতৃবধের ভাগী যে তোমারে হতে হবে॥ যোড় করে মৃদুস্বরে চন্দ্রকান্ত কয়। পুত্র প্রতি মায়ের এমনি স্নেহ হয়॥ হিত উপদেশ কথা রামায়ণে শুনি। পিতৃবাক্য পালন করিলা রঘুমণি॥ বাপের সত্যেতে রাজ্য ভরতেরে দিয়া। বনেতে গেলেন রাম বাকল পরিয়া॥ কৌশল্যা জননী আসি কত বুঝাইলা। নিষেধ করিয়া রামে রাখিতে নারিলা॥ পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ জপ তপ পিতে। বাণিজ্যে যাইব আমি পিতার আজ্ঞাতে॥ শুনিয়া পুত্রের কথা খেদান্বিত মায়। শিরে করাঘাত হানি ধরণী লোটায়॥ এমন নিদয় সাধু কি কহিব তায়। অন্ধের নড়িকে লয়ে দূরেতে ফেলায়॥ চন্দ্রকান্ত বলে মাতা দেহ অনুমতি। তোমার চরণে আমি করি গো প্রণতি॥ এত বলি মাতা স্থানে বিদায় হইল। সাধুসুত রমণীর নিকটে চলিল॥ স্বামীর অধিক কাল বিলম্ব দেখিয়া। তিলোত্তমা রহিয়াছে পথ নিরখিয়া॥ এমন সময় পতি পাইয়া দরশন। আগু হয়ে আনিবারে করিল গমন॥ পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায়। কেমনে রমণী কাছে হইবে বিদায়॥

রমণীর নিকট চন্দ্রকান্তের বিদায় যাচ্ঞা।

ধুয়া। বদন মলিন কেন সজল নয়ন। কি দুঃখে
দুঃখিত এত কহ নাথ কি কারণ॥ বিষাদ সাগরে
দেখি হয়েছ মগন। ভাবে বুঝি তোমাতে হে না-
হিক তোমার মন॥

যাহার সুখেতে সুখ তার দেখে দুঃখ। ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে বিদরিছে বুক ॥ বচন নাহিক মুখে মউনে রহিলে। আসন ত্যজিয়া কেন ভূমেতে বসিলে ॥ কেনহে এমন হলে বুঝিতে না পারি। অভিপ্রায় আমি এই অনুভব করি ॥ অন্তঃপুর মধ্যে তুমি থাক হে সতত। শ্বশুরঠাকুর তাহে হইয়া বিরত ॥ ডাকিয়া তোমারে কিছু কহে কুবচন। বিষাদিত বুঝি নাথ তাহার কারণ ॥ চন্দ্রকান্ত বলে তবে শুন লো সুন্দরি। হৃদয় বিদরে তোরে কহিতে না পারি ॥ বদন কহিতে চায় প্রাণে মানা করে। কইওনা এখন আমি আছি কলেবরে ॥ সেই হেতু রহিয়াছি হইয়া মউন। কেমনে কহিব হেন নিষ্ঠুর বচন। কে জানে এমন হবে হরিষে বিষাদ। বাণিজ্যে যাইব বিধি সাধিল বিবাদ ॥ হিত উপদেশ কথা কত বুঝাইল। অঙ্গীকার করিয়াছি যাইতে হইল ॥ মাতাস্থানে আইলাম হইয়া বিদায়। তোমারে কহিতে কথা মুখে না যুয়ায় ॥ বিদেশে যাবেন কান্ত করি অনুমান। চিন্তিত হইয়া রামা হারাইল জ্ঞান। মিনিব নাহিক দেখি প্রকাশ নয়ন। চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিত বচন ॥ ক্ষণেক বিলম্বে তবে পাইয়া চেতন। শিরে করাঘাত হানি করয়ে রোদন ॥ হেন কুবচন নাথ কেমনে কহিলে। নিদয় হইয়া শেল বুকেতে হানিলে ॥ আঁখির পলকে আমি হারাই যে জনে। তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচিবে কেমনে ॥ আমি চকোরিণী প্রায় তুমিত হে শশী। কোথায় যাইবা মোরে করিয়া উদাসী ॥ সুজন চতুর তুমি বুদ্ধের সাগর। তোমাকে কি বুঝাইব নাহি অগোচর ॥ স্বামী রমণীর ধাতা স্বামিধন অতি। পতি বিনে যুবতীর নাহি অন্যগতি ॥ আমারে রাখিয়া একা বাণিজ্যে যাইবে। কেমনে আমার মন প্রবোধ মানিবে ॥ যাইতে না দিব নাথ ধরিহে চরণে। দয়া নাহি হয় তব দেখিয়া এ জনে ॥ যদি হে যাইবে মোরে করি প্রতারণ। গরল করিয়া পান ত্যজিব জীবন ॥ চন্দ্রকান্ত বলে একি ঠেকিলাম দায়। ভাল আসি-

য়াছি আমি হইতে বিদায় ॥ গৌরীকান্ত বলে শুন সাধুর ন ন্দন। রমণী ভুষিয়া কহ মধুর বচন ॥

রমণীর নিকট চন্দ্রকান্তেরপ্রবোধ বাক্য।

ধুয়া। না বুঝিয়া কেন প্রিয়ে হলে বিষাদিনী। সাধে কি তোমারে ত্যজি বিদেশে যাইব ধনি ॥

সুবোধা বলিয়া ধনী ছিল মোর মনে। অবোধের মত কথা কহ কি কারণে ॥ কি কহিলাম কি বুঝিলা নাহি বিবেচনা। উন্মাদিনী প্রায় হৈয়া পাসর আপনা ॥ বুঝাইছু যত মোরে বিনয় বচনে। আমি কি না বুঝি প্রিয়া ভাবিয়াছ মনে ॥ তোমার যেমন দুঃখ আমার তেমন। সইচ্ছায় করে কেবা বিদেশে গমন ॥ যার যে স্ববিত্ত কর্ম্ম করিবে কুসলে। তাহে অপারগ হৈলে অভাজন বলে ॥ সাধুর নন্দন আমি বাণিজ্য যাইব। চিরকাল ঘরে বসে কেমনে রহিব ॥ বিষাদ করিছ কেন শুন বিনোদিনী। ব্যাকুল হৈয়াছি তোরে দেখিয়া দুঃখিনী ॥ প্রফুল্ল হইয়া কথা কহ এক বার। শুনিয়া সুস্থির প্রাণ হইবে আমার ॥ যাত্রার সময় কেন অমঙ্গল কর। অনুচিত কর্ম্ম একি উচিত তোমার ॥ ভাবনা কি আছে প্রিয়ে স্থির কর মতি। বাণিজ্য করিয়া আমি আসি শীঘ্রগতি ॥ তব যোগ্যাবস্ত্র অভরণ আনি দিব। মনের মানসে ধনী তোরে সাজাইব ॥ নানাজাতি দ্রব্য আনি ভাণ্ডারে রাখিব। পুনর্ব্বার বাণিজ্যেতে আর না যাইব ॥ এতেক শুনিয়া রামা হরষিত হৈল। পতি প্রতি চাহি কিছু কহিতে লাগিল ॥ একান্ত বিদেশে যদি যাবে মহাশয়। ত্বরিতে আসিবে যেন বিলম্ব না হয় ॥ আর কিছু কথা আছে করি নিবেদন। স্ত্রীলোক সহিত না করিবে আলাপন ॥ দুর্বুদ্ধি ঘটাবে তবে বিপদ হইবে। আসিতে না দিবে দেশে ভুলায়ে রাখিবে ॥ উপহাস না করিবে আমার বচনে। রমণীর কথা নাথ থাকে যেন মনে ॥ চন্দ্রকান্ত বলে আমি এমনি অসার। আমারে ভুলায়ে রাখে এ শক্তি বা কার ॥ তিলোত্তমা বলে নাথ মোর অল্প জ্ঞান।

বুঝিবা না বুঝি করিলাম সাবধান ॥ রমণীরে তবে কান্ত ক-রিয়া সম্মত। প্রবোধ বচনে তারে বুঝাইল কত ॥ চিন্তিত না হয়ো প্রিয়ে থেকো সাবধানে। দোঁহার নয়ন জল সম্বরে দু-জনে ॥ যাত্রা করি সাধু সুত বাহিরে চলিল। পিতার নিকটে গিয়া সভাতে বসিল ॥ বন্ধুগণ সহিত করিল কোলাকুলি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আইল আশীর্ব্বাদ বলি ॥ দুঃখিত বৈষ্ণব দ্বিজ যত জন ছিল। সভার সম্মান রাখি কিছু২ দিল ॥ আশীর্ব্বাদ করি সভে যায় নিকেতনে। পিতার নিকটে গায় সাধুর নন্দনে ॥ যুড়িয়া যুগল কর ধীরে ধীরে কয়। আজ্ঞা কার বিদায় হইব মহাশয় ॥ সজল নয়ন সাধু বাক্য নাহি স্বরে। বিদায় করিতে ইচ্ছা না হয় অন্তরে ॥ ব্যাকুল হইয়া সাধু ভাবে মনে মনে। ভাবিতে উচিত রাগে গোরীকান্ত ভণে ॥

চন্দ্রকান্তের বাণিজ্যে গমন।

ধুয়া। ও সই কব কায় শ্যামের বাশীই লয়ে মরি হায় ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কালা, গলে দোলে বনমালা, দেখে সে নন্দের বালা, সব দুঃখ দূরে যায় ॥ কখন বা গোচারণ, কর্ণধার হয় কখন, দানী হৈয়া সাধে দান, কতগুণ আছে তায় ॥ যাইতে যমুনা জলে, দেখি তারে কদম্বতলে, মুরলিতে রাধা বলে, বাঁকা নয়নে চায় ॥ গৌরীকান্ত বিরচিত, জাননা শ্যামের রীত, তাহার সহিত প্রীত, করিলে কুল মজায় ॥

কর্ণধার সাজাইল ডিঙ্গা সাতখান। মাস্তুর উপরে তুলে দিলেক নিশান ॥ দোথরিতে থরি করি সাজায় কামান। গোলাগুলি বারুদ রাখিল স্থানে স্থান ॥ তুলিয়া বান্ধিল পাল অতি সুশোভন। বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা করিবে গমন ॥ কর্ণধার সকলেতে পরিল পোষাক। মাথায় বান্ধিল তারা দিব্য রাঙ্গা পাগ ॥ সরঞ্জামি সেকাই হইল কতগুলি। রাজি তিরান্দাজ নিলে আর কিছু ঢালী ॥ জমাদ্দার ব্রজবাসী পদাতিক কত। একএক নায়ে তুলে নিল শত শত ॥ তরণী

করিল পূজা দিয়া পুষ্পমালা। মিঠা জল লইলেক কত শত জালা॥ খাদ্য দ্রব্য লইলেক বৎসরের মত। কুঙ্কুম কস্তুরী আর মেওয়াজাত যত॥ বাণিজ্যের যত দ্রব্য পুরিল তরণী। মুকুতা প্রবাল আর হীরা মাস চুনি॥ রজত কাঞ্চন কত নিলে ভারে ভার। পুরিল তরণী দেখে স্থান নাহি আর॥ পিতার চরণে তবে প্রণাম করিল। চন্দ্রকান্ত যাত্রা করে দুর্গা স্মরিয়া॥ কলাগাছ আরোপিল পথের দুধার। বারি পূর্ণ কলসী তাহাতে আগ্রসার॥ পূর্ণঘট দেখি তবে সাধুর নন্দন। গণেশ গণেশ বলি করিল গমন॥ নদীর তীরেতে গিয়া ছাউনি করিল। ক্ষণেক বিশ্রাম করি নায়েতে বসিল॥ সকল নাবিক মেলি করে হরিধ্বনি। হরিবোল বই আর কিছুই না শুনি॥ দামামা জয়ঢাক বাজে আর বাজে শিঙ্গা। বদোর বদোর বলি খুলিলেক ডিঙ্গা॥ তিনদিন বাহিয়া আইল কত দূরে। উপনীত হৈল আসি ভাগীরথী তীরে॥ সেই দিন সেই স্থানে করিল লাগান। সাধুরনন্দন তথা করিলেক স্নান॥ রন্ধন ভোজনে হৈল বেলা অবসান। প্রভাতে উঠিয়া ডিঙ্গা করিল চালান॥ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দরশন করে। বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা আইল শান্তিপুরে॥ শান্তিপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কয়। এখানে রাখিতে তরী উপযুক্ত নয়॥ ডাহিনেতে গুপ্তীপাড়া সম্মুখে সোমড়া। ওই ঘাটে রাখ ডিঙ্গা সাবধান চড়া॥ বাহ বাহ বলে তবে সাধুর তনয়। ত্রিবেণী আসিয়া তরী উপনীত হয়॥ ডাহিন বামেতে গ্রাম কত এড়াইল। নিমাই তীর্থের ঘাটে সে দিন রহিল॥ প্রভাতে সাধুর সুত বলে বাহ বাহ। বামভাগে রহিল শ্রীপাঠ খড়দহ॥ গঙ্গার দুয়ার দিয়া যায় কালীঘাটে। সাধুর নন্দন তবে উঠে গিয়া তটে॥ নানা উপহার আর বস্ত্র আভরণ। করিল কালীর পূজা তদগতমন॥ মায়েরে প্রণাম করি চড়ে গিয়া নায়। সেই দিন রাতারাতি হেত্যাগড় যায়॥ বাহ২ নাবিক দাঁড়েতে দেহ ভর। মহাতীর্থস্থান আইল শ্রীগঙ্গাসা-

গর ॥ পিতৃশ্রাদ্ধ আদি যেবা করে স্নানদান। পিতৃ পিতা-মহ তার পায় পরিত্রাণ ॥ গুরুদেব পাদপদ্মে ভরসা একান্ত পয়ার প্রবন্ধে বিরচিল গৌরীকান্ত ॥

চন্দ্রকান্তের ক্রন্দন।

ধুয়া। আরে ওহে কানাঞ্রা তরণী বাহিয়া কেন
তরঙ্গে আনিলহে। তুমি নবীন কাণ্ডারী হবে বুঝি
অনুভাহে হে ॥ আমরা গোপিকা যত, হয়ে তব
অনুগত, পারাবার ভয়ে নত, তোমার চরণে হে ॥

এইরূপে কত দূর বাহিয়া চলিল। হিজলি ছাড়িয়া ডিঙ্গা সমুদ্রে পড়িল ॥ শুনিয়া জলের ডাক কম্পিতহৃদয়। চিন্তিত হইল বড় সাধুব তনয় ॥ পর্ব্বত সমান ঢেউ দেখে লাগে ভয় টলমল করে তরি স্থির নাহি হয় ॥ কান্দিয়া আকুল হইল সাধুর নন্দন। বিদেশে বিপাকে বুঝি হইল মরণ ॥ কোথা রৈল মাতা পিতা কোথা বন্ধুজন। সকল ত্যজিয়া এবে হা-রাই জীবন ॥ ললাটে আছয়ে মোর বিধির লিখন। নতুবা শুনিতাম আমি মায়েব বারণ॥ তিলোত্তমানারী মোরে তবু বুঝাইল। না শুনিয়া তার বাক্য প্রমাদ ঘটিল ॥ কর্ণধার বলে শুন দেখি চন্দ্রকান্ত। সাধুর নন্দন হৈয়া কেন এত ভ্রান্ত এই পথে কত সদাগর আইসে যায়। সাহসে করিয়া ভর কেহ না ডরায় ॥ ছাওয়াল বয়স কিছু নাহি বিবেচনা। চা-পিয়া বৈসহ নায় কিসের ভাবনা। চন্দ্রকান্তে শান্ত্বনা করিয়া কর্ণধার। হরিবোল বলিয়া চলিল পুনর্ব্বার ॥ জগন্নাথ দে-বের মন্দির প্রণমিয়া। সেতুবন্ধ রামেশ্বর গেল ছাড়াইয়া ॥ ক্রমেতে বাহিয়া তরি যায় দুই মাসে। উপনীত হৈল গিয়া গুজ্জরাট দেশে। ঘাটেতে লাগিল তরি করিল দামামা। থা-নাতে বসিয়াছিল কোটালের মামা ॥ বড়ই দুর্ম্মুখ সেই জেতে রজপুত। দামামা শুনিয়া আইল যেন যম দুত ॥ ঘূ-র্ণিত লোচন ঘন গোঁফে দেয় পাক। কাহার তরণী বলি ঘন ঘন ডাক ॥ কর্ণধার বলে এই সাধুর তরণী। আইলাম তো-

মার দেশে কি বল তা শুনি ॥ কোটালের মামা বলে শুন কর্ণধার। ঘাটেররক্ষক থাকি আমি থানাদার ॥ কি কারণে আসিয়াছ কহিবা স্বরূপে। তদন্ত জানিয়া আমি কব গিয়া ভূপে ॥ শুনিয়া ভূপতি তবে কি দেন উত্তর। পুনর্ব্বার আসি তেছি তোমার গোচর ॥ কর্ত্তব্য যা হয় তবে বুঝিয়া করিবে এখন ঘাটেতে ডিঙ্গা লাগাতে নারিবে ॥ এতেকশুনিয়া তবে সাধুরনন্দন। কহিতে লাগিল তারে মধুর বচন ॥ বাঙ্গালা মুলুকে বাস বাণিজ্যেরআশে। সদাগরী করিতে এসেছি এই দেশে। ডাকা চোর নহি মোরা হই মহাজন। রাজার নিকটে গিয়া কহবিবরণ ॥ কোটালের মামা তবে বুঝিয়া কারণ। শীঘ্রগতি যায় সেই ভূপতিসদন ॥ প্রণাম করিয়া তবে কয় নৃপবরে। বাণিজ্য করিতে এক আইল সদাগরে ॥ সাত ডিঙ্গা সঙ্গে তার দ্রব্য নানাজাতি। রজত কাঞ্চন কত হীরা লাল মতি ॥ সদাগরী করিবেক বাসনা অন্তরে। তব আজ্ঞা হয় যদি প্রবেশে নগরে ॥ দেখিব সে সদাগর বলে নৃপবর। শীঘ্রগতি আন গিয়া আমার গোচর ॥ শুনি কোটালের মামা পুনর্ব্বার যায়। সাধুর সাক্ষাতে সব সংবাদ জানায় ॥ ভূপতি নিকটে চল সাধুর নন্দন। তোমারে যাইতে আজ্ঞা করিল রাজন ॥ সাধু বলে সুপ্রভাত হইল এখন। গুজরাট পতিরে করিব দরশন ॥ এসেছি তোমার দেশে কিছুই না জানি। কি নাম রাজার মোরে বল দেখি শুনি ॥ কহিতে লাগিল তবে শুন চন্দ্রকান্ত। ভীমসেন নামে রাজা বড় পুণ্য বন্ত ॥ দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন। সুখেতে আছয়ে ভাল যত প্রজাগণ ॥ এত শুনি সাধুসুত আনন্দিত হয়। বিরচিত গৌরীকান্ত সারদা সদয় ॥

চন্দ্রকান্তের গুজরাট নগরে প্রবেশ এবং পতিনিন্দা।

ধুয়া। কিরূপ হেরিয়া হরিল জ্ঞান। আসিয়াছে রতিপতি ছাড়ি নিজ স্থান ॥

রাজসভায়েণে, সাধুর নন্দনে, সওগাতে লইল কত। রাজ যোগ্য হয়,অতি উপাদেয়,মেওয়াজাত ছিলযত ॥ বসন ভুষণ, পরে আভরণ, অশ্ব আরোহণ হয়। পরম সুন্দর,রূপ মনো হর, হৈল যেন চন্দ্রোদয় ॥ আজানুলম্বিত, ভুজ কি শোভিত যুগ্ম ভূরুযুগ তায়। সঙ্গে নিজ দল, যতেক আছিল, আগু পাছু সভে ধায় ॥ জ্ঞান হয় বুঝি, আইল রতি ত্যজি, কাম-দেব অভিপ্রায়। মৃদু২ ভাষে, ভুপতির পাশে, নগর দেখিয়া যায় ॥। নগরের লোক, দেখিতে কৌতুক,সকলে মেলি আ-ইল। যতেক রমণী, হেরিয়া অমনি,আঁখি নাহি পালটিল ॥ কি বিধি নির্ম্মাণ, করেছে এমন, পুরুষ রতন নিধি। পতি মুখে ছাই, তবে দিয়া যাই, সঙ্গে লয়ে যায় যদি ॥ এক ধনী কয়, কি হৈল আমায়,উপায় দেহগো বলে। দেখিয়া এজনে নাহি বাঁচে প্রাণে, কামানলে তনু জ্বলে ॥ আর ধনী কয়, এই মনে হয়, যদি গো উহারে পাই। হৃদয়ে রাখিয়া, দিবা-নিশি নিয়া, মনের সাধ পুরাই ॥ আর এক নারী, লয়ে সহ-চরী, দেখিবারে সেই আইল। ওরূপ হেরিয়া, মদনে দহিয়া সঙ্গে তাহার চলিত ॥ সহচরি তারে, আনিতে না পারে, বলে একি দায় হলো। কাহার বাছনি,বধিতে রমণী,কেনবা এখানে আলো ॥ নবীন বয়েস, কিবা দিব দোষ, কহিব কিগো উহার। হইল বয়স পাকাইলাম কেশ, হেরিয়া কাম উদয় ॥ যেন রতিপতি, মদন মুরতি, আর এক ধনি বলে। লাজ ভয় ত্যজি, এইজনে ভজি, কি করিবে কুল শীলে ॥ উ-হার রমণী, বড় ভাগ্যমানি, কত পুণ্য করেছিল। এমন না-গর, এল দেশান্তর, কেমনেতে সে রহিল ॥ আর ধনী বলে, আমার কপালে, মিলে এসম্ভব নয়। স্বপনে এজন, করে আলিঙ্গন, তথাপি এ দুঃখ যায় ॥ চমৎকার একি, হেরিলাম দেখি, পাসরিতে নাহি পারি। মুখপদ্ম হেরি, ভ্রমর গুঞ্জরি, বলে মধুপান করি ॥ দেখিলেএজন, হইবে এমন, আগে এত কেবা জানে। তনু জরং, করিছে আমার,হানিছে মন্মথ

বাণে॥ আর এক জন, বলে দিদি শুন, এজন কিগুণ জানে। হেরে যে উহারে, তখনি তাহারে, মোহিত করয়ে জ্ঞানে॥ সবে চল ঘর, বুঝে কার্য্য কর, আমার বচন শুনি। যদি পুনঃ পুনঃ, কর দরশন, হতে হবে উদাসিনী॥ কুলবধূগণ, কাম সম্বরণ, করিয়া গৃহেতে যায়। যে রূপ হেরেছে, মনেতে রয়েছে, পাসরিতে নারে তায়॥ সাধুর কুমার, দেখিয়া নগর, হরষিত হৈল মন। বিশ্বকর্ম্মা যেন, করেছে নির্ম্মাণ, স্বর্গ তুল্য এই স্থান॥ যত প্রজাগণ, সবে মহাজন, দুঃখী কোন জন নয়। তুল্যরূপ গুণ, কেহ নহে উন, গৃহ অট্টালিকাময়॥ দেবালয় কত, আছে শত২, করিতেছে দান ধ্যান। করিয়া কৌতুক, নাচিছে নর্ত্তক, হইতেছে বাদ্য গান॥ পুষ্পোদ্যান দেখি, চন্দ্রকান্ত সুখী, ফুটে নানাজাতি ফুল। আমোদ সৌরভে, আসি মধুলোভে, গুঞ্জরিছে অলিকুল॥ দেখে সরোবর, তথির উপর, রাজহংস কেলি করে। ময়ূর ময়ূরী, ফিরে নৃত্য করি, কোকিল সদা কুহরে॥ দেখি মনোহর, গুজরাট পুর, ভাবে সাধুর কুমার। ধন্য এ নগর, কি সুখ প্রজার, ধন্য ধন্য নৃপবর॥ চন্দ্রকান্ত আসে, রাজার আওয়াসে, সমাচার জানাইল। মন্ত্রী ছিল পাশ, করিতে সম্ভাষ, আগু তারে পাঠাইল॥ মন্ত্রী আগে গিয়া, সাধুরে লইয়া, চলিল রাজার কাছে। সওগাতের ডালী, লইয়া সকলি, যোগাইল পাছে পাছে॥ সাধু সুত গিয়া, প্রণাম জানায়্যা, বসিল রাজার পাশ। জিজ্ঞাসে রাজন, সাধুর নন্দন, কোথায় তোমার বাস॥ বীরভূমে বাস, বাণিজ্যের আশ, আসিয়াছি মহাশয়। সব বিবরণ, শুনিবে রাজন, বৈদ্য গৌরীকান্ত কয়॥

চন্দ্রকান্তের রাজার নিকটে পরিচয়।

ধুয়া। শুন ওহে ভূপ করি নিবেদন। বাণিজ্য করিব আমি সাধুর নন্দন॥

গন্ধ বণিক জাতি, মল্লভূমে বসাত, চন্দ্রকান্তি রায় মোর নাম॥ সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া, বদল সামগ্রী নিয়া, আসিয়াছি ছাড়ি নিজ ধাম॥ আনেছি যে দ্রব্য সব, বদল করিয়া লব, যদি দেহ থাকি এই স্থানে। রাজা বলে যত চাবে, সকলি বদল পাবে, যদি থাক মোব সন্নিধানে॥ দেখিয়া কান্তের রূপ, বিস্ময় হইল ভূপ, সমাদর কবিল তাহার। পাত্রে কহে নৃপবর, দেও গিয়া বাসাঘর, উপযুক্ত যে হয় উহার॥ তবে সাধুর তনয়, সে দিন বাসায় যায়, রাজ স্থানে হইয়া বিদায়। দিব্য অট্টালিকাময়, বাসা গিয়া দিল তায়, হরষিত চন্দ্রকান্ত রায়॥ অতি রম্য স্থান দেখি, চন্দ্রকান্ত মনে সুখী, পথের যে দুঃখ গেল দূর। প্রভাতে উঠিয়া রায়, রাজার নিকটে যায়, আসো২ বলে নৃপবর॥ সাধুর সম্ভ্রম অতি, রাখে গুজরাটপতি,শি রোপা করিল করিবর॥ রাজারপ্রসাদ লৈয়া, গজে আরোহণ হৈয়া, বাসায় চলিল সদাগর॥ গুজরাট বাসী যত, মহাজন আইল কত, সদাগর আসিয়াছে শুনে। পরি দিব্য জামা যোড়া, সওয়ার হইয়া ঘোড়া, আইল সঙ্গে সাধু বিদ্যমানে॥ চন্দ্রকান্ত চাহি কয়,শুন সাধু মহাশয়,কিবা দ্রব্য আনিয়াছ বল। মহাজন হই মোরা,জিনিস করব ফেরা, ছুনু দিব করিয়া বদল॥ সাধুর নন্দন কয়, উতলার কর্ম্ম নয়, না বুঝে কেমনে কব ভাই। চন্দ্রকান্ত বুঝে মনে, বদল সামগ্রী কিনে, মুনাফাতে হইবে লোহাই॥ প্রতিবাসী যত ছিল, সাধুরে দেখিতে এলো,'মধুর বচনে সাধুতোষে। সাধুর সংবাদ শুনি, আইল এক গোয়ালিনী, হাসি হাসি কহে মৃদু ভাষে॥ কদিন এসেছ তুমি, কিছু না জানি আমি, মনেতে পাইনু বড় দুঃখ। তোমারে যোগান দুগ্ধ, না দিয়া হৈয়াছি মুগ্ধ, দুগ্ধ বিনা ভোজনে কি সুখ॥ যে কর্ম্মে হয়েছ চুক, দেখাইতে নারি মুখ, নিত্য২ দুগ্ধ দিব আসে। এই গুজরাট পুরে, আইসে যত সদাগরে, সবাই আমারে ভাল জানে॥ যার যেবা মনোনীত, আমা হৈতে হরষিত,নাম মোর গোপী

গোয়ালিনী ।। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ,গৌরীকান্তে লাগে ধন্ধ, চন্দ্রকান্ত বলে একি শুনি ।।

গোপী গোয়ালিনীর রূপ বর্ণন।

ধুয়া। ও পথে যেওনা সখী কহিছে বড়াই ।। ওই দেখ কদম্বতলে রয়েছে কানাই ।। ললিতা বিশাখা শুন শুন ওগো রাই। কালরূপ হেরোনা হেরিয়া রক্ষা নাই ।।

গোপীর সৌন্দর্য্য কত কহিব বিস্তার। কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি সাধ্য অনুসার ।। অর্দ্ধেক বয়স মাগী যুবতীর প্রায়। কপালে চন্দন বিন্দু তিলক নাসায় ।। সুগন্ধি তৈলেতে করে চিকুর বন্ধন। খোপায় চাঁপার ফুল অতি সুশোভন।। কাণে পাসা মৃদুভাষা সুহাস্য বদন। নয়নে কজ্জলরেখা দশনে মঞ্জন ।। নম্রমান দুষ্ট স্তন পড়েছে ঝুলিয়া। যতনে কাঁচলি দিয়া রাখিছে আঁটিয়া ।। শুভ্রবস্ত্র পরিধান পাকিমালা গলে পরাণ কাড়িয়া লয় কথার কৌশলে ।। ভাব লাভ কটাক্ষেতে যুবতী নিন্দিয়া। যৌবনে কেমন ছিল না পাই ভাবিয়া ।। গোপী বলে সদাগর সম্পর্ক ঘটিল। আমার নাতির নামে তব নাম হৈল।। তুমি যে হইলা নাতি আমি হইলাম আইও। তোমার মনের কথা আমারে কহিও ।। যা বলিব তা করিব না হবে অন্যথা। অনুগত হৈয়া আমি থাকিব সর্ব্বথা ।। এত শুনি সাধুসুত হইল বিস্ময়। ভাবে মনে ভ্রষ্টা মাগী হইবে নিশ্চয় ।। কথার আঁটনি বড় শুনে হাসি পায়। নাতি২ বলে মাগী এত বড দায় ।। দিবস হইল শেষ কথোপকথনে। বিদায় হইয়া গোপী যায় নিকেতনে ।। রজনী প্রভাতে গোপী উঠিয়া ত্বরিত। দুগ্ধ লৈয়া সাধুর নিকটে উপনীত ।। কি করহে সদাগর বলিয়া জিজ্ঞাসে। ঈষৎ হাসিয়া সাধু তাহারে সম্ভাষে ।। সাধুর দেখিয়া রূপ গোয়ালিনী কয়। এমন সুন্দর আর পুরুষ না হয় ।। ইহার সহিত রতি ভুঞ্জে যেই

জন। সুখের তদন্ত জানে রমণ কেমন ॥ অনঙ্গে দাহিল অঙ্গ সম্বরিতে নারি। লাজের খাতিরে কিছু কহিতে না পারি। মনে মনে ভাবে গোপী সম্ভব না হয়। অভাগীর কপাল তেমনকভুনয় ॥ মনোদুঃখেদুঃখীহৈয়া গোপীযায়ঘরে। চন্দ্র-কান্ত ডাকিয়া জিজ্ঞাসা তারেকরে ॥ রাজারবাড়ীতে গোপী নিত্য আইস যাও। সে সব সংবাদ কিছু মোরেনা জানাও ॥ রাজার রমণী কয় পুত্র কয় জন। কন্যা না আছয়ে কয় শুনি বিবরণ ॥ ভাল হৈল সদাগর জিজ্ঞাসা করিলে। আমার ম-নের কথা এখন কহিলে ॥ সবারে যোগাই দুগ্ধ নিত্য যাই আসি রাজার রমণী মোরে বলে মাসি মাসি ॥ অনেক দি-বস হৈতে আমি গোয়ালিনী। ভালমন্দ যত কথা আমি ভাল জানি ॥ বড় ভাগ্যবান রাজা সর্ব্ব এক নারী। তিন পুত্র কন্যা এক পরম সুন্দরী ॥ দেখ যদি সদাগর কর হায় হায়। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে ধনী যোগীরে ভুলায় ॥ পশ্চাতে কহিব তার অঙ্গ শোভা যত। কিন্তু তারে বিধাতা হয়েছে বিড়ম্বিত ॥ অল্পকালে রাজা তনয়ার বিভা দিল। তদবধি স্বামী তার নাহিক আইল ॥ স্ত্রী বলিয়া একবার উদ্দেশ না করে। সেই অভিমানে রামা দুঃখিত অন্তরে ॥ নবীন যৌবনী যেন জ্বলন্ত আগুনি। দেখিয়া ভাবিত সদা জনক জননী ॥ কেমনে যুবতী কন্যা রবে পতি বিনে। কতবা রাখিব তারে তুষিয়া বচনে ॥ অন্তঃপুর পূর্ব্বে এক মহলেতে গিয়া। স্বতন্তরা থাকে কন্যা সখিগণ নিয়া ॥ শরীর হয়েছে ভারি যৌবনের ভরে। সদা সশ-ঙ্কিত ধনী মদনের ডরে ॥ বাতাস লাগিলে অঙ্গে উঠে শিহ-রিয়া। অম্বর সম্বরে যত পড়য়ে খসিয়া ॥ কোকিল কুহরে যদি কর্ণে দেয় কর। ভ্রমরী ঝঙ্কারে তারে বলে সর সর ॥ বিরহেতে বিরহিণী নাহি বাঁচে আর। নাহিক এমন জন করে প্রতিকার ॥ যেরূপ দহিছে তারে অনঙ্গ অনল। ক-হিতে না স্বরে বাক্যপরাণ বিকল ॥ গোপী বলে ওহে সদা-গর চন্দ্রকান্ত। এখন বিশেষ কই রূপের বৃত্তান্ত ॥ বিরচিল

গৌরীকান্ত করিয়া পয়ার। সে রূপ বর্ণিতে শক্তি কি আছে আমার॥

ধূয়া। এমন সুন্দরী নারী নাহি দেখি আর। কি কব নাগর বড় যে রূপ তাহার॥

বদন সরসীরুহ অতি নিরমল। তদুপরি নাচে নেত্র খঞ্জন যুগল॥ ভ্রুভঙ্গিমা কামধনু কটাক্ষের শরে। হানে বাণ নাহি ত্রাণ অনঙ্গের জ্বরে॥ সুতিল কুসুম জিনি নাসার বলনে। বিলোলে বেশর সদা নিশ্বাস চালনে॥ সিন্দূর চন্দন ভাল ভালে শোভে বিন্দু। মিলিত উদয় যেন দেখ অর্ক ইন্দু॥ বেষ্টিত অলকা ভালে পুঞ্জ চারু কেশ। হাস্য আস্য সুপ্রকাশ্য মনোহর বেশ॥ দন্তপাঁতি শোভা কুন্দকলি বিনিন্দিত। ভ্রমর বরণ রেখা দন্তে সুশোভিত॥ বিম্ববর ওষ্ঠাধর সুরঙ্গে রঙ্গিমা। কর্ণ কণ্ঠ গণ্ড গ্রীবা অতুল ভঙ্গিমা॥ কর্ণে কর্ণফুল কণ্ঠে হার মণিময়। নানাবিধ অভরণ শোভে অঙ্গময়॥ করিকর জিনি করপদ্ম করতলে। অঙ্গুলি দেখিয়া চাঁপা কলিকা বিকলে॥ অতি সুগভীর তার নাভি সরোবর। ত্রিবলী তরঙ্গ তায উঠিছে সত্বর॥ মৃণাল উন্নতি বাঞ্ছে লোমাবলি ছলে। ক্রমেং দীপ্তি পায় স্বয়ম্ভু মণ্ডলে॥ উরজ কমলকলি যমজ উদয়। যৌবন লাবণ্য নীরে তেদী প্রকাশয়॥ জিনিয়া কেশরী কুক্ষি কটি সুশোভন। কি আর করিব তার নিতম্ব বর্ণন॥ রামরম্ভাবর জিনি উরু যুগ্ম শোভা। সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি বর্ণ মনোলোভা॥ উরুমূল মধ্যে গুপ্ত মদন আলয়। যেই স্থানে সদা কাম হয় পরাজয়॥ পদানত হইল স্থলজ দেখি পদ। অভিমানে জলে ডুবে রৈল কোকনদ॥ অকলঙ্ক শশিমুখী দেখি দোষাকর। ফাটি অংশ হইল সুধাংশু কলেবর॥ লজ্জিত হইয়া তারে আশ্রয় চাহিল। সেই হেতু করযুগে নখে স্থান দিল॥ গজপতি গতি জিনি মাধুর্য্য চলন। বাক্য লাজে বনে গিয়া ডাকে কপিগণ॥ পরিধান শুনিল দুকূল সে অমূল। নবীন নীরদ জ্যোতি নহে

সমতুল ॥ যতেক উপমা গণ গর্ব্ব খর্ব্ব কৈল। এই হেতু তারা সবে নানাস্থানী হৈল ॥ কেহ জলে কেহ স্থলে কেহ বনবাসী। মেঘেপশি রহিয়াছে চপলা তরাসি ॥ হেরিয়া বয়ান তার হয়ে দুঃখরাশি। কি দিয়া গড়িল বিধি না পাই অন্বেষি ॥ লোভিত চকোর ভুলে বলি শশধর। অমল কমল ভাবে ভুলে মধুকর ॥ কামে ভ্রম হয় নিজ কামিনী বলিয়া। রতি লোভিত রৈল কাম অনঙ্গ হইয়া ॥ কি কব রূপের কথা দেখিলে সে কান্তি। ভ্রান্তের ভরম ভ্রম অভ্রান্তের ভ্রান্তি ॥ যুগল ভ্রমর যদি সরোজস্থ হয়। দৃষ্টি মাত্রা শীঘ্র সিদ্ধ গৌরীকান্ত কয় ॥

গোপীর চিত্ররেখা নিকটে গমন।

ধুয়া। কি বলিল গোপী মোরে ফিরে বল শুনি। দেখাইতে পার নাকি সে বিধুবদনী ॥ মন মোর উচাটন না মানে বারণ। কলেবর জর জর প্রবল মদন ॥ ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে শুন গোয়ালিনী। কি হইবে কেমনে পাইব সেই ধনী ॥

গোপীর মুখেতে শুনি রূপের বর্ণন। চন্দ্রকান্ত হয়ে ভ্রান্ত কহিছে তখন॥ এত রূপ গুণ তার শুনিয়া আমার। নিতান্ত হয়েছে ইচ্ছা দেখি এক বার ॥ কোনরূপে যদি আই পার দেখাইতে। অদেয় আমার কিছু নাহি তোরে দিতে ॥ গোপী বলে সর্ব্বনাশ একি আমি পারি। কেমনে দেখাব তারে ইহা আমি নারি ॥ অবোধের মত কথা কহিতেছ বৃথা। রাজার ঘরেতে চুরি কার দুটা মাথা ॥ উতলার কর্ম্ম নহে বলিহে তোমারে। কোন ছলে দেখাইতে পারি যদি তারে ॥ তবেত হইবে দেখা নহিলে বিষম। কালান্তকালের কাল দ্বারী যেন যম ॥ এত বল গোয়ালিনী বিদায় হইল। কালি ফিরে হবে দেখা হবেআশ্বাস করিল ॥ তার পর দিন-গোপীউঠিয়া প্রভাতে। রাজার যোগান দুগ্ধ গেল যোগাইতে রাণীর সহিত আগে সাক্ষাৎ করিল। তার পর চিত্ররেখা নিকটে চলিল ॥ গোয়ালিনী ডাকে মোর নাতিনী কোথায়

চিত্ররেখা বলে আই এইখানে আয়॥ কথার কৌশল তবে হয় দুই জনে। পয়ার প্রবন্ধে বৈদ্য গৌরীকান্ত ভণে॥

গোপীর খেদোক্তি।

ধুয়া। মম দুঃখ কহিব কারে গুমরিয়া মরি। কেমনে নাগর বিনে রহিবে নাগরী॥ বালিসে অলস আঁখি পোহায় শর্ব্বরি। তোর দুঃখ দেখে বুক বিদরে সুন্দরী॥ ভাবিয়া বুঝিতে নারি কি উপায় করি। তোমার যাতনা আর দেখিতে না পারি॥

চিত্ররেখা বলে আইও খেদ কর কেন। দেখে শুনে একটী নাতিনী জামাই আনো॥ গোপী বলে যে তোর স্বামির দেখি গুণ। উপযুক্ত মুখে তার দিতে কালি চুন॥ বুঝিয়া লম্পট ভেড়া হইবে নিশ্চয়। তোমারে তাহার শোধ দিতে যুক্তি হয়॥ এ ঋতু বসন্ত কালে মলয়ার বায়। বিরহী জনের কাম দ্বিগুণ বাড়ায়॥ কোকিল কুহরে সদা গুঞ্জরে ভ্রমর। মদন বাণেতে তনু করে জর জর॥ কন্যা বধূ দেখে আসি সভাকার ঘরে। পরম কৌতুকে স্বামী লইয়া বিহরে সুখের উপরে সুখ পায় ভাগ্য গুণে। দুখের উপরে দুখ কপাল বিগুণে॥ কেহ বা থাকিতে পতি উপপতি করে। কার বা আপন পতি উদ্দিস না করে॥ মনেতে হইলে দুঃখ বাঞ্ছা এই করি। তোমারে লইয়া গিয়া হই দেশান্তরী॥ এ রূপ যৌবন তোর গেল অকারণ। না জানিলে কখন যে রমণ কেমন॥ যদি তোর নিকটেতে থাকিত লো পতি। তবে এত দিনে যে হইতে পুত্রবতী॥ চিত্ররেখা বলে আই ও ভাবিলে কি হবে। আমার কপালে দুঃখ তুমি কি করিবে॥ গোপী বলে চিত্ররেখা বসি তোর স্থানে। ভুলিয়া ছিলাম ভাল পড়ে গেল মনে॥ আসিয়াছে এক জন সাধুর নন্দন। পরমসুন্দর রূপ মদনমোহন॥ রসিক সাগর সেই পুরুষ রতন। পরাণ কাড়িয়া লয় কহিয়া বচন॥ একবার যেই জন আলাপন করে। কখন তাহার গুণ নাহিক পাসরে॥ নিদ্রাযোগে

স্বপনেতে সঙ্গম যেমন। তার দরশনে হয় সেই প্রকরণ॥ তাহার সৌন্দর্য্য আমি কহিতে কি জানি। ভাবে বুঝি রতি পতি এসেছে আপনি॥ তুমি যে নাতিনী মোর হও যে রূ-পসী। ঐক্যতা করিলে বুঝি হবে তার দাসী॥ চন্দ্রের উপ-মা তার নাম চন্দ্রকান্ত। রূপে গুণে শীলতায় দেখি শিষ্ট-শান্ত॥ কি আর কহিব তার রূপের বর্ণন। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন॥

চন্দ্রকান্তের রূপ বর্ণন।

ধুয়া। একবার যদি দেখ সে নাগর। অনঙ্গেতে জর জর হবে কলেবর॥

কুটিল কমল কেশ, শিরোপরি উপবেশ, ঈষৎ হেলিছে মন্দ বায়। কর্ণোপরে পায় শোভা, যুবতীর মনোলোভা, প্র-বাশিত বাকপক্ষ প্রায়॥ সে মুখমণ্ডল ছাঁদ, দেখি পুর্ণি মার চাঁদ, কান্দে কোলে ভরিয়া মৃগাঙ্ক। পরিতাপে জর২, দিন২ হীন কলেবর, সশাঙ্কিত সদাই শশাঙ্ক॥ প্রফুল্লেন্দুবরদল, আঁখি যুগ। সুচঞ্চল, তার মাঝে ভ্রমর প্রবীণ। পদ্মিনী ভ্রমরা পাদে, উদয় হয়েছে মদে, দেখি আঁখি মুদিল হরিণ॥ নি-ক্ষেপে কটাক্ষে তূণ, লাগে যেন বাঁশে ঘুণ, তেমতি কামের জরে যায়। পুরুষ ভুলয়ে যাতে, রমণীকে গণে তাতে, কা-মাচার্য্য বহমান যায়॥ নয়নের ব্যবধান, নাসিকা সুদীপ্তমান তদুর্দ্ধে শোভিছে কাম চাপ। তার অধরোষ্ঠ পরে, কৃষ্ণবর্ণ রেখা ধরে, গোঁপ দেখি দূরে যায় ভাপ॥ গঞ্জিত মুক্তার ফল দন্তাবলি ঝলমল, বিম্ব নিন্দি আরক্ত অধর। কম্বু কণ্ঠ গজ-স্কন্ধ, বাহু যুগ মণিবন্ধ, সুপ্রসন্ন বক্ষস্থল বর॥ নিম্ন নাভি মনোহর, কটী জানু সুসুন্দর, করপদ অধর রক্তোৎপল। নব রূপে চন্দ্রকান্ত, সুস্থির হইয়া শান্ত, দীপ্ত পায় অতি নিরমল॥ সুমেরুর প্রভা হেরে, সুচিক্কণ কলেবরে, বিচিত্র বসন শোভে তায়। রমণী মোহন রূপ, কেবল রসের কূপ, গৌরীকান্ত কি কবে ভাষায়॥

গোপী চিত্ররেখার কথোপকথন।

ধুয়া। কেমন সে গুণমণি দেখিব নয়নে। অনঙ্গে দহিল অঙ্গ রূপের বর্ণনে॥ ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে শুনিয়া শ্রবণে। দেখাও আমারে সেই সাধুর নন্দনে॥ উষা যেন অনিরুদ্ধে দেখিয়া স্বপন। কামানলে কামিনী হইল জ্বালাতন॥ চিত্ররেখা আনি দিল কামের নন্দনে। সেই রূপ সাধু সুতে আনহ গোপনে॥

শুনি চিত্ররেখা চন্দ্রকান্তের সৌন্দর্য্য। রসে তনু টল২ হইল অধৈর্য্য॥ ঝর২ ঝরে আঁখি না মানে বারণ। হিয়া ছুর ছুর করে মন উচাটন॥ কামকূপ উথলিয়া উঠিল তখনি। থর থর করে অঙ্গ ব্যাকুল পরাণী॥ প্রথম যৌবনী একে চির বিরহিণী। রাজার নন্দিনী সুখী সুখের তরণী॥ হৃদয়ে লাগিছে খিল বাক্য নাহি সরে। নয়ন মুদিয়া ধনী ভাবিছে অন্তরে॥ কেমনে পাইব তারে কেমনে হেরিব। পাইলে কি করি তারে কোথায় রাখিব॥ মগন মউন মনে করে আঁচা আঁচি। বুঝিসে নাগরবিনে প্রাণে নাহি বাঁচি আভাস বুঝিয়া গোপী ভাবে অভিপ্রায়। হরিণী পড়িল জালে আর কোথা যায়॥ আজি নাতিনীর কাছে হইনু বিদায়। যাইবলি গোয়ালিনী উঠিয়া দাঁড়ায়॥ হইল অধিক বেলা বিলম্ব না সয়। আবার আসিব যবে অবকাশ হয়॥ চিত্ররেখা উঠিয়া অঞ্চল তার ধরে। আমারে বধিয়া তুমি যাইবা কোথারে॥ চির বিরহিণী আমি তুমিতো তা জান। তার রূপগুণ এত শুনাইলে কেন॥ দুঃখেরউপরে দুঃখ আর বাড়াইলে। বিরহ অনল পুনঃদ্বিগুণ জ্বালালে॥ এমন কঠিন আইও তোমার হৃদয়। নাতিনী বলিয়া কিছু বয়া নাহি হয়॥ আমার সহিত একি বিবাদ সাধিলে। মদন করেতে কন্ধ সমর্পিয়া দিলে॥ দেখাও আমারে সেই সাধুর নন্দন। নতুবা ত্যজিতে বুঝি হইবে জীবন॥ রাজার নন্দিনী আমি

অতি লঘু হৈয়া। ব্যাকুল হইয়া সাধি চরণে ধরিয়া ॥ গোপী বলে চিত্ররেখা বুঝিতে না পার। অস্থির হইলে রূপ শুনিবা যাহার ॥ তাহারে দেখিতে চাহ কি ভাবিয়া মনে। প্রমাদ ঘটিবে শেষে তোমার কারণে ॥ চিত্ররেখা বলে আইও সব তুমি পার। তোমার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাহি আর ॥ আমার দেখিয়া দুঃখ দয়া যদি হয়। বুঝিয়া করিবা কার্য্য যাহা মনে লয় ॥ হাসিয়া কহিছে গোপী নাতিনী যা বল। আমার অসাধ্য নয় পারি যে সকল ॥ পাপকর্ম্ম কখন যে ছাপা না রহিবে। প্রকাশ হইলে রাজা মাথা মুড়াইবে ॥ কিম্বা নাক কাণকাটি করিবে দিবায়। প্রাণেতে না মারিবেক স্ত্রীহত্যার দায় ॥ তোমরা করিবে সুখ যুবক যুবতী। কুটনী বলিয়া মোর রহিবে খেয়াতি ॥ চিত্ররেখা বলে আইও ঠাটরাখ নিয়া কেমনে বাঁচিব আমি তাহা ভাব গিয়া ॥ আপন গলার হার খসাইয়া ধনী। গোপীর গলায় নিয়া দিলেক তখনি ॥ সদয় হইয়া তারে গোয়ালিনী কয়। কালি তারে দেখাইব কহিনু নিশ্চয় ॥ তোমার বাটীর কাছে আছে দেবালয়। সেই খানে আসিবেক সাধুর তনয় ॥ আপন মন্দির পরে থেকো দাঁড়াইয়া। দেখাব দেখিও তায় পরাণ ভরিয়া ॥ উতলা না হইও ধনি স্থির কর মন। তোমার অবাধ্য আমি নহিত কখন ॥ যা বলিবে তা করিব অন্যথা না পাবে। আমার কপালে শেষে যা হয় তা হবে ॥ বিরচিত গৌরীকান্ত পয়ার প্রবন্ধে। সাধু সম্ভাষিতে গোপী চলিল আনন্দে ॥

নায়ক নায়িকার সন্দর্শন।

ধুয়া। ওহে শ্যাম গুণধাম রসিক মুরারি। মজাইতে ব্রজ নারী জান কত চাতুরী ॥ রাধা রাধা বলি ডাক বাজাইয়া বাঁসরি। গুরুজন মাঝে থাকি শুনি লাজে মরি ॥

এতবলি গোপী তবে বিদায় হইয়া। সাধুর নিকটে যায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ চন্দ্রকান্ত বলে গোপী হরিষ অন্তর। কার্য্য

সিদ্ধি করি বুঝি আইল আমার॥ কহ দেখি সুমঙ্গল সমা-চার শুনি। দেখাইতে পারিবে কি রাজার নন্দিনী॥ গোপী বলে সদাগর একোন বিষয়। ইহার অধিক ভার দিলে তাহা হয়॥ কিসের ভাবনা তার তুমি নাতি যার। কোন কার্য্য অসাধ্য হে আছয়ে আমার॥ সকলি করিতে পারি যদি মনে করি। এনে দিতে পারি আমি স্বর্গবিদ্যাধরী॥ একোন আশ্চর্য্য হে মানুষ বই নয়। ইহারে করিতে বশ কতক্ষণ হয় কালি আমি দেখাইব রাজার কুমারী। শুভদৃষ্টি করাইব না-গর নাগরী॥ গোপীর বচনে তুষ্ট সাধুর কুমার। শিরোপা-করিল তারে মুকুতার হার॥ পুনরপি কহিতেছে সাধুর তনয় তোমার কথায় মনে না হয় প্রত্যয়॥ রাজার নন্দিনী সেই অন্তঃপুরে রয়। কিরূপেতে দেখাইবে সম্ভব এ নয়॥ হাসিয়া কহিছে গোপী কপাল আমার। এখন কি ঘুচে নাই মনের আঁধার॥ অন্তঃপুর সান্নিধ্য আছয়ে দেবালয়। সেখানে যা-ইতে কাল হইবে তোমায়॥ দরশন করিবে হে কালীর চ-রণ। সকল মঙ্গলহবে কার্য্যের সাধন॥ প্রণাম করিয়া তুমি আসিবা কালিকা। কোঠার উপরে রবে রাজার বালিকা॥ সেই ছলে দরশন হইবে দুজনে। আমি হে থাকিব রাজকন্যা বিদ্যমানে॥ শুনি চন্দ্রকান্তরায় হরিষ অন্তরে। গোয়ালিনী বলে আমি আজি যাই ঘরে॥ এতেক বলিয়া গোপী যায় তবে ঘরে। প্রভাতে আসিয়া লৈয়া যাইব তোমারে॥ আ-নন্দে সাধুর সুত নিদ্রা নাহি যায়। ভাবে মনে কতক্ষণে রজনী পোহায়॥ প্রভাত হৈল নিশি উঠে সদাগরে। গোপীর বিলম্ব দেখি স্নানপূজা করে॥ হেনকালে গোপী গিয়া সাধু বিদ্যমানে। কহিছে নাগর চল কালী দরশনে॥ শুনি হৃষ্ট মতি অতি সাধুর কুমার। আমার বিলম্ব নাই অপেক্ষা তো-মার॥ বস্ত্র অভরণ পরি অশ্বোপরে যায়। পুর্ণিমার চন্দ্র যেন শোভা তারে পায়॥ কত রঙ্গে ভঙ্গে সাধু ঘোটক চালায়। ধীরে ধীরে গোপী তবে সঙ্গেতে গোড়ায়॥ উপনীত চন্দ্র-

কান্ত কালীর আলয়। গোয়ালিনী চিত্ররেখা নিকটেতে যায় গোপীরে দেখিয়া হরষিত হৈল ধনী। কহ দেখি সুমঙ্গল সমাচার শুনি॥ গোপী বলে সদাগরে আনিয়াছি ধরে। প্রণাম করিতে গেল কালির মন্দিরে॥ পুলকে পূর্ণিত রামা হইয়া ত্বরায়। গোপীর ধরিয়া হাত উঠিল কোঠায়॥ কালীর চরণে সাধু প্রণাম করিয়া। রাজকন্যা দেখিবারে আছে দাঁড়াইয়া॥ হেনকালে চিত্ররেখা করে আগমন। দোঁহেতে দোঁহার রূপ করে নিরীক্ষণ॥ দোঁহার নয়নবাণে মোহিত দুজন। যেন রতি কাম দেব হৈল দরশন॥ চন্দ্রকান্ত বলে গোপী বলেছে যেমন। এমন সুন্দর আমি না দেখি কখন॥ চিত্ররেখা বলে গোপী কহ বিবরণ। ভূতলে উদয় চাঁদ কিসের কারণ॥ নিজস্থান কেমনেতে আইল ত্যজিয়া। চকোর কাঁফর হৈল সুধার লাগিয়া॥ গোপীবলে চিত্ররেখা শুনলো বচন। ইন্দু কুমদিনী সখ্যভাব দুইজন॥ কুমুদের মন বাঞ্ছা পুরাবে সে জন। ভূমেতে উদয় শশী তাহার কারণ। চিত্ররেখা বলে এই পুরুষ রতন। কটাক্ষে আমার মন করিল হরণ॥ চন্দ্রের কলঙ্ক আছে শুনেছি শ্রবণে। অকলঙ্ক শশী প্রায় দেখি এই জনে॥ তিমির করয়ে দূর চন্দ্রেরপ্রকাশে। হৃদয়ের অন্ধকার এ চাঁদ বিনাশে॥ শুন গোপী মনেতে বাসনা এই করি। আমি যা করি গোপনে হইয়া চকোরী॥ রাজনন্দিনীর ভাব বুঝি গোয়ালিনী। চন্দ্রকান্তে যেতে আঁখি ঠারিল তখনি॥ রচিয়া পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত ভণে। সে দিন বাসায় যায় সাধুর নন্দনে॥

চন্দ্রকান্তের খেদোক্তি।

ধুয়া॥ কি করিলি কারে দেখাইলি গো। বিরহ অনল মোর দ্বিগুণ জ্বালালি গো॥

আমার কপালে বিধি, মিলাইয়া দিল নিধি, দেখা দিয়া গুণনিধি, পুনঃ কোথা গেল গো। দেখিয়া তাহার মুখ, হইল পরম সুখ, না দেখে আর যে দুঃখ, দ্বিগুণ বাড়িলো গো॥

সে জন পড়িলে মনে, হানে যে মদন বাণে, অস্থির হৈয়াছি আমিবাঁচিব কেমনে গো। শুন গোপী তোরে কই, আমি সে নাগর বই, ঘরেতে নাহিক রই, উদাসিনী হব গো॥ সাধুর কুমার যথা, আমি গো যাইব তথা, বরঞ্চ আমার পিতা প্রাণেতে বধিবে গো॥ আগেতে জানিলে কেন, হেরিব এমন জন, ঈষদ হাসিয়া মন, হরিয়া লইলে গো॥ কি রূপ দেখিনু তার, পাশরিতে নারি আর, প্রবোধ মনে আমার, কিছুই না মানে গো। যে জন দারিদ্র হয়, সে যদি রতন পায় পুনঃ হারাইলে তায়, মন দুঃখেমরে গো॥ অস্থির হইল প্রাণ, কিছুই নাহিক জ্ঞান, এখনি তাহারে আন, কি করিবে লাজে গো। কোথায় সে গুণমণি, যদি মোরে দেহ আনি, তবে বিনিমূলে জানি, কিনিয়া রাখিবে গো॥ মায়ের আগেতে কব, সদাগরে আনাইব, নতুবা গরল খাব, পরাণ তেজিব গো॥ গোপী বলে চুপ, চুপ, যদি ইহা শুনে ভূপ, দেখি তোরে সেইরূপ, আমারে মজাবে গো। অস্থির হইলা কেন, আমার বচন শুন, দিব আমি সেইজন, কহিনু তোমারে গো। চিত্ররেখা তবে কয়, বিলম্ব নাহিক সয়, কর যে উপায় হয়, কিরূপে আনিবে গো॥ ভাবে মনে গোয়ালিনী, কেমনে তাহারে আনি, কাতর হৈয়াছে ধনী, দেখিতে না পারি গো॥ রাজার ঘরেতে চুরি, কেমনে সাহস করি, বরঞ্চ আপনি মরি, সাধুর কি হবে গো। কামে মত্তা হৈয়া ধনী বল অনুচিত বাণী, পরের বাছারে আনি, প্রাণেতে বধিবে গো॥ চিত্ররেখা বলে শুন, অমঙ্গল কহ কেন, আমার থাকিতে প্রাণ, কি দায় তাহার গো। গোপী বুঝাইতে চায়, রমণী না ভুলে তায়, হাসি গৌরীকান্ত কয়, মদন প্রবল গো॥

গোপীর মিলনোপায় যুক্তি।

ধুয়া। ওলো গোপি যাও২ ত্বরিতে আনগে নাগরে। না হেরে তাহার মুখ হৃদয় বিদরে॥

চিত্ররেখা বলে গোপী কি ভাবিলে মনে। কেমনে আ-

নিবে বল সাধুর নন্দনে ॥ গোপী বলে চিত্ররেখা আছয়ে উপায়। আমার নাতিনী বলে আনিব তাহায় ॥ রমণীর বেশ সেই সাধুরে করিব। বস্ত্র আভরণ দিয়া তারে সাজাইব ॥ রাণীর নিকটে লয়ে আগে দেখাইব। তারপর তোমা সহচরী করি দিব ॥ চিত্ররেখা বলে গোপী এত বুদ্ধি তোর। বুঝিলাম কার্য্যসিদ্ধি হইবেক মোর ॥ বিলম্বে বিফল আর কই যোড় করে। ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে না দেখে নাগরে ॥ গোপী বলে চিত্ররেখা ঘটাইলি দায়। এখন তোমার কাছে হইনু বিদায় ॥ এত বলি রাণীর নিকটে গোপী যায়। সজল নয়ন অতি দুঃখিনীর প্রায় ॥ রাণী বলে মাসী কেন হলিগো এমন। আঁখি ছলছল দেখি বিরষ বদন ॥ গোপী বলে বাছা আর কি কহিব তোরে। বিধাতা বৈমুখ বড় হইয়াছে মোরে ॥ সন্তানের মধ্যে এক কন্যা হয়েছিল। তনয়া রাখিয়া এক সে কন্যা মরিল ॥ নাতিনী লইয়া আমি করিনু পালন বিবাহ দিলাম তারে দেখিয়া সুজন ॥ তীর্থ করিবারে পতি করিল গমন। আবরণ কর্ত্তা ঘরে নাহি একজন ॥ কেমনে থাকিবে একা সম্ভব না হয়। নাতিনী এসেছে কালি আমার আলয় ॥ প্রথম যৌবনী যেন জ্বলন্ত আগুনি। রাখিতে না পারি ঘরে তারে একাকিনী ॥ দুগ্ধের যোগান দিব দুয়ারে দুয়ারে। কেমনে আসিব একা রাখিয়া তাহারে ॥ প্রতিবাসী দুষ্ট লোক আছয়ে আমার। জাতি মম খাইয়া করিবে একাকার ॥ ভাবিয়াছি মনে আমি কহিগো তোমারে। চিত্ররেখা নিকটে আনিয়া রাখি তারে ॥ দুই বিরহিণী এক স্থানে থাকা ভাল। অনুমতি হয় যদি আমারে তা বল ॥ ইহাতে নাহিক ক্ষতি শুন গোয়ালিনী। তোমার নাতিনী ঘরে থাকে একাকিনী ॥ বিলম্বে নাহিক কাজ তারে গিয়া আন। চিত্ররেখা নিকটে করহ সমর্পণ ॥ শুনি আনন্দিত গোপী রাণীর উত্তর। বিদায় হইয়া যায় যথা সদাগর ॥ গোপীরে দেখিয়া সাধু স্থির করে মন। এস আইও পার যদি বাঁচাও

জীবন ।। রাজকন্যা দেখে মোর দহিছে হৃদয়। ব্যাকুল হ-য়েছি প্রাণে ধৈর্য্য নাহি হয় ।। এমন সুন্দর আমি না দেখি কখন। যে রূপে পারহ দেহ করিয়া ঘটন।। যত টাকা চাহ তুমি তাহা আমি দিব। চিত্ররেখা না দেখিলে প্রাণেতে ম-রিব ।। গোপী বলে সদাগর জঞ্জাল ঘটাবে। বিদেশে বি-পাকে বুঝি পরাণ হারাবে।। চন্দ্রকান্ত বলে গোপী যায় যাবে প্রাণ। পাপ কর্ম্মেতে কোথায় নাহিক সম্মান।। আ-শ্চর্য্য দেখিয়া রূপ হারাইলাম জ্ঞান। ভাল মন্দ নাহি বুঝি মান অপমান।। কেমনে পাইব তারে শুন গোয়ালিনী। য-খন বলিবা যাহা করিব তখনি।। কাতর দেখিয়া তারে গো-য়ালিনী কয়। আমার বাটীতে চল যাই মহাশয়।। যুবতীর উপযুক্ত বস্ত্র আভরণ। শীঘ্রগতি দেহ আনি সাধুর নন্দন।। বস্ত্র আভরণ আনি তখনি যোগায়। গোপীর সঙ্গেতে যায় চন্দ্রকান্ত রায়।। হেনকালে সাধুসুত মনে বিচারিয়া।। কর্ণ-ধার সকলেতে কহেন ডাকিয়া।। শুন শুন কর্ণধার আমার বচন। স্থানান্তরে যাব কিছু আছে প্রয়োজন। বাণিজ্যের যত দ্রব্য রাখ গিয়া নায়। কেবল থাকিবে সবে মোর অপে-ক্ষায়।। এত বলি চন্দ্রকান্ত হরষিত মনে। গোপীর নিবাসে উপনীত ততক্ষণে।। পয়ার প্রবন্ধে ভণে গৌরীকান্ত দাসে। জ্ঞান হত সাধুসুত অনঙ্গের বশে।।

গোপীর বাটীতে চন্দ্রকান্তের মোহিনী বেশ ধারণ।

ধুয়া। একি অপরূপ রূপ না হেরি কখন। নিন্দিয়া শরদ শশী প্রকাশে বদন।।

সমাদর করি গোপী দিলেক আসন। উদক আনিল পদ ধৌতের কারণ।। তৈল হরিদ্রা গোপী সাধুরে মাখায়। নানা বিধ আভরণ অঙ্গেতে পরায়।। উত্তম অম্বর দিল অতি মনোহর। বেণী বিনাইয়া বান্ধে চিকুর চাঁচর।। কপালে সিন্দূর বিন্দু কিবা শোভা পায়। অলকা তিলকা পুনঃ দিলে

ক তাহায়॥ মঞ্জুম দিলেক দন্তে পরম কৌতুকে। গালার গড়িয়া স্তন বসাইল বুকে॥ উচ্চ কুচগিরি তবে ঢাকে কাঁচলিতে। কাজলের রেখা তার দিল নয়নেতে॥ রূপের নাহিক সীমা মরি হায় হায়। মনের মানসে গোপী সাধুরে সাজায়॥ সুধা বাটিবার কালে যেমন মোহিনী। সেই রূপ চন্দ্রকান্ত সাজিল রমণী॥ দেখি হরষিত অতি হৈল গোয়ালিনী। গুজরাট পুরে নাই এমন কামিনী॥ গোয়ালিনী বলে শুন সাধুর নন্দন। উভয়ত কাতর হয়েছে দুইজন॥ দেখিতে না পারি দুঃখ মন দুঃখে মরি। সেই হেতু হেন কর্ম্ম দুঃসাহস করি॥ প্রকাশ না হয় যেন থেকো সাবধানে। লজ্জাশীলা হয়ে অতি থাকিবে গোপনে॥ অন্যের সহিত না করিয়া আলাপন। চিত্ররেখা নিকটে থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥ নিত্য২ আমি গিয়া দেখিয়া আসিব। যখন আসিতে চাবে তখনি আনিব॥ নাতি ছিলা সদাগর হইলা নাতিনী। এখন তোমার নাম রহিল মোহিনী॥ এত বলি গোয়ালিনী কাহার ডাকিয়া। মহাপা আনিল মাগী চাহিয়া চিন্তিয়া॥ দিনকর অস্ত গেল গোধূলি হইল। হেনকালে চন্দ্রকান্তে লইয়া চলিল॥ আগেতে চলিল ডুলি আপনি পশ্চাতে। সদর ছাড়িয়া গেল খিড়কির পথে॥ অন্তঃপুর নিকটেতে ডুলি নামাইয়া। ভিতর মহলে যায় নাতিনী লইয়া॥ আগেতে চলিল গোপী পশ্চাতে মোহিনী। ধীরে২ যায় যেন গজেন্দ্রগামিনী॥ ভয়ে কাঁপে কলেবর হিয়া দুর২। চরণেতে রুনু ঝুনু বাজিছে নূপুর॥ রাজরাণী বসিয়াছে পাতি সিংহাসন। সহচরীগণ করে চামর ব্যজন॥ নানা জাতি পুষ্পমাল্য দিতেছে গলায়। অগৌর চন্দন কেহ আনিয়া মাথায়॥ এমন সময় তথা যায় গোয়ালিনী। এনেছি নাতিনী মোর দেখ ঠাকুরাণী॥ রাণী বলে মাসি তোর এই কি নাতিনী। এমন সুন্দরী আমি না দেখি কামিনী॥ রমণী প্রশংসা করে রূপের ছটায়। পুরুষ দেখিলে হয় উন্মত্তের প্রায়॥ ঘোমটা খুলিয়া রাণী দেখিল

বদন। মোহিনী লজ্জিত হৈয়া মুদিল নয়ন॥ বিস্ময় হইল রণী দেখিয়া বয়ান। তুলি দিয়া বিধি বুঝি করেছে নির্ম্মাণ। গোয়ালার উপযুক্ত কন্যাতো এ নয়। গোবর কুড়েতে যেন পদ্মফুল হয়॥ গোপী বলে নাতিনী বচন মোর ধর। রাণীর চরণে আসি দণ্ডবৎ কর॥ সাধুনন্দন তবে মনেমনে ভাবে রাজার রমণী তাহে শাশুড়ী হইবে॥ ইহারে প্রণাম করা অকর্ত্তব্য নয়। রাজার মহিষী বলি দণ্ডবৎ হয়॥ তুষ্ট হৈয়া রাণী তারে করে আশীর্ব্বাদ। আয়ু বৃদ্ধি হক তোর পূরে যেন সাধ॥ রাণীর কাছেতে গোপী হইয়া বিদায়। চিত্ররেখা নিকটে মোহিনী লৈয়া যায়॥ গুরুদেব পাদপদ্ম ভাবিয়া নিতান্ত। পয়ার প্রবন্ধে বিরচিল গৌরীকান্ত॥

মোহিনীর সহিত গোপীর চিত্ররেখা
নিকট গমনোদ্যোগ।

ধুয়া। পুলকে পূর্ণিত চন্দ্রকান্তের হৃদয়। মনের বা-
সনা মোর বুঝি পূর্ণ হয়॥

গোপী বলে সদাগর ভয় না করিবে। সাহসে কার্য্যের সিদ্ধি নিশ্চয় জানিবে॥ আমার যে সাধ্য তাহা হৈল আমা হতে। এখন করিবে কার্য্য আপন বুদ্ধিতে॥ সাবধান করি পুনঃ শুন চন্দ্রকান্ত। কাদাচিত কোন মতে না হইও ভ্রান্ত॥ অশেষ বিশেষ গোপী সাধুরে বুঝায়। চিত্ররেখা নিকটে লইয়া গোপী যায়॥ নাতিনী? বলিডাকে গোয়ালিনী। গো-পীর শুনিয়া সাড়া রাজার নন্দিনী॥ প্রাণনাথ আইল বুঝি করে অনুমান। পবনবেগেতে ধায় হারাইয়া জ্ঞান॥ চলিতে না পারে রামা দেখিয়া মোহিনী। ঈষৎ হাসিয়া তারে বলে গোয়ালিনী॥ প্রবাসী দেখিয়া তোর বড় দয়া হয়। এসেছে অতিথি চাহে তোমার-আশ্রয়॥ চিত্ররেখা বলে গোপী সু-প্রভাত হৈল। আমার আশ্রমে আজি অতিথি আইল॥ এই বর মাগি আই করুন গোসাঞি। এমন অতিথি যেন নিত্য নিত্য পাই॥ যেমন দরিদ্র জন পাইলে রতন। আ-

নন্দ সাগরে ধনী ভাসিল তেমন ॥ মোহিনীর কর রামা ধরে এক করে। আর করে গোপীর অঞ্চল চাপি ধরে ॥ আপন মন্দিরে লয়ে গেল দুই জন। সহচরীগণ আনি যোগায় আ-সন ॥ মোহিনী করিয়া কোলে বৈসে গোয়ালিনী। তাহার নিকটে বৈসে রাজার নন্দিনী ॥ পাঁচ সখী ছিল রাজবালিকা রক্ষণে। কে আইল বলি সবে আইল ততক্ষণে ॥ মোহিনীর রূপ দেখি করে কানাকানি। কখন না দেখি মোরা এমন কামিনী ॥ আর সখী বলে সঙ্গে দেখি গোয়ালিনী। উহার হইবে কেহ মনে অনুমানি ॥ সবারে শুনায়ে তবে গোয়া-লিনী কয়। মোহিনীরে আনিতে রাণীর আজ্ঞা হয় ॥ দুঃ-খিনী নাতিনী মোর নাহি মাতা পিতে। কেবল আছয়ে পতি সে গেল তীর্থেতে ॥ রক্ষকের মধ্যে মাত্র আছি গো আপনি। যথা তথা যাই আমি থাকে একাকিনী ॥ যুবতী রাখিতে একা অকর্ত্তব্য হয়। তোমার নিকটে রাখি থাকিব নির্ভয় ॥ চিত্ররেখা নিকটেতে থাকিয়া মোহিনী। হাতেং সমর্পণ করে গোয়ালিনী ॥ পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বির-চন। কখন না দেখি আমি কুটনী এমন ॥

ধুয়া। পাইব তোমারে প্রাণ মনে নাহি ছিল। দরিদ্রে রতন আনি বিধি মিলাইল ॥ প্রেয়সী বলিয়া শশী সুধা বরষিল। এবে চকোরীর আশা পূর্ণিত হইল ॥

গোপী বলে চিত্ররেখা যাই আমি ঘরে। প্রাণ কেঁদেং উঠে মোহিনীর তরে ॥ কেমন কপাল কিছু বুঝিতে না পারি। উহার ভাবনা আমি সদা ভেবে মরি ॥ চিত্ররেখা বলে গোপী কিছু না ভাবিবে। প্রাণের অধিক মোর মো-হিনী জানিবে ॥ নবীন নাগরী দোঁহে করিয়া মিলন। আন-ন্দিত হয়ে গোপী করিল গমন॥ চিত্ররেখা বলে সখীগণেরে ডাকিয়া। অনঙ্গমঞ্জরী চন্দ্রাবলী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ ললিত লবঙ্গ লতা শুন দিয়া মন। মোহিনীরে সকলেতে করিবে যতন ॥ গোয়ালা বলিয়া অবহেলা না করিবে। প্রাণের সমান মোর

মোহিনী জানিবে ॥ মোহিনী সামান্যা নারী না ভেব অন্তরে শাপভ্রষ্টা জন্মিয়াছে গোয়ালার ঘরে ॥ কোথায় দেখেছ হেন সুন্দরী কামিনী। তুষ্ট হইয়াছি আমি পাইয়া মোহিনী এখন আমার দায় হইল অন্তর। মোহিনীরে লইয়া থাকিব নিরন্তর ॥ দাসীগণে ডাকে তবে রাজার নন্দিনী। সাবিত্রী সর্বাণী ধনী মাধবী কাঞ্চনী ॥ আনি সুশীতল বারি ধোয়ায় চরণ। সুগন্ধি পুষ্পের মালা অগোর চন্দন ॥ মিষ্টান্ন সামগ্রী আন চাঁপা মর্ত্তমান। নানা উপহার আন আর মিঠা পান। দাসীগণ শুনে রাজকন্যার বচন। আজ্ঞা মাত্র সব দ্রব্য আনে ততক্ষণ ॥ নাগর নাগরী বড় হরষিত মন। প্রেমানন্দ তরঙ্গে ভাসিল দুই জন ॥ মোহিনী লইয়া তবে যতসখীগণ। গান বাদ্য আরম্ভিল যন্ত্র সুমিলন ॥ বীণা বাদ্য মোহিনী আছিল সুপণ্ডিত। রাজার নন্দিনী শুনি হইল মোহিত ॥ রাজকন্যা বলে গান রাখ সখীগণ। অন্য ঘরে গিয়া সবে করহ শয়ন ॥ সখী বলে এক স্থানে থাকি এত দিন। মোহিনী আইল বলি আমরা কি ভিন ॥ অভিমানে উঠিয়া যাইল সখীগণ। চিত্ররেখা মোহিনীরে বলনে তখন ॥ কালীর আলয়ে আসি মোরে দেখা দিয়ে। মন চুরি করি চোর পলাইলে নিয়ে ॥ অনেক যতনে আমি সে চোর ধরেছি। কি দণ্ড করিব নাথ তাহা ভাবিতেছি ॥ চোরের চরিত্র দেখি হয়েছি বিস্ময়। সকল থাকিতে মন চুরি করি লয় ॥ মনচোরা চোর আমি না দেখি এমন। আজি তারে প্রেমডোরে করিব বন্ধন ॥ এমন নির্দ্দয় চোর কঠিন হৃদয়। তাহার নাহিক বুঝি স্ত্রীবধের ভয় ॥ মন চুরি করি চোর নিশ্চিন্ত রহিল। নাগাল পাইনু তেঞিও ভাগ্যে গোপী ছিল ॥ সে চোর পড়িল ধরা দৈবের ঘটন। উপযুক্ত ফল দিতে উচিত এখন ॥ মদন যাতনা যত তাহা দরশনে। সব দুঃখ ঘুচাইব মত আছে মনে ॥ এ চোর করিয়া বন্দী রাখিব কোথারে। গৌরাকান্ত বলে রাখ হৃদয় মাঝারে ॥

চন্দ্রকান্তের চিত্ররেখার সহিত কথোপকন।

ধুয়া। পিরীতি পরম সুখ শুন শুন মনমোহিনী। উভয় সরল মনে মিলন হইলে ধনি ।। রসিক রসিকা প্রেমে, রসলাভ ক্রমে ক্রমে, বিচ্ছেদ না হয় ভ্রমে, কদাচিত প্রিয়সিনী ।। গৌরীকান্ত বিরচন, পিরীতি অমূল্য ধন, মজিয়াছে যেই জন, সেই জানে বিনোদিনী ।।

চন্দ্রকান্ত বলে ধনি এ কোন বিচার। কটাক্ষেতে মন চুরি করিলে আমার ।। যে চোর ধরিতে আমি হৈয়াছি রমণী ।। সে চোর আমারে চোর ধরে যে আপনি ।। আমারে ধরিলে চোর না বুঝিয়া ধনি। চোরের উপরে চুরি করিলে আপনি সেকথায় এখন নাহিক কিছু ফল। মদনহইয়া সাক্ষী ভুলালে সকল ।। তোমায় প্রিয়সী শশী করিয়াছি জ্ঞান। ক্ষুধিত চকোর আমি সুধা কর দান ।। লুব্ধ হইয়া লইলাম আশ্রয় তোমার। সুধা পান বিনা প্রাণ নাহি বাঁচে আর ।। চিত্রেরেখা বলে নাথ তুমি নবঘন। তৃষিত চাতকী আমি লইনু শরণ ।। অবিলম্বে কর যদি বারি বরিষণ। অধীনী জনার তবে বাঁচাও জীবন ।। রাজার নন্দিনী তবে চন্দ্রকান্তে কয়। ছাড়হে মোহিনী বেশ আর কারে ভয় ।। এত বলি মোহিনীর বেশ ঘুচাইল। পুরুষের যোগ্য বস্ত্র অভরণ দিল ।। চির বিরহিণী ধান প্রথম যৌবন। পরম সুন্দর দেখি সাধুর নন্দন ।। অস্থির হইয়া রামা কান্ত পানে চায়। কামানলে দহে তনু কি করে কথায় ।। চন্দ্রকান্ত যত কয় উত্তর না পায়। আবেশে অবশ অঙ্গ সম্বিত হারায় ।। নাগরীর বুঝি ভাব নাগর তখন। কোলেতে লইয়া তারে করে আলিঙ্গন ।। অধরে অধর চাপি করিল চুম্বন। দ্বিগুণ হইয়া আরো বাড়িল মদন তিলেক নাহিক সয় বিরহের ভর। যুবক যুবতী যায় পালঙ্ক উপর ।। যেমন নায়িকা যোগ্য নায়ক তেমন। রতি কামদেব যেন করিল শয়ন ।। মন্মথে মাতিয়া সাধু ধরিল তরুণী। কি

কর কি কর ধলে রাজার নন্দিনী ॥ রতিরসে সুপণ্ডিত তুমি মহাশয়। আমি নবব্রতী ইথে নাহি ভাঙ্গে ভয় ॥ সংগ্রামের বেশ তব বুঝিয়া কারণ। আমার হতেছে নাথ সশঙ্কিত মন চরণে ধরি হে তব কর হে শয়ন। কহ দেখি শুনি আগে রমণ কেমন ॥ তোমারে ছাড়িয়া কেহ পলায়ে না যাবে। উতলা কেন হে এত কালি নহে হবে ॥ তিলেক না সহে ব্যাজ হৃদয়ে যুবতী। মৌখিক বচনে ধনী কহে সাধুপ্রতি ॥ কৌতুক করিয়া তারে কহে সাধুসুত। রমণীর ষোলকলা ছলা আসে কত ॥ কথায় কেবল ধনি শুনি আঁটা আঁটা। সময় কালেতে কভু কারে নাহি ঘাটি ॥ ভয়ের সময় নয় ভয় কর কেন। রমণ কেমন তুমি জানিয়া না জান ॥ চতুর নিকটে ধনি সাজে কি চাতুরী। এখন বারণ মন মানে কি সুন্দরী ॥ না বুঝিয়া কেন প্রিয়ে পাইয়াছ ত্রাস। দিনমণি উদয়েতে কমল প্রকাশ ॥ গৌরীকান্ত বলে শুন সাধুর কুমার। রজনী বহিয়া যায় বিলম্ব কি আর ॥

নায়ক নায়িকার রতি বিষয়ে প্রবর্ত্ত।

ধুয়া। রতি রসে ভাসে হইয়া মগন। নাগর নাগরী বিহরে দুজন ॥

তোটক ছন্দ। মত্ত মদনেতে সাধুর নন্দন। আবেশে অবশ অস্থির তখন ॥ পরিধান বাস কাড়িয়া লইল। রমণী অমনী লজ্জিতা হইল ॥ ত্বরিতে তরুণী লইয়া কৌতুকে। করয়ে চুম্বন ধরিয়া চিবুকে ॥ সাধুরনন্দন রসিক প্রবীণ। সুরতি সময় হৃদয় কঠিন ॥ কুচপদ্ম কলি করপদ্মে ধরে। লোমাঞ্চিত তনু রসরঙ্গ ভরে ॥ চমকিত কহে কি করহে। নখঘাতন যাতন সহ্য নহে ॥ যুবক যুবতী বিদগধ মন। শৃঙ্গার রসেতে মাতিল দুজন ॥ রাজ কন্যা কয় সাধুর তনয়। তোমারে দেখি যে বড়ই নিদয় ॥ কামিনী কমল না করিও বল। অভিলাসি মনে না হইও প্রবল ॥ রতি রসে প্রাণ তুমি বিজ্ঞজন। রমণ এমন না জানি কখন ॥ ছিছি ছাড় মেনে না কর

ঝকড়া। নাহি প্রৌঢ়া আমিবালিকা নবোঢ়া ॥ সমতুল্য নহে হরিতে হরিণী। করিযোগ্যহয় হইলে করিণী ॥ একিপরমাদ আর নাহি সাধ। ধরিহে চরণে ক্ষম অপরাধ॥ সহেনা সহেনা কহিলে মানমা। পরের বেদনা জাননা২ ॥ বধ্ন জীবন জীবন দান কর। গুণরাশি দাসীবটী বাক্য ধর ॥ রসকাল নহে হও কাল কেন। দেহ মর্ম্ম পীড়া ছিছি কর্ম্ম হেন ॥ লাজ নাহি বাস হাস বুক ফাটে। কি করে পিরীতে এরীতে না আঁটে ॥ ধনী যত কহে ধৈর্য্য নহে বঁধু। পসিয়া কমলে পান করে মধু ॥ দুঃখ দূরে গেল সুখ উপজিল। রসিক রসিকা রসেতে ভাসিল ॥ ভুজপাশে দোঁহে হইয়া বন্ধন। হৃদয়ে হৃদয় বদনে বদন ॥ আবেশে অধর চাপয়ে দশনে। রমণী অমনী শিহরে সদনে ॥ আহা উহু করে অধৈর্য্য অন্তরে। লইয়া নাগর নাগরী বিহরে ॥ অলিরাজ যেন ক্ষুধিত হইয়া। মকরন্দ পিযে সরোজে বসিয়া ॥ আধ আধ ধনী প্রকাশে নয়ন। সুখী হয় দেখি কান্তের বদন॥ রুণু রুণু বাজে নূপুর চরণে। ঝন ঝন ধ্বনি কেয়ূর কঙ্কণে ॥ বিগলিত বাস মুক্তকেশ পাশ। হিয়া দুরু দুরু ঘন বহে শ্বাস ॥ রসেতে রসিক সাধুর নন্দন। যুবতী প্রতি কহিছে তখন॥ রাখ বিনোদিনী আমার বচন। গৌরীকান্ত দাসে করিল রচন ॥

কান্তের ছলক্রমে বিপরীত রতিরঙ্গ।

ধুয়া। জেনেছি তুমি হে রসে রসিক নাগর। নলিনার প্রাণ বঁধু চতুর ভ্রমর ॥

চন্দ্রকান্ত বলে তবে তুষ্ট হই অতি। বিপরীত রতি দান কর রসবতী। বুঝিয়া না বুঝে ধনি বলে সেই কি। প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জী॥ অন্তরে আহ্লাদ অতি সায় দিতে নারে ভুরুষের কায কভু রমণী কি পারে ॥ বিদগধ বট হে পণ্ডিত নিজ্ঞ হও। কেমনে এমন কথা অনুচিত কও ॥ সাঁতাবে হাঁকায়্যা শেষে সোতে ঢাল গা। সেই রূপ চেষ্টাপাও মনে আইসে জা ॥ চিরদিন অনলসে বিপ

র্য্যয় ক্ষুধা। আধার সহিত পান অকর্ত্তব্য সুধা।। যদবধি কা-
ননে কুসুম চয় কলি। তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি।।
সময়ে সকল ভাল শুনহে নিশ্চিত। অসময়ে জানিবা সে
হিতে বিপরীত।। শীতে সুধা বয় বহ্নি গ্রীষ্মেতে তা নয়
বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কয়।। হত্যাই হউক মেনে
হাস নাহি লাজ। ক্ষীণা আমি ক্ষমাকর ক্ষেপা পারা
কাব।। প্রথমেতে হেন চর্য্যা শুনি নাই কভু। আজি ঘর
হালি পাঁদাড় ভাব প্রভু।। চন্দ্রকান্ত বলে ইথে না হইবে
পাপ। সুধাংশুবদনী শীঘ্র শান্ত কর তাপ।। ধনী বলে
পায়ে পড়ি সে কি এত মধু। গণিকাতো নহি নাথ হই কুল
বধূ।। কান্ত বলে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া। রক্ষাকর বিপ
রীত রতি দান দিয়া।। নইলে তাহা মরি আহা নাহি বাঁচি
আজি। শ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি।। লাজের দু-
য়ারে ধনী ভেজায় কপাট। প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা
ঠাট।। বিগলিত জঘনে সঘনে বেণীদোলে। যেন পূর্ণশশী
পূর্ণ শশী করে কোলে।। অদ্ভুত চরিত্র চিত্ত মধ্যে নাগে
ধন্ধ। প্রফুল্ল কমলে অলি পিয়ে মকরন্দ।। চকোর খঞ্জনে
প্রেম আলিঙ্গন করে। বিকচ কমলে চাঁদে বারি বিন্দু ঝরে
বাসনা মনের পূর্ণ তুর্ণ রসে ক্ষমা। মুখে মন্দরন্দ হাস বাস
পরে রামা।। শিথিল অনঙ্গ রস পুলকিত হিয়া। হস্তপদ
ধৌত করে বাহিরেতে গিয়া।। পুনরপি শয্যায় বিরাজে
দোঁহে রঙ্গে। দোঁহে সমিরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে।। পর
স্পর রঙ্গে অঙ্গে লেপয়ে চন্দন। হেসে হেসে উভয়ত মুখ
বিলোকন।। রজনী দেখিয়া শেষ রাজার নন্দিনী। সাধুর
নন্দনে ধনী সাজায়ে মোহিনী।। অলকা তিলকা ভালো তা-
লেতে সিন্দুর। বেণী বিনাইয়া বান্ধি দিলেক চিকুর।। কর্ণে
কর্ণফুল দিল নাসায় বেসর। অকলঙ্ক শশিপ্রায় প্রকাশে
অধর।। নানাবিধ অভরণ পরায় কৌতুকে। গালায় গড়ান
স্তন বসাইল বুকে।। যতনে কাঁচলি দিয়া আঁটীয়া বান্ধিল।

উত্তম অম্বর সাধু সুতে পরাইল ॥ মোহিনী দেখিয়া ধনী করে হায় হায়। যতেক সুন্দরী নারী ঘাটি তব পায় ॥ কি-রূপ এরূপ হেরি হরে দুঃখরাশি। পুরুষ থাকুক দেখি রমণী উদাসী ॥ অধরে অধর চাপি করে আলিঙ্গন। পয়ার প্রব-ন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন ॥

নায়ক নায়িকার হাস ও পরিহাস।

ধুয়া। দেখো যেন ভাঙ্গেনাকো সাধের পিরীত।

তোটকছন্দ। সাগর ছেঁচিয়া মিলেছে নিধি। দরিদ্রেরে র-তন দিয়াছে বিধি ॥ কপাল বিগুণে হয় বঞ্চিত। এই ভয় মনে আছে নিশ্চিত ॥ রতি পরিশ্রমে সে হয়ে দুর্ব্বল। ত-ক্ষণ দুজন করে তাম্বূল ॥ আনন্দিত অতি রাজদুহিতে। কত কথা কয় বঁধূর সহিতে ॥ আমার বিরহ যাতনা যত। তোমারে তা আমি কহিব কত ॥ বিধি মোরে বুঝি সদয় হয়ে। তোমা হেন ধন দিলে আনিয়ে ॥ এতদিনে আমি হইনু সুখী। মুস্কিলে আশান আছয়ে দেখি ॥ নিতান্ত জা-নিবা আমি অধীন। হইনু তোমার শরণাপন্ন ॥ যেন সখীগণ কিছু না জানে। সাবধানে নাথ থাকিবে মেনে ॥ চন্দ্রকান্ত কয় রাজকুমারি। তুমি মোর প্রাণ আমি তোমারি ॥ প্রাণের ভয় আমি মনে না বাসি। তোমার আশ্রিত হয়েছি আসি ॥ দুহাত নহিলে বাজে কি তালি। বুঝাব কি আর বুঝ সকলি দর্প্পণেতে মুখ দেখা যেমন। পিরীতের রীতি জানো তেমন চিত্ররেখা কয় দরিদ্র জন। পাইলে রতন ছাড়ে কখন ॥ কথায় কথায় যামিনী শেষ। সাধুর হইল নিদ্রা আবেশ ॥ রতি শ্রান্তে নিদ্রা যায় দুজন। দিবস হইল নহে চেতন ॥ হেনকালে গোপী দেখে আসিয়া। দুজনে তখন আছে ঘুমা-য়্যা ॥ মোহিনীরে গোপী ডাকে তখন। রাজার কুমারী পায় চেতন ॥ উঠ২ কহে সাধুর তনয়। ডাকিতেছে গোপী ভানু উ দয় ॥ দুইজন তবে বাহির হয়। ঈষৎ হাসিয়া গোপী ধেকয় এক দিনে একি পড়িল ধুম। এত বেলা হৈল না ভাঙ্গে

ঘুম ॥ বুঝিয়া হইলে ক্ষুধিত জন। তুই করে সে কি করে ভক্ষণ ॥ ঢুলু ঢুলু আঁখি মলিন মুখ। সকল রজনী লুটিলে সুখ ॥ বিরহ যাতনা দেখিয়া তোর। শেল হেন বুকে ফুটিত মোর ॥ যা হক এখন হইল ভাল। সে দুঃখ তোমার দুরেতে গেল ॥ সাবধান মাত্র থেকো দুজন। প্রকাশ না হয় করো এমন ॥ রাজার নন্দিনী মনে ভাবিয়া। পুরস্কার কিছু দিল আনিয়া ॥ গোয়ালিনী তাহে সন্তোষ হয়্যা। ঘরে যায় রাজকন্যারে কয়্যা ॥ যুবক যুবতী হরিষ মন। শারি শুক যেন হয় মিলন ॥ বিরহী যেমন ছিল রমণী। রতিরসে ভাসে দিবা রজনী ॥ সুখ যত তাহা কব কি আর ॥ নিত্য নবরসে করে বিহার ॥ পরম সুন্দরী নারী পাইয়া। চন্দ্রকান্ত থাকে ভ্রান্ত হইয়া ॥ এইরূপে কত দিবস যায়। গৌরীকান্ত দাসে রচে ভাষায়।

চন্দ্রকান্তের স্বপ্ন বিবরণ।

ধুয়া। কি লাগিয়া প্রাণ মান করেছ। মনোদুঃখে অধোমুখে রয়েছ অকস্মাৎ কেন একি, রোদন করিছ দেখি, কি দুঃখে দুঃখিত এত হয়েছ ॥

একদিন রজনীতে চন্দ্রকান্ত রায়। রাজকন্যা সহিত সুখেতে নিদ্রা যায় ॥ হেনকালে স্বপ্ন দেখে সাধুর সন্ততি। পিতা মাতা রমণীর বড়ই দুর্গতি ॥ ছলেতে সর্ব্বস্ব রাজা করিয়া হরণ। কারাগারে সদাগরে করেছে বন্ধন ॥ পুত্র পুত্র করি মাতা কান্দে দিবারাতি। তিলোত্তমা নারী কান্দে হইয়া অনাথি ॥ দিনান্তে না মিলে অন্ন শীর্ণ কলেবর। পরিধান কৃষ্ণ বর্ণ গলিত অম্বর ॥ এই রূপ স্বপন দেখিয়া সাধুসুত। নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিয়া বসিল দুঃখযুত ॥ ব্যাকুল হইয়া বারি বহিছে নয়নে। অস্থির হইয়া কান্দে সাধুর নন্দনে ॥ বিস্ময় হইল রামা পাইয়া চেতন। কান্তের রোদন দেখি করয়ে রোদন ॥ ক্ষণেক বিলম্বে ধনী জিজ্ঞাসে তখন। কহ নাথ কি কারণে করিছ রোদন ॥ অপমান তোমায় হয়েছে কোন রূপে। কি

দোষ করেছি নাথ কহিবে স্বরূপে ॥ এত বলি রাজকন্যা ধরিল চরণ। চন্দ্রকান্ত কহিল স্বপন বিবরণ ॥ রাজকন্যা বলে, নাহি বুঝি তব ধ্যান। স্বপন স্বরূপ নাথ করিয়াছ জ্ঞান ॥ বাতিক হইলে বৃদ্ধি দেখয়ে স্বপন। শুভাশুভ তাহার কে করয়ে গণন ॥ প্রভাতে করিব কালি দেবতা অর্চ্চন। দুঃখিত বৈষ্ণব দ্বিজে করাব ভোজন ॥ অনর্থক দুঃখ ভাবিতেছে কি কারণ। ধৈর্য্য হও রোদন করহ সম্বরণ ॥ অবোধের মত একি হারাইলে জ্ঞান। দেখিয়া তোমার মুখ বিদরিছে প্রাণ ॥ কান্ত বলে রাজকন্যা শুন মন দিয়া। অকস্মাৎ অমঙ্গল স্বপন দেখিয়া ॥ ব্যাকুল হয়েছ প্রাণে স্থির নহে মতি। দেশে যাব বিদায় করহ রসবতী ॥ পিতা মাতা চরণ করিয়া দরশন। পুনর্ব্বার আসিতেছি তোমার সদন ॥ ইহাতে অন্যথা কিছু না ভাবিবে মনে। প্রভাতে আইলে গোপী যাব তার সনে ॥ কান্তের বচন শুনি উপজিল মান। পড়িল ধরণীতলে হারাইল জ্ঞান ॥ বিগলিত কেশপাশ অসম্বৃত বাস। লণ্ডভণ্ড বেশভূষা ঘন বহে শ্বাস ॥ হস্তপদ আছাড়ে করয়ে আর্ত্তনাদ। চন্দ্রকান্ত বলে একি ঘটিল প্রমাদ ॥ রমণীরে ধরিয়া তুলিল ততক্ষণ। মধুর বচনে তোষে সাধুর নন্দন ॥ মানেতে মৌন রামা না কহে বচন। অম্বরেতে সম্বরিয়া ঢাকে চন্দ্রানন ॥ অনেক প্রকার সাধু করিয়া যতন। কদাচ নারিলে মান করিতে ভঞ্জন ॥ উপায় নাহিক আর বিচারিয়া মনে। অপরাধ ক্ষম বলি ধরিল চরণে ॥ পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন। গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত বিবরণ ॥

চিত্ররেখার কান্তের প্রতি অভিমানোক্তি।

ধুয়া। কে জানে এমন কালা কঠিন হৃদয়। দয়াময় হৈয়া কেন অধীনে নিদয় ॥

কান্দিয়া কান্দিয়া ধনি কহে মৃদুভাষে। কেন হে এখন তুমি আছ মোর পাশে ॥ দেখ এতক্ষণে বা আইল গোসা-

লিনী। তাহার সহিত শীঘ্র করে হে মেলানী ॥ অবলা সরলা জাতি কমল হৃদয়। পরাধীনী পাপের লাগিয়া প্রাণদয় ॥ পুরুষ পাষাণ প্রায় নাহি দয়ালেশ। অধিকন্তু বিদেশস্থ তাহাতে বিশেষ ॥ লুব্ধ মধুকর যেন মধুপানে আশ। স্বকার্য্য সাধিয়া শেষে করে যে নৈরাশ ॥ তোমার কি দিব দোষ নিন্দি আপনারে। কেন প্রেম করেছি এ জন সমিভারে ॥ দুঃখিনী কামিনী বিরহিণী অধীনীরে। কেমনে ত্যজিবে দয়া নাহি কি শরীরে ॥ আরোপিলে প্রেম বৃক্ষ উঠিল অঙ্কুর। উপাড়িতে চাহ পুনঃ হইয়া নিষ্ঠুর ॥ চন্দ্রকান্ত বলে বিধুমুখী হও শান্ত। মানেতে মজিয়া কেন হইয়াছ ভ্রান্ত ॥ স্বপনে কখন হেন নারি মনে করি। তোমারে ত্যজিয়া দেশে যাইব সুন্দরী ॥ কয়েছি মৌখিক কথা অন্তরে তা নয়। বুঝিতে তোমার মন জানিবে নিশ্চয় ॥ আশ্রিত এ অনুগত নিতান্ত তোমার। তুমি যদি কর মান কে আছে আমার ॥ এতশুনি সুবদনী প্রফুল্ল বদন। প্রিয়া সঙ্গে রঙ্গে নিশিকরিল বঞ্চন ॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে সাধুর নন্দন। বিরসবদন সদা সদা অস্থ মন ॥ অনুভাবে রাজকন্যা বুঝিল কারণ। চিন্তিত হৈয়াছে সাধু দেখিয়া স্বপন ॥ ঔদাস্য ভাবিয়া যদি নিজ দেশে যায়। বিরহিণী অভাগীর কি হবে উপায় ॥ গোপনে গোপীরে ধনী ডাকে তৎক্ষণ। কহিলেক তাহারে সকল বিবরণ শুন আই আমি ভাই ধর্ম্ম নাই খাই। তোমার প্রসাদে সাধু নন্দনেরে পাই ॥ এত দিন বিরহেতে না থাকিত প্রাণ। তোমা হৈতে সে দায়েতে পাইয়াছি ত্রাণ ॥ ভরসা তোমার মাত্র করিয়াছি সার। তোমা বিনে ব্যথিত বা কে আছে আমার ॥ দিবা নিশি আমার মোহিনী ধ্যান জ্ঞান। মোহিনীরে না দেখিলে বাঁচে নাক প্রাণ ॥ আঁখির পলকে আনি হারাই যে জনে। তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচিবে কেমনে ॥ যদি কান্ত মোরে ত্যজি যায় নিকেতন। তবেত নিতান্ত হবে আমার মরণ ॥ ব্যাকুল হৈয়াছি আইও ধরি তোর পায়

যদি কিছু থাকে কর ইহার উপায়॥ বিরচিত গৌরীকান্ত ব-ন্দিয়া অভয়া। মম সুতে কাশীনাথে দেহ পদছায়া॥

গোপীর ঔষধের প্রকরণ।

ধুয়া। ভাবনা কি বিধুমুখি স্থির কর মন। দেখিতে না পারি তোর বিরস বদন॥ গলিতে চিকুর অসি, ঢাকিয়াছে মুখ শশী, দুঃখিনীর প্রায় বসি, করিছ রোদন॥ বিরচিত গৌরীকান্ত, প্রেয়সী হৈয়াছ ভ্রান্ত যাবে না তোমার কান্ত, করিলে যতন॥

গোপী বলে নাতিনী কি হৈয়াছ চিন্তিত। এখনি করিব আমি তাহার বিহিত॥ ভাবনা কি কোথায় যাইবে সাধুসুত ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্রে হবে বশীভূত॥ না জান আমার গুণ কত জলে চরি। চন্দ্র সূর্য্য বান্ধি রাখি যদি মনে করি॥ মোহন কাজল দিব নয়নে অঞ্জন। দাসের অধিক হবে সাধুর নন্দন॥ সিন্দূর পড়িয়া দিব পরিবে নাতিনী। তোমারে দেখিবে যেন কামের কামিনী॥ ছিটা ফোটা দিব যে খাওয়াব পান পড়া। কোথায় যাইব শালা হৈয়া রবে ভেড়া॥ চাঁপা ফুল পড়ে দিব রাখিবে খোঁপায়। ঘর বাড়ি ভুলিবে ভুলিবে বাপ মায়॥ আর এক মন্ত্র আছে শেষে করে দিব। সাধুর নন্দনের মন বান্ধিয়া রাখিব॥ এত শুনি রাজকন্যা হরষিত মন। গোপীর ধরিযা কর কহিছে তখন॥ নাতিনী বলিয়া দয়া যে দেখি তোমার। প্রাণ দিলে সুধিতে না পারি তব ধার॥ শীঘ্রগতি ঔষধের কর আয়োজন। উদাস্য হৈয়াছে বড় সাধুর নন্দন॥ গোঙালিনী কহিছে শুন লো চিত্ররেখা। ঔষধ কিনিতে চাহি গোটাকত টাকা॥ রাজার নন্দিনী ধনী বুঝিযা তখন। গোপনে আনিয়া তারে দিল কিছু ধন॥ তুষ্ট হৈয়া যায় গোপী দিয়া হাত নাড়া। ঔষধ খুজিয়া মাগী ফেরে পাড়াং॥ তৎক্ষণে নানাজাতি ঔষধ আনিল ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র সকলি করিল॥ গোপীরে দেখিয়া তবে যত সখীগণ। কৌশল করিয়া তারে কহিছে তখন॥

আজি বড় দেখি আইও ঊষধের ঘটা । অনুভাবে বুঝি কারে দিবে ছিটেফোঁটা ॥ গোপীবলে থাকথাক মর ওলো ঠাটী । ছোটমুখে বড় কথা কহ্মিলো ঠেঁটা ॥ না আইসে নাতিনী জামাই মনোদুঃখে মরি । তাহার কারণেকতপ্রকরণ করি ॥ এতবলি কার্য্য সিদ্ধি করিয়া তখন । গৃহেতে চলিল গোপী সুহাস্য বদন ॥ ঊষধের প্রভাবে ক্রমেতে সাধুসুত । দিনেং অধিকন্তু হয় বশীভুত ॥ চিত্ররেখা ধ্যান জ্ঞান শয়নে স্বপনে চিত্ররেখা বিনে আর অন্য নাহি মনে ॥ উভয়ত সুখ যত কব কত আর । নিত্য নবরসে দোঁহে করয়ে বিহার ॥ প্রেম-রসে শৃঙ্গরসে হারাইয়া জ্ঞান । পিতা মাতা ভুলিলভুলিল জন্ম স্থান ॥ একদিন গোয়ালিনী সাধুয়ে জিজ্ঞাসে । অনেক দি-বস হৈল আছ হে বিদেশে ॥ পিতা মাতা তোমার হইবে দুঃখযুত । একবার দেশে তুমি যাও সাধুসুত ॥ চন্দ্রকান্ত বলে আইও বুঝিয়াছি সার । দেশেতে যাইতে আমি নাহি চাহি আর । পিতা মাতা রমণীরে নাহি করি আশ । চিত্ররেখা যথায় তথায় গৃহবাস ॥ রাজকন্যা প্রতি গোপী আঁখি ঠারি কয় । এখন নাতিনী তোর ঘুচিলোত ভয় ॥ চিত্ররেখা বলে গোপী তুমি সখা যার । থাকে সে পরম সুখে ভাবনা কি তার ॥ চিত্ররেখা মোহিনী দোঁহেতে প্রীত অতি । সখীগণ তাহাতে হইয়া দুঃখমতি ॥ সকলে মিলিয়া রাজরাণীরে জনায় । অনুমতি কর সবে হইব বিদায় ॥ শুভক্ষণে মো-হিনী পাইল ঠাকুরাণী । আমা সবাকার আর প্রয়ো-জন কি ॥ পূর্ব্বের সে ভাব কিছু নাহি ঠাকুরাণী । কি দোষ করেছি মোরা কিছুই না জানি ॥ দয়া মায়া নাহি করে ডাকি না জিজ্ঞাসে । কি কারণে আমরা থাকিব তাঁর পাশে ॥ নারীতে নারীতে প্রেম না দেখি এমন । রমণী পুরুষ প্রায় বুঝি আচরণ ॥ অন্যের সহিত নাহি করে আলাপন । দিবা নিশি মুখেং থাকে দুই জন ॥ রাণী বলে সখীগণ না হইও দুঃখী । চিত্ররেখা বিরহিণী যাতে

থাকে সুখী ॥ ইহাতে বিরূপ ভাব কেহ না ভাবিবে। তাহার যতেক দোষ আমারে ক্ষমিবে ॥ মোহিনীর পতি গেল তীর্থ করিবারে। যখন আসিবে লয়ে যাইবেক তারে ॥ মোহিনী এখানে নাহি থাকিবে চির দিন। তাহারে কদাচ কেহ না ভাবিবে ভিন ॥ যাহ সখীগণ রাখ আমার বচন। পূর্ব্বেতে যেমন ছিলে থাকিবে তেমন ॥ রাণীর পাইয়া আজ্ঞা তবে সখীগণ। চিত্ররেখা নিকটেতে আইল তখন ॥ বিরচিত গৌরীকান্ত পয়ার বিশেষ। একাদশ মাস কান্ত রহিল সে দেশে ॥

চন্দ্রকান্তের অদর্শনে সাধুর রমণীর খেদ।

ধুয়া। সাধুর ভাবনা হইল মনে। বাণিজ্যে পাঠাইয়া বুঝি হারাই নন্দনে ॥

লঘু-ত্রিপদী। হোথা সদাগর, ব্যাকুল অন্তর, পুত্রের বিলম্ব দেখি। ত্যজিল আহার, নিদ্রা নাহি তার, সদা মনেতে অসুখী ॥ আগে না বুঝেছি, কুকর্ম্ম করেছি, বাণিজ্যে পাঠায়ে তারে। এখন কি হৈল, পুত্র না আইল, রহিল সে কোথাকারে ॥ ভাবিলাম হিত, হৈল বিপরীত, আমার কপাল গুণ। করিতে ব্যাপার, একে হৈল আর, বিধি মোরে নিদারুণ ॥ ছয়মাস কবার, করে পুত্র মোর, একাদশ মাস যায়। না বুঝি আশয়, এত দিন রয়, সংবাদ নাহি পাঠায় ॥ কি করি কি হয়, মর্ম্মস্থির নয়, ব্যাকুল হৈয়াছি প্রাণে। বিদেশে কুমার, সব অন্ধকার, দেখি আমি দুনয়নে ॥ যে ধন আমার, কি কায ব্যাপার, ছুর্দ্দৈব দেখি ঘটল। সাজাইয়া ডালি, পুত্রে জলাঞ্জলি, দিতে মোরে বুঝি হইল ॥ একে দহে প্রাণ, তাহাতে যে পুনঃ, নারীর গঞ্জনে মারি। এই ভাবি মনে, যাব সে পাটনে, উদ্দেশ তাহার করি ॥ যদি আমি যাই, দেখা নাহি পাই, কেমনে আসিব দেশে ॥ তারে না পাইব, জলে ঝাঁপ দিব, এই হবে অবশেষ। কান্দে সদাগর, হইয়া কাতর, চন্দ্রকান্ত পড়ে মনে। সে রূপ

যৌবন, না দেখি তেমন, কি সাধ মোর জীবনে ॥ সাধুর রমণী, শিরে কর হানি, কান্দিছে ব্যাকুল হৈয়া। কি কব সাধুকে, আমার বাছাকে, সদাগরী করে লৈয়া ॥ বর্ষাবধি হৈল, পুত্র না আইল, বুঝাব মনে কি বলে। সে বিধুবদন, না দেখিয়া প্রাণ, সদা উঠে জ্বলে জ্বলে ॥ কাছেতে আসিবে, মা বলে ডাকিবে, প্রাণ তাহে জুড়াইবে। এমন সুদিন, হইবে কি পুনঃ, কালী মোরে কুল দিবে ॥ হই য়া কাতর, কান্দিয়া অস্থির, ধরিয়া রাখিতে নারে ॥ খায়ে মোর মাথা, চন্দ্রকান্ত কোথা, গেলে বাছা কোথাকারে ॥ তোমার রমণী, থাকে একাকিনী, বড় ভালবাসো তারে। তাহার লাগিয়া, সাধু তোরে লৈয়া, বাণিজ্য ব্যাপার করে ॥ না দেখিয়া তোরে, প্রাণ নাহি রবে, কিরূপে পরাণ ধরি। চন্দ্রের কিরণ, কিবা রূপ গুণ, বালাই লইয়া মরি ॥ ছাওয়াল বয়েসে, পাঠালে প্রবাসে, বাপু বুঝিতে নারিলে। বিদেশে বিপাকে, মা বাপের শোকে, বুঝি প্রাণ হারাইলে ॥ সে বিনা আমার, সব অন্ধকার, কি ছার সংসার আর। কুলে কালী দিয়া, পাটনেতে গিয়া, উদ্দেশ করিব তার ॥ কি বিধি নিষ্ঠুর, কপালেতে মোর, বুঝি এই লিখেছিলে। দেখিয়া চন্দ্রাননী, রত্ন দিয়া আনি, পুনঃ তাহা হরে নিলে ॥ ত্রিপদী রচনে, গৌরীকান্ত ভণে, খেদ কর কেন বল। হইয়া মোহিনী, লইয়া কামিনী, চন্দ্রকান্ত আছে ভাল ॥

তিলোত্তমা পতির বিরহে ভগবতীর
আরাধনা।

ধুয়া। না জানি বিদেশে নাথ কি দশা ঘটালে।
কত নিষেধ করেছি আমি কিছু না শুনিলে ॥

স্বামীর বিলম্ব দেখি তিলোত্তমা বলে। বুঝিতে না পারি আমি কি আছে কপালে ॥ বর্ষাবধি হৈল কেন নাথ না আইল। আমারে ভুলিয়া প্রভু কেমনে রহিল ॥ যেজন তিলেক না ছাড়য়ে মোর পাশ। কেন সে বিদেশে থাকে একাদশ

মাস ॥ ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি। ভাবিয়া অ-স্থির মন দিবস শর্ব্বরী ॥ আমি যে কালীর দাসী সেই হয় দাস। কদাচ না হইবেক তাহার বিনাশ ॥ তথাচ মনেরে আমি বুঝাতে না পারি। ব্যাকুল হইয়া বহে নয়নেতে বারি দুর্গা দুর্গা বলে সাধু যাত্রার সময়। অমঙ্গল তাহার মনেতে নাহি লয় ॥ দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বিপদহারিণী। সাধুর ত-নয়ে রক্ষা করিবে আপনি ॥ পতির বিচ্ছেদে রামা দুঃখী সর্ব্বক্ষণ। কাহার সহিত নাহি করে আলাপন ॥ অ-গুরুচন্দন ত্যজি ত্যজি আভরণ। কিঞ্চিৎ রাখিল মাত্র সধবা লক্ষণ ॥ পালঙ্ক ত্যজিয়া ধনী লৈয়া কুশাসন। ভুমেতে পা-তিয়া তাহে করযে শয়ন ॥ যথা কালে হবিষ্যান্ন করয়ে ভোজন। শুদ্ধ সত্ব যেন ব্রহ্মচর্য্য আচরণ ॥ নিত্য২ তিলো-ত্তমা দেবী পূজা করে। বস্ত্র অলঙ্কার আদি ষোড়শোপ চারে ॥ ভগবতী চরণেতে তদগদ মনন নিদ্রা তেজি রজ-নীতে করয়ে ভোজন ॥ পতির লাগিয়া সতী হইয়া উপবাসী একাসনে তিন দিন জপ করে বসি ॥ অনশনে যুবতী হইল ক্ষীণা অতি। যদি মোরে অনুকূল হও ভগবতি। অভয়া চরণে রামা স্থির করি মন। চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব করিছে তখন॥

চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব।

ধুয়া ॥ অভয়ে ভয়ভঞ্জিনী বিপদনাশিনী সুখদা মোক্ষদা তুমি পতিতপাবনী। আমি দীনা ক্ষীণা ভক্তিহীনা গো জননি। দয়াময়ি দয়াকর দেখিয়া দুঃখিনী ॥

কুলকুণ্ডলিনী কালরাত্রি কপালিনী। কমলা কুন্তলা কালী করালবদনী ॥ কার্ত্তিকজননী কামপ্রদা কত্যায়নী। কটাক্ষে করুণা কর কলুষনাশিনী ॥ খুল্লনা দুঃখিনী যবে দৈব নির্ব্বন্ধনে। খুঞে পড়ি ছাগ রাখে শতার কারণে ॥ খল সংহারিণী দুর্গা শিষ্ট সুপালিনী। খাটো কৈল খুল্লনার

দুঃসহ সতিনী ॥ গণেশজননী গৌরী গিরিশগৃহিণী। গিরি সুতা গঙ্গা সত্য ত্রিগুণধারিণী ॥ গোকুলে গিরিজা পূজা করি গোপী বৃন্দে। গোপনে কৃপায় তব পাইল গোবিন্দে ॥ ঘোরতরা রূপা তুমি ঘোষণা সংসারে। ঘনং ডাকি দুর্গা পড়িয়া দুস্তরে ॥ ঘটে অধিষ্ঠান হৈয়া ঘুচাও যন্ত্রণা। ঘৃণা তাজি হীন জনে পূরাহ কামনা ॥ চণ্ডিকা চামুণ্ডা চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী। চৌদিগে ফিরিয়া নাচে চৌষট্টি যোগিনী ॥ চির দিন চিন্তামণি চিন্তা করে চিতে। চন্দনে চর্চ্চিত জবা শ্রীচ-রণে দিতে ॥ ছয় রিপু দেহ মম বিষম দুর্ব্বার। ছন্নমতি কৈল ভক্তি না জানি তোমর ॥ ছার দুরাচারী আমি কি জানি ভজনা। ছল করি পাছে দেবী না কর করুণা ॥ জয়ন্তী যা-মিনী জয়া যশোদানন্দিনী। যদুনাথ জন্ম হেতু জন্মিলা জ-ননী ॥ জাম্বুকী হইয়া জানাইলে পারাবার। জনক সহিতে জনার্দ্দনে কৈলা পার ॥ ঝকড়ায় সুরগণে ঝড়ের আমার। ঝঙ্কারি ঝনঝনা নাদে করিলে সংহার ॥ ঝলমল মুণ্ডমালা ঝলকে রুধির। ঝটিতে ঝনঝট দুঃখ ঘুচাও তিমির ॥ টলমল জলধি যখন কালকূটে। টেকিতে নারিল দেবগণ সিন্ধুতটে ॥ টানাটানি ত্রিদশের প্রাণ দেখি ঈশ। টানিয়া লইল করে কালকূট বিষ ॥ ঠাঁই নাই রাখিবারে প্রবল গরল। ঠাহুরে হৃদয়ে শিব খাইল সকল ॥ ঠেকি দায় শম্ভু তায় স্মরিল তো-মায়। ঠাকুরাণি ত্রাণ শিবে করিলে হেলায় ॥ ডুবি আছি দুঃখের সাগরে মহামায়া ॥ ডাকিতেছি জননি গো দেহ পদ ছায়া ॥ ডিঙ্গা করি তবনাম ভবপারাবারে। ডর নাহি ডঙ্কা মারি যাব কৃতান্তেরে। ঢাল অসি আদি ভুজে ঢলঢল বেশে ঢাকি আছে এলো কেশে চরণে মহেশে ॥ ঢুলু ঢুলু নয়-নেতে ঢুলে পঞ্চাননে। ঢেকিতে বাহন আদি পড়িয়া ধে-য়ানে ॥ তারা ত্রিভুবনসারা তব নাম তরী। তাপিতেরে কর ত্রাণ ত্রিপুর সুন্দরী ॥ তপস্বিনী ত্রিনয়নী তরঙ্গ নাশিনী ত্রিশক্তি ত্রিবিদ্যা শিবে ত্রিশূলধারিণী ॥ থাকিয়া ভারত

ভূমে স্থির নহে মন। থাকে থাকে পড়ে মনে শিয়রে শ-মন॥ থর থর কাঁপে প্রাণ স্থগিত না হয়। থাকিবার স্থানে দেহ চরণআশ্রয়। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা দনুজদলনী॥ দুষ্টের দমন দোর্দণ্ড প্রতাপিনী। দয়িত দামিনী জায়া দয়াতে প্র-চুর। দীন হীনা দাসী আমি দুঃখ কর দূর। ধুতাবতী ধনে-শ্বরী ধরণী ধারিণী। ধরারূপা তুমি ধাত্রী ধরের নন্দিনী॥ ধরণী বাসিনী তুমি ধর্ম্ম প্রপালিনী। ধুর্জ্জটী মোহিনী ধন্যা ধনদরক্ষণী॥ নমো নারায়ণী নিত্যা নিশুম্ভনাশিনী। নগেন্দ্র নন্দিনী নব নিরদবরণী॥ নিদ্রারূপা নন্দসুতা নৃসিংহ রূ-পিণী। নীল কন্যা প্রিয়া নীলা ললিতা যামিনী॥ পার্ব্বতী পর্ব্বতসুতা পতিতপাবনী। পশুপতি প্রিয়াপরা প্রকৃতি রূপিণী॥ পিনাকী মোহিনী পাপপুঞ্জ বিমর্দ্দিনী। পীতা-ম্বরধরা মা ত্রিপাপ সংহারিণী। ফাঁফরে হৈয়াছ মায়া ফাঁ-দেতে পড়িয়া। ফুল্ল নয়নেতে দুর্গে চাহ গো ফিরিয়া॥ ফলাফল দাতা তুমি কি জানি বর্ণিমা। ফাকি দিলে ফের হবে ফুরাবে মহিমা॥ বিজয়া বৈষ্ণবী বিদ্যা ব্রহ্মস্বরূপিণী। বিভুদারা বিঘ্নহরা বিপদবারিণী॥ বিঘ্নরাজ মাতা বিশ্ব প্রলয় কারিণী। বিশ্বম্ভরা বেদপ্রসূ বিষ্ণু সহায়িনী॥ ভৈরবী ভবানী ভীমা ভূতেশভাবিনী। ভয়ঙ্করী ভববারি তারণ কারিণী॥ ভদ্রকালী ভগবতী ভূধরনন্দিনী॥ ভয় দূর কর ক্রূর অসুর নাশিনী॥ মাহেশ্বরী মুক্তকেশী মহিষমর্দ্দিনী মোক্ষদা মেনকা কন্যা মহেশমোহিনী। মহামায়া কর দয়া মৈনাক ভগনী॥ মন্দগতি মানবী মহিমা কি বা জানি। যো-গনিদ্রা নারায়ণী যশোদা নন্দিনী॥ যামিনী রূপিণী যম যন্ত্রণা হারিণী॥ যশস্বিনী জয়া গৌরী জগত ঈশ্বরী। যুদ্ধ প-দাম্বুজাশ্রয় দেহ গো শঙ্করি॥ রেবতীরমণ রামে রক্ষিবার তরে॥ বদ্ধেতে রাখিলা আনি রোহিণী উদরে॥ রঘুনাথ পূজা করি রাবণসংহারি। রুক্মিণী আরাধি পাইলে রসিক মুরারি॥ লক্ষ্মীরূপা বিশালাক্ষী লক্ষ বিনাশিনী। লম্বোদর

জননি গো পর্ব্বতনন্দিনি ॥ লইয়া তোমার আজ্ঞা দুঃখে যদি মরি। লোকে পাছে তোমা নিন্দে সেই ভয় করি॥ বিশ্বনাথপ্রিয়া জয়া বিশ্বের জননী। বিষকুণ্ডে বাসুদেবে রাখিলা আপনি ॥ বলির পূজিতা মাতা বিপদ হারিণী। বিষম শঙ্কটে কৃপা কর নারায়ণি ॥ শত্রুবিমর্দ্দিনী শিবা শিখরবাসিনী। শম্ভুজায়া মহামায়া সাবিত্রী রূপিণী ॥ শূলিনী সর্ব্বাণী শক্তিরূপা শাকম্ভরী। স্মরণ লয়েছি পদে রক্ষ দিগম্বরী ॥ ষড়রিপু বশে মম সতত বেড়ায়। ষড়করি ছয় জনে আমারে ডুবায় ॥ ষটপদী রূপা কালী ষড়ঙ্গদামিনী। ষড়ভুজা ত্রাহি ষড়ানের জননী ॥ সতী সনাতনী সর্ব্ব লোকের পালিনী। সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বরূপা ত্রিশূলিনী ॥ সুখদা সর্ব্বাণি তব সর্ব্বভুতে দয়া। সদয় হইয়া দুঃখ খণ্ড মহাশয়া ॥ হরপ্রিয়া হৈমবতী হেমন্তদুহিতা। হেলায় হরহ দুঃখ হরের বনিতা ॥ হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মাতা হিত সবাকার। হয়েছি কাতর দীনে করগো নিস্তার ॥ ক্ষমঙ্করী ক্ষমা কর আমি অপরাধী। ক্ষয় কর দুঃখ দশা ক্ষুব্ধ হয়ে সাধি ॥ ক্ষমতাহীনের পাপ ক্ষয় হবে কিসে। ক্ষতি নাহি ক্ষোভ দূর কর গৌরীদাসে ॥

তিলোত্তমাকে পদ্মার বর প্রদান।

ধুয়া। তারা তোমা বিনে কে করিবে ত্রাণ। তুমি অগতির গতি তুমি ধ্যান জ্ঞান ॥ যদি গো নির্দ্দয় হবে, নামেতে কলঙ্ক রবে, মা হয়ে ত্যজিতে নারে অকৃতি সন্তান ॥ আমি দীন দুরাচার, ভক্তি কি জানি তোমার, তুমি পরাৎপরা সবাকার। কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ব, বিশ্বরূপা ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি প্রধান ॥ মানব জনম লয়্যা, ষড়রিপু বশ হয়্যা, ভব মায়াজালেতে পড়িয়া। কর্ম্ম দোষে আপনার, ভ্রমিতেছি বারেবার, এবার না ভুলি আর পেয়েছি সন্ধান ॥ নিবেদয়ে গৌরী

কান্ত বিষয়ে হইয়া ভ্রান্ত, কৃতান্তের ভয়ে ভীত
প্রাণ। কাতর হইয়া কই, শুন গো করুণাময়ি,কৃপা
করি দেহ যদি চরণেতে স্থান ॥

এত স্তুতি কৈলা যদি দেবীর উদ্দেশে। অন্তরে জানিলা দুর্গা থাকিয়া কৈলাসে ॥ চিন্তিতা হইলা চণ্ডী দেখি পদ্মাবতি যোড় কর করি কহে মধুর ভারতী ॥ আজি কেন মাতা তব উচাটন। বুঝি কোন ভক্তে দেবী করিছে স্মরণ ॥ অভয়া বলেন পদ্মা শুন বিবরণ। সুলোচনা নামেতে নর্ত্তকী এক জন ॥ পরম সুন্দরী সেই নর্ত্তকী প্রধান। কুবের সভায় সদা করে নৃত্য গান ॥ অগ্নিশর্ম্মা নামে বিপ্র ছিল একজন। কুবের সভায় গিয়া দিল দরশন ॥ কুবের আদর করে দেখিয়া ব্রাহ্মণ। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণ ॥ প্রণাম করিল আসি যত সভাসত। নৃত্যকী ব্রাহ্মণে নাহি করে দণ্ডবৎ ॥ অগ্নিশর্ম্মা বলে তোর এত অহঙ্কার। ব্রাহ্মণ দেখিয়া না করিলি নমস্কার ॥ স্বর্গবিদ্যাধরী তুমি নর্ত্তকি প্রধান। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বলি করিলি হেজ্ঞান ॥ সভা মধ্যে আমারে করিলি অপমান। ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হৈল অনল সমান ॥ লোমকূপে ক্রোধেতে নিকলে অগ্নিকণা সশঙ্কিত হইল দেখিয়া সুলোচনা ॥ বিপ্র বলে অহঙ্কারী ব্যক্তি যেবা হয়। স্বর্গেতে থাকিতে তার উপযুক্ত নয় ॥ এত বলি অভিশাপ দিলেক ব্রাহ্মণ। মানব হইয়া মর্ত্ত্যে করহ গমন॥ সুলোচনা বলেপ্রভুকিকর্ম্ম করিলে। বিনাদোষে তুমি মোরে শাপ কেন দিলে ॥ নর্ত্তকীর ধর্ম্ম এই নৃত্যের সময়। অন্যমন নাহি হয় তালভঙ্গ ভয় ॥ ইহাতে নাহিক দোষ জানে সর্ব্বজন। অনর্থক ক্রোধিত হইলা কি কারণ॥ অগ্নিশর্ম্মা বলে বাক্য নাহিবে খণ্ডন। উপায় করহ ভগবতী আরাধন ॥ এত শুনি সুলোচনা বিপ্রের বচন। আমার চরণে আসি লইল শরণ ॥ করিয়া অনেক স্তুতি তুষিলা আমায়। দুঃখিনী দেখিয়া দয়া করিলাম তায় ॥ কহিলাম আমি তারে

সুলোচনা শুন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ না হবে মোচন ॥ ভাবনা কি আছে তোর না করিস ভয়। এক জন্মে মুক্ত হবি কহিনু নিশ্চয় ॥ আজি হৈতে আমি তোর রহিনু সহায়। করিব কার্য্যের সিদ্ধি ডাকিলে আমায় ॥ সুলোচনা তুষ্ট হৈল শুনিয়া বচন। ব্রহ্মশাপে নর্ত্তকীর হইল পতন ॥ গন্ধবণিকের ঘরে জনম লইল। তিলোত্তমা নাম তার এখন হইল ॥ চন্দ্রকান্ত সদাগর বিভা তারে করে। বাণিজ্য করিতে সেই যায় দেশান্তরে ॥ পতির বিচ্ছেদে রামা দুঃখিত অন্তর। স্মরণ করিছে মোরে হইয়া কাতর ॥ পদ্মাবতী বলে মাতঃ তোমার সে জন। অবশ্য তাহাকে তুমি দেহ দরশন ॥ অভয়া বলেন পদ্মা অল্প প্রয়োজন। তোমাহৈতে সিদ্ধি হবে করহ গমন। উপদেশ দেহ বলি করিবে সেজন। পতির সহিত তার হবে দরশন ॥ তিন দিন উপবাসী তিলোত্তমা রয়। শীঘ্রগতি যাহ পদ্মা বিলম্ব না সয় ॥ এত শুনি পদ্মাবতী চলিল তখন। উপনীত হৈল তিলোত্তমার সদন ॥ ভগবতী পাদপদ্ম ভাবিয়া অন্তরে। মুদিত নয়নে তিলোত্তমা জপ করে ॥ দাণ্ডাইলা সম্মুখেতে ব্রাহ্মণীর বেশে। কি কর গো তিলোত্তমে বলিয়া জিজ্ঞাসে ॥ ধ্যানভঙ্গ হৈল রামা দেখে নিরখিয়া। কপাটে আছয়ে খিল আইল কোথা দিয়া ॥ বিস্ময় হইয়া রামা জিজ্ঞাসে তখন। কে তুমি এখানে আইলে কিসের কারণ ॥ পদ্মাবতী বলে শুন আমি তোরে কই। অভয়ার দাসী আমি পদ্মাবতী হই ॥ তোমারে সদয় হয়ে নগেন্দ্রনন্দিনী। করিলেন আজ্ঞা মোরে আসিতে আপনি। কহ দেখি তিলোত্তমা মনো অভিলাষ। সকল করিব সিদ্ধি পুরাইব আশ ॥ প্রণাম করিয়া তবে তিলোত্তমা কয়। ভকতবৎসলা মা কি জানেন আমায় ॥ যখন তোমার পদ্মা হৈল আগমন। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর হইল তখন ॥ বিষাদিত আছি আমি শুন তাহা কই। পতির না পায়ে বার্ত্তা মনোদুঃখে রই ॥ বাণিজ্য করিতে পতি গেল দেশান্তরে। সম্বাদ

হিক তার পাই সম্বৎসরে ।। আছে কি না আছে প্রাণে সেই ভয় করি । তাহার ভাবনা আমি সদা ভেবে মরি ।। পদ্মাবতী বলে তার শুন বিবরণ । গুজরাটপুরে গিয়া আছয়ে সেজন ।। ভীমসেন নামে রাজা তাহার কুমারী । চিত্ররেখা নাম ধরে পরম সুন্দরী ।। চির বিবহিনী তারে দেখিয়া দুঃখিনী । চন্দ্রকান্তে মিলাইয়া দেয় গোয়ালিনী ।। বস্ত্র অভরণ দিয়া সাজায় রমণী । মোহিনী বলিয়া নাম রাখে গোয়ালিনী ।। আপন নাতিনী বলি সম্পর্ক ঘটায় । চিত্ররেখা নিকটেতে রাখে নিয়া তায় ।। উভয়ের মজে মন উভযের প্রতি । রমণীর বেশে কান্ত করিয়াছে স্থিতি । তোমার মোহন এবে হইয়া মোহিনী । কৌতুকে আছয়ে ভাল লইয়া কামিনী ।। সাধুকে করিয়া বশ হরিয়াছে জ্ঞান । চিত্ররেখা না দেখিলে বাঁচে নাকো প্রাণ ।। পিতা মাতা রমণীরে নাহি পড়ে মনে । নিবাস কোথায় তার কিছু নাহি জানে ।। তোমার পতির শুন এই ব্যবহার । আসিবার পথ আমি নাহি দেখি তার ।। পদ্মার শুনিয়া কথা তিলোত্তমা কয় । কি আছে উপায় মাতা কহিবা নিশ্চয় ।। পদ্মা বলে যদি বাক্য কর অঙ্গীকার । চন্দ্রকান্তে আনিবারে তবে বুঝি পার ।। তৈলঙ্গ দেশের রাজা বিজয় কেশর । কুলে শীলে কীর্ত্তি যশে ধর্ম্মেতে তৎপর ।। কিশোরীমোহন নামেরাজার তনয় । চিত্ররেখা সহিত বিবাহ তার হয় ।। সবে এক পুত্র দূরদেশ অতিশয় । তেকারণে তদবধি উদ্দেশ না লয় ।। তাহার কারণে সদা দুঃখী রাজা রাণী । না আসে জামাতা কন্যা হইল যৌবনী ।। পুরুষের বেশ তুমি করিয়া ধারণ । চিত্ররেখা পতি হও কিশোরীমোহন ।। রাজার কুমার তোরে সুন্দর সাজিবে । রমণী বলিয়া কেহ চিনিতে নারিবে ।। দিলাম তোমারে বর জানিবে নিশ্চয় । পয়ার প্রবন্ধে, বৈদ্য গৌরীকান্ত কয় ।।

ধুয়া । ভজ শিব শঙ্কর শিরোপরি গঙ্গে । প্রবল ত-

রঙ্গে বিহরিছে রঙ্গে ॥ বাস বাঘছালা, গলে হাড়-
মালা, গিরিরাজবালা, শোভে বাম অঙ্গে ॥

চল তিলোত্তমা তুমি চড়িয়া তুরঙ্গে। অন্তরীক্ষে রহিলাম আমি তোর সঙ্গে ॥ রাজার নিকটে গিয়া প্রণাম করিবে। জিজ্ঞাসা করিলে বুঝে পরিচয় দিবে॥ তোমারে পাইয়া তুষ্ট হবে নৃপবর। জামাতা বলিয়া বহু করিবেআদর ॥ অন্তঃপুর মধ্যে তুমি যাইবে যখনি। চিত্ররেখা সহ তথা দেখিবে মোহিনী ॥ পতি হৈল মোহিনী যে যুবতী মোহন। গুজরাটপুরে দোঁহে হইবে মিলন ॥ যেমন দেখিবে মনে ভাবিয়া তখন। বুঝিয়া করিবে তবে কার্য্যের সাধন ॥ এত শুনি তিলোত্তমা ভাবে মনে২। দুঃসাহসী হেন কর্ম্ম করিব কেমনে ॥ যে আজ্ঞা করিলা মাতা সকলি পারিব। কেমনে শ্বশুর স্থানে বিদায় হইব ॥ পদ্মাবতী বলে রামা আমার সে দায়। উদ্যোগী হইয়া সাধু পাঠাবে তোমায় ॥ বিদায় হইয়া তবে যান পদ্মাবতী। তিলোত্তমা ভক্তিভাবে করয়ে প্রণতি ॥ আশীর্ব্বাদ করে তারে পুত্রবতী হবে। স্বামীর প্রিয়সী হয়ে সুখেতে থাকিবে ॥ অন্তর্ধান হয় পদ্মা বিচারিয়া মনে। সাধুর নিকটে তবে যান ততক্ষণে ॥ ভয়ঙ্করী রূপ ধরি দেখান স্বপন। ভাবিত হয়েছে সাধু পুত্রের কারণ ॥ সংবাদ কি পাবে তার শুন বিবরণ ॥ রাজার নন্দিনী সহ হয়েছে মিলন ॥ রমণীর বেশধরি থাক অন্তঃপুরে। কিছুই নাহিক মনে সকল পাসরে ॥ আসিবার পথ আমি নাহি দেখি তার পুত্রের কারণ তুমি কেন ভাব আর ॥ যদি অন্বেষণ করি করহ সন্ধান। প্রকাশ করিলে কান্ত হারাইবে প্রাণ ॥ কিঞ্চিৎ উপায় মাত্র আছয়ে তাহার। তিলোত্তমা বধূরে বুঝাতে যদি পার॥ ধরিয়া পুরুষ বেশ গুজরাটে যায়। তবে চন্দ্রকান্ত বুঝি পরিত্রাণ পায় ॥ সাধ্যা রমণী হয় তিলোত্তমা ধনী। পাইলে তোমার আজ্ঞা যাইবে তখনি ॥ নির্ভয় হইয়া যাবে স্বামী আনিবারে। চিন্তা কিছু নাহি রক্ষা করিব তাহারে ॥

এত বলি পদ্মাবতী অদর্শন হৈল। চেতন পাইয়া সাধু উঠি-য়া বসিল ॥ পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায়। রাম রাম স্মরণেতে রজনী পোহায় ॥

ধুয়া। সাধু স্বপন দেখিয়া করিছে রোদন। কি হইবে কোথা যাব, কিরূপে তাহারে পাব, কি উপায় করিব এখন ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী। দুঃখানলে তনুদয়, রমণী নিকটে কয়, দেখি-য়াছে স্বপন যেমন। আমারে করিয়া দয়া, আসিয়া যে মহা-মায়া, শিয়রে বসিয়া মোরে কন ॥ চন্দ্রকান্ত ভ্রান্ত হয়ে, ভূ-পতি দুহিতা লয়ে, রাজ অন্তঃপুরেতে রহিল। আসিবার ইচ্ছা তার, কদাচ না দেখি আর, পিতা মাতা সকলি ভুলিল ॥ অন্তঃপুর মধ্যে রয়, যদ্যপি প্রকাশ হয়, সমুচিত দণ্ডে রাজা তারে। কিঞ্চিৎ আছে উপায়, তিলোত্তমা যদি যায়, তবে বুঝি আনিবারে পারে ॥ এতেক কহিয়া কথা, অন্তর্ধান হৈলা মাতা, স্বপনের বিবরণ শুন। হয়ে তবে অধোমুখ, দুজনে ভাবেন দুঃখ, বিধি এত কেন নিদারুণ ॥ কুলের কামিনী হয়্যা, সে যে বিদেশেতে গিয়া, চন্দ্রকান্তে কেমনে আনিবে। অসম্ভব কথা হয়, কহিতে কর্ত্তব্য নয়, লোকে মোরে শুনে কি কহিবে ॥ সাধু ভাবে পুনর্ব্বার, চন্দ্রকান্ত বিনে আর, জাতিকুলে কোন প্রয়োজন। বধূরে ডাকিয়া আন, স্বপনের বিবরণ, কহ দেখি শুনিয়া কি কন ॥ কাতর হইয়া সাধু, ডাকিয়া আনিল বধূ, কহিলেক বৃত্তান্ত সকলি। শুনি তিলোত্তমা কয়, আমাহৈতে যদি হয়, অঙ্গীকার করিব যা বল ॥ ভাবে রামা মনে মনে, যাব আমি সঙ্গোপনে, প্রকাশেতে লোক নিন্দা হবে। সব দিক রক্ষা পায়, করিব তার উপায়, না বলিয়া পলাইব তবে ॥ সাধু কন শুন মাতা, সতীলক্ষ্মী পতিব্রতা, পতি গিয়া আন তুমি ঘরে। তিলো-ত্তমা কহে তবে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে, যাব আমি কিছু কাল

পরে॥ পিতৃগৃহে মাতা মোরে, পতির কল্যাণ তরে, ব্রত এক করেন মানন। বার মাস পূর্ণ হয়, বিলম্ব নাহিক সয়, সেই ব্রত হবে সমাপন॥ ব্রত করিবার তরে, যাই আমি নিজঘরে, কেহ যেন না যায় সে স্থানে। হিতে বিপরীত হবে, প্রমাদ ঘটিবে তবে, সাধুসুত না বাঁচিবে প্রাণে॥ বারে বারে করি মানা, না হইবে অন্যমানা, সাবধানে থেকো মহাশয়। দৈবকর্ম্মেযাহা হয়, মনুষ্যেরসাধ্যনয়, কহিতেছিজানিবেনিশ্চয় যেদিন বিলম্ব হবে, উদ্দেশনাহিক লবে, চিন্তিত নহিবে কদাচন।'আপনি বাহির হবো, তোমারে সংবাদ কবো, কার্য্যসিদ্ধি বুঝিবে তখন॥ ব্রত সাঙ্গ হবে যবে, পতি আসিবেন তবে, ব্রতের সাক্ষাৎ ফল পায়। তিলোত্তমা এত বলে, আপন মন্দিরে চলি, সাধুরে প্রবোধ দিয়া যায়॥ হয়ে তদগদ মন, ভগবতী আরাধন, রজনীতে করয়ে যুবতী। শূন্যমার্গে নারায়ণী, কহিলেন দৈববাণী, যাহ রামা আন গিয়া পতি॥ পুলকে পুর্ণিত হয়্যা, ভগবতী প্রণমিয়া, তিলোত্তমা ভাবিছে তখন। আজ্ঞা হৈল অভয়ার, বিলম্বে কি ফল আর, এইক্ষণে করিব গমন। শুক্ল অষ্টমীর শশী, গত হৈল অর্দ্ধ নিশি, ডাকে রামা প্রিয় সহচরী॥ নারীবেশ তেয়াগিয়া, পুরুষ দোঁহে সাজিয়া, আঁটিয়া বান্ধিল কুচগিরি॥ পরিলেকজামা যোড়া, হাতে সুবর্ণের কড়া, মুকুতার মালাগলে তায়। গজমতি দিয়া কাণে, সাজিল কৌতুক মনে, শোভে রাজ নন্দনের প্রায়॥ সঙ্গে সহচরী যাবে, খেজমতগার হবে, বুঝিয়া তাহারে সাজাইল। রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ গৌরীকান্ত দাসে বিরচিল॥

কিশোরীমোহন বেশে তিলোত্তমার গুজরাট
পুরে গমন।

ধুয়া। জয় জয় জয় দুর্গে. দুর্গবিনাশিনী। বিপদে করিবে রক্ষা নগেন্দ্রনন্দিনী॥ নামের মহিমা ত্রিলোকের অগোচর। পঞ্চমুখে কহিতে না পারে

গঙ্গাধর ॥ ভব পারাবারে দুর্গা নামেতে তরণী।
ত্রাহি তারা দীন জনের মোক্ষ প্রদায়িনী ॥ তুমি
সৃষ্টি স্থিতিকর্ত্রী তুমি গো বিনাশ। ব্রহ্মা বিষ্ণু
মহেশ্বর ইচ্ছায় প্রকাশ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরী
তুমি ত্রিলোচনী। বিশ্বেশ্বরী বিশ্বময়ী বিশ্বের জ-
ননী ॥ তুমি ব্রহ্মবস্তু পরাৎপরা মহামায়া। সংসার
সৃজন হেতু হলে হরজায়া ॥ কে জানে তোমার
অন্ত অনন্তরূপিণী। গৌরীকান্তে অন্তে মাত্র
ভরসা ভবানী ॥

রজনী হইল শেষ দেখিয়া যুবতী। সহচরী সঙ্গে রামা করিয়া যুকতি ॥ বহু মূল্য দেখি কিছু লইল রতন। মনেতে ভাবিয়া রামা শ্রীদুর্গাচরণ ॥ ভক্তিভাবে অষ্টাঙ্গেতে করে নমস্কার। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মাতা করিবে আমার ॥ এতবলি যাত্রা করে দুর্গা সঙরিয়া ॥ খিড়কির পথে গেল বাহির হ-ইয়া ॥ সন্তর্পণে চলে রামা হইয়া গোপন। দুয়ারী প্রহরী না জানিল এক জন ॥ অশ্বসালে গিয়া দুই অশ্ব বেছে লয়। দণ্ডেতে যোজন পথ গতি তার হয় ॥ পদ্মার চরণ রামা ক-রিয়া বন্দন। চড়িয়া তুরঙ্গে দোঁহে করিল গমন ॥ অযো-ধ্যার পথে যাবে নির্ণয় করিয়া। রাতারাতী কতদূর গেল ছাড়াইয়া ॥ প্রাণ রক্ষা হেতু মাত্র করয়ে ভক্ষণ। দিবস র-জনী চলে না করে শয়ন ॥ পথের বৃত্তান্ত কত করিব বর্ণন। ছায়ারূপে পদ্মাবতী করেন রক্ষণ ॥ ভগবতী যার প্রতি আ-ছেন সদয়। কিসের ভাবনা কৃতান্তেরে নাহি ভয় ॥ বিলম্ব না করে রামা চলিল ত্বরিত। অষ্টাদশ দিনে গুজরাটে উপ-নীত ॥ গ্রামের বাহিরে গিয়া রহিল সে দিন। পথ শ্রান্তে ক্লান্ত অতি বদন মলিন ॥ সেই স্থানে দিন দুই বিশ্রাম করি-ল। সরঞ্জামি পদাতিক চাকর রাখিল ॥ নওয়াজিমা সামগ্রী কিনিয়া কিছু লয়। সওগাৎ লইল বুঝে রাজযোগ্য হয় ॥

বস্ত্র আভরণ চিত্ররেখার কারণে। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য লইল যতনে॥ দিনমণি অস্ত হৈল গোধূলি সময়। তিলোত্তমা উপনীত রাজার আলয়॥ শত শত পদাতিক আগু পাছু ধায়। অশ্ব আরোহণে রাজনন্দনের প্রায়॥ নিকটে আসিয়া তবে দ্বারপাল কয়। ভূপতিরে জানাইব দেহ পরিচয় তিলোত্তমা বলে দ্বারী মোরে চিন নাই। নৃপবরে বল গিয়া আইল জামাই॥ তুষ্ট হৈয়া দ্বারপাল শীঘ্রগতি যায়। রাজার নিকটে গিয়া সংবাদ জানায়॥ সুসংবাদ শুনি রাজা হরষিত মন। দ্বারপালে শিরোপা করিল ততক্ষণ॥ ভবার্ণবে ভব ভয়ে ভীত গৌরীকান্ত। ভেবেছি ভরসা ভীমা চরণে নিতান্ত॥

রাজা ভীমসেনের সহ তিলোত্তমার পরিচয়।

ধূয়া॥ বম বম বম ববম ববম বম বম বম ভোলা॥
ত্রিশূল ডম্বুর শিঙ্গা গলে হাড় মালা॥ বৃষভ বাহন
ভালে অনল উজ্জ্বলা॥

ভূপতি আপনি যায় জামাই আনিতে। পাত্র মিত্র সভাসত চলিল পশ্চাতে॥ নৃপবর হবে এই বুঝি অনুভাবে। অশ্ব হৈতে তিলোত্তমা শীঘ্রগতি নাবে॥ ভূপতির চরণে করিল নমস্কার। প্রিয়বাক্যে রাজা সমাদর করে তার॥ জামাতা চলি আগে পশ্চাতে রাজন। বসিবারে দিল আনি দিব্য সিংহাসন॥ জামাতারে চিনিতে না পারে নৃপবরে। সন্দেহ ভাবিয়া তবে পরিচয় করে॥ হইল অনেক দিন মনে নাহি হয়। কি নাম তোমার বাপু দেহ পরিচয়॥ তিলোত্তমা বলে শুন পরিচয় করি। তৈলঙ্গ দেশের রাজা বিজয় কেশরী॥ কির্ত্তী যশে পরিপূর্ণ ধর্ম্মে বিচক্ষণ। তাহার নন্দন আমি কিশোরীমোহন॥ ইহার অধিক পরিচয় নাহি জানি চিত্ররেখা নামে নারী তোমার নন্দিনী॥ এত শুনি নৃপবর আনন্দ অপার। কিশোরীমোহন প্রতি কহে আর বার॥ অতি শিশু দেখিয়াছি বিবাহের কালে। তদবধি একবার

নাহিক আইলে ॥ অনেক দিবস হৈল চিনিতে না পারি। তোমার সহিত তেঞি পরিচয় করি ॥ এত দিন না আইলে কিসের কারণ। কহ দেখি শুনি বাপু তার বিবরণ ॥ লোক মুখে একবার সংবাদ না পাই। দুঃখিত অন্তর সদা নিদ্রা নাহি যাই ॥ সুপ্রভাত নিশি আজি বুঝি পোহাইল। তোমারে আনিয়া তেঞি বিধি মিলাইল ॥ বাটীর মঙ্গল বাপু কহ দেখি শুনি। কেমন আছেন তব জনক জননী ॥ কিশোরীমোহন ভূপে করে নিবেদন। বিবরণ বলি তবে শুন হে রাজন ॥ তীর্থ করিবারে মতি হইল কেমন। পিতা মাতা অগোচরে করেছি গমন ॥ ভাগীরথী স্নান করি কাশী দরশন। প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা অযোধ্যা গমন ॥ বৃন্দাবনে কিছু কাল করিলাম স্থিতি। বদরিকাশ্রমে যাইতে বড়ই দুর্গতি ॥ তার পর হরিদ্বার করি দরশন। পঞ্চম বৎসর তীর্থে করি হে ভ্রমণ ॥ দেশেতে যাইতে ইচ্ছা করেছি এখন। নাহি জানি পিতা মাতা আছেন কেমন ॥ অনেক দিবস হৈল নাহি আলাপন। আইলাম তোমারে করিতে দরশন ॥ রাজা বলে বুঝিলাম সকল কারণ। এখন কথায় আর নাহি প্রয়োজন ॥ ভাবনা হইল দূর সিদ্ধ অভিলাষ। বিশ্রাম করহ গিয়া রাখিয়া আয়াস। সতন্তর ঘরে লৈয়া বসায় তখন। খাদ্য দ্রব্য তাম্বুলাদি করায় ভক্ষণ ॥ অন্তঃপুরে সমাচার শুনি রাজরাণী। আনন্দের নাহি সীমা পড়ে জয়ধ্বনি ॥ জামতা আসিবে বলি ছিল যে মানন। দাঁড়া গুয়া পান রাণী দিল ততক্ষণ ॥ সুবচনী পুজার করিল আয়োজন। শীরণি আনিয়া পূজে সত্য নারায়ণ ॥ রাজা রাণী দুইজন হরষিত অতি। চিত্ররেখা শুনিলেক আসিয়াছে পতি ॥ ঈষদ হাসিয়া রামা অধোমুখে রয়। লাজে চন্দ্রকান্ত পানে নাহি আর চায়॥ হরিষে বিষাদ ধনী ভাবিছে তখন। শ্বশুর নন্দন পাছে হয় উচাটন ॥ মনেতে করিবে পতি আইল উহার। অতঃপর অনাদর করিবে আমার। উদাস্ত ভাবিয়া মনে দুঃখি যদি হয়। আমারি প্রা

নেতে তাহা কেমনেতে সয় ।। যখন ছিলাম একা বিরহেতে মরি। পতির লাগিয়া আমি দিবানিশি ঝুরি ।। তখন না আইল কেন রহিল ভুলিয়া। এখন এসেছে বুঝি সময় পাইয়া ।। শুন চিত্ররেখা গৌরীকান্ত বিরচন। সাধুকে তুষিয়া কও মধুর বচন ।।

ধুয়া। বিষাদিত প্রাণনাথ কহ কি কারণ। হাস পরিহাস নাহিক মুখে, মুদিত নয়ন মগন দুঃখে, কি দায় ঠেকেছ, কি মনে ভেবেছ, বুঝিতে না পারি কেন এখন ।।

একাবলী-ছন্দ ।। শুন শুন ওহে সাধুর নন্দন। বিরস বদন দেখি হে কেন ।। কি কারণে মুখে না সরে ভাষ। ঘন ঘন ছাড দীর্ঘনিশ্বাস ।। প্রাণ কেহ চাহে তা দিতে পারি। তোমার বিষাদ দেখিতে নারি ।। শুনিয়াছ মোরে আছাছে পতি তোমার তাহাতে আছে কি ক্ষতি। ফেলিয়া কাঞ্চন অঞ্চলে গিরে। দুগ্ধে অযতন যতন নীরে ।। আমার এমন নহে ব্যভার। নিতান্ত জানিবে আমি তোমার ।। ভিন্ন ভাব কিছু না করি জ্ঞান। আমি কলেবর তুমি হে প্রাণ ।। আইল রাজসুতা এসেনা কেন। যে জন যাহার আছে সে জন ।। কেমন সে পতি নাহিক দেখি। এখনি উদাস হইলে একি ।। অনুমতি যদি করিবে নাথ। আলাপন করি পতি সহিত ।। নতুবা মাসেতে ভর করিব। পতির নিকটে নাহি যাইব ।। সাধুর নন্দন কহে তখন। কেমনে কহিব হেন বচন ।। যার ধন সে কি ভেসে যাইবে। আমারে লইয়া তুমি থাকিবে ।। অসম্ভব কথা কহ যে ধনি। কোথায় এমন নাহিক শুনি ।। সুদিন এখন হৈল তোমার। পতিরে লইয়া সুখে বিহার ।। আমার তাহাতে বিরাগ নাই। দেখিব কেমন ঠাকুরজামাই ।। দুজনে যখন করিবে শয়ন। পদসেবা গিয়া করিব তখন ।। চিত্ররেখা কয় সাধুর নন্দন। কোথা থুয়ে প্রাণ কহ বচন ।। হৃদে বিষ মুখে মধু বর্ষণ। বুঝিলাম তুমি বড় সুজন ।। এমন সরল কবে

হৈয়াছ। পাষাণে হৃদয় বুঝি বেঁধেছ॥ এমন সুহৃদ না দেখি আর। বালাই লইয়া মরি তোমার॥ কান্ত বলে শুন রাজকুমারী। প্রফুল্ল বদন দেখি তোমারি॥ চিরদিন যত ছিল বিষাদ। ঘুচিবে সকল পুরিবে সাধ॥ দেশের মানুষ দেশে আইল। এখন যে যার সে তার হৈল॥ আইলে গোয়ালিনী কহিব তায়। মোরে যেন কালি লইয়া যায়॥ অনেক দিবস আছি বিদেশে। মনেতে করেছি যাইব দেশে॥ শুনি চিত্র-রেখা কহিছে হেসে। পুরুষের এত ঠাট কি আসে॥ ক্ষেমা কর ওহে সাধু কুমার। মিনি দোষে কত ভৎ'সিবে আর॥ শুন ওহে নাথ স্বরূপ কই। তোমা বিনে আমি অন্যের নই॥ তোমারে কি আর বুঝাব প্রাণ। পিরিতীর রীত সকলি জান॥ পরকীয়া রসে মগন মন। স্বকীয় জনেতে নহে তে-মন॥ তবে যে পতির কাছেতে যাওয়া। রোগীর যেমন ঔ-ষধ খাওয়া॥ না খাইলে নয় সকলে কয়॥ সেই রূপ পতি সহিত হয়॥ বুঝে কি বুঝনা ও গুণমণি। সাধ্য কি এনেছি তারে আপনি॥ অতিথের ন্যায় আইল সে জন। পুনর্ব্বার দেশে করিবে গমন॥ কেনহে উতলা হয়েছ এত। তাহাতে তোমার ক্ষতি কি নাথ॥ সে বেনে যাউক পারিব তারে। ভূপতি নন্দন আইলে পরে॥ সাবধান হয়ে থাকিতে হবে। সর্ব্বদা নিকটে নাহিক রবে॥ কি জানি যদ্যপি চিনে তো-মায়। হীতে বিপরীত যদি ঘটায়॥ মোহিনী সহিত আছে রমণী। এমন সময় আসিয়া রাণী॥ সহচরী গণে কহে ত-খন। জামাই আমার ডাকিয়া আন॥ রাণীর আদেশে সঙ্গিনীগণ। জামাই আনিতে যায় তখন॥ বলে শুন ওহে রাজনন্দন। অন্তঃপুরে আসি কর শয়ন॥ কিশোরীমোহন হরিষ মন। সহচরি সঙ্গে করে গমন॥ জামাতা দেখিয়া সভে কৌতুকী। রাণী মনে বড় হইল সুখী॥ যেমন সুন্দরী কন্যা আমার। উপযুক্ত দেখি রাজকুমার॥ সমাদর করি বসায় তায়। সখিগণ তবে নিকটে যায়॥ শুন দেখি ওহে

রাজনন্দন। তোমারে দেখি যে বড় কঠিন ।। নিদয় নিঠুর এত হে কেনে। রমণী বলে কি ছিল না মনে ।। এ নব যৌ- বনী যুবতী যার। উদ্দেশ সে জন না করে তার ।। কেমন বি- চার তোমার দেশে ।। বিভা করি পুনঃ নাহিক এসে ।। আর সখী কয় লম্পট জন। প্রেম বিলাইয়া ছিল মগন ।। সে প্রে- মের প্রেমি হয় যে জন। কুলবধূ মনে লাগিবে কেন ।। আর সখী কয় নৃপনন্দন। না আইলে কেন কহ কারণ ।। কিশো- রীমোহন কহে তখন। বিধির বিপাকে হৈল এমন ।। কি জানি কেমন হইল মন। করিলাম আমি তীর্থে গমন।। বাপ মায়ে নাহি আসি বলিয়া। পঞ্চম বৎসর ভ্রমি ফিরিয়া ।। মনেতে করেছি যাব দেশেতে। তোমা সবাকারে আসি দেখিতে ।। চিত্ররেখা পুনঃ নিষেধ করে। মোহিনী নাহিক এসে বাহিরে ।। সখী সঙ্গে যত রাজনন্দন। কহিতেছে কথা নাহিক মন ।। না দেখি মোহিনী কহে তখন। রাজনন্দি- নীর সখি কজন ।। নৃত্য গীত বাদ্য কে ভালো জানো। সু- ন্দরী কে আছে দেখিব আনো ।। রাজার কুমারী রসিকা কেমন। গান বাদ্যে সব বুঝিব এখন ।। গৌরীকান্ত ভণে রাজনন্দিনী। সখিরে সঙ্কেত করে তখনি ।।

রাজকুমারীর সখী সঙ্গে গান বাদ্য আরম্ভ।

ধুয়া। সব সখিগণ, লইয়া তখন, বসিলা রাজন- ন্দিনী। নাসায় বেসর, সুহাস্য অধর, ঝলকে যেন দামিনী ।।

ত্রিপদী। রাজারনন্দিনী, ইঙ্গিতে তখনি, সখিরে আদেশ করে। সব সখীগণে, যন্ত্র সুমিলনে, তোষনা রাজকুমারে ।। সখিগণ শুনি, কহে যে তখনি, বীণা বাদ্য নাহি জানি। রাজার কুমার, দেখিবে সুন্দর, ডাকিয়া আন মোহিনী। সর্ব্বগুণে গুণি, তোমার মোহিনী, একা নাহি তারে আঁটে। যত সখিগণ, নাহি রূপ গুণ, কেমনে ভুলাবে শঠে ।। চিত্র- রেখা শুনি, কহিছে তখনি, মোহিনী আনো হেথায় ।। সখির

সঙ্গেতে, মোহিনী রঙ্গেতে, বসিল আসি তথায় ॥ বচন না কয়, মউনেতে রয়, সলজ্জিতা অতিশয়। চন্দ্রের কিরণ, ঢাকিবেক কেন, মলিন কখন নয় ॥ কিশোরীমোহন, করে নিরীক্ষণ, চিনিল আপন পতি। যত দুঃখ ছিল, সব দূরে গেল, হরষিত হৈল অতি ॥ তবে সখিগণ, আরম্ভিল গান, যন্ত্রেতে মিলন করি। যেন বামাস্বরে, কোকিল কুহরে, জিনিয়া বুঝি কিন্নরী ॥ কিশোরীমোহন, মোহিত তখন, মোহিনীর বীণা গানে। পতির দুর্গতি, দেখিয়া যুবতী, ধারা বহে দুনয়নে ॥ ভালো যে মোহিনী, তোমারে বাখানি, বীণাতে অভ্যাস এ কি। এমন সুন্দরী, আমি নাহি হেরি, রূপে গুণে সম দেখি ॥ চিত্ররেখা কয়, রাজার তনয়, গানেতে মগন হৈল। বিভাস রাগিণী, গাওনা মোহিনী, রাজকুমারী কহিল নানা রাগ রঙ্গে, সখিগণ সঙ্গে, কিশোরীমোহন থাকে। কেমন মোহিনী, সেজেছে রমণী, বারে বারে তাহা দেখে ॥ কুচগিরি দেখি, হইল কৌতুকী, কিশোরীমোহন হাসে। সাধুর কুমার, এই যে ব্যাপার, করিল আসি প্রবাসে ॥ চিত্ররেখা তবে, মনে মনে ভাবে, এজন লম্পট প্রায়। তা নহিলে কেন, দেখি পুনঃ২, মোহিনীর পানে চায় ॥ আমি হই নারী, পরম সুন্দরী, কটাক্ষ নাহিক করে। স্বভাব যেমন, ত্যজিবেক কেন, পরনারী মনে ধরে ॥ তাহাতে এখন, নহে ক্ষতি জ্ঞান, মোহিনী কাছে থাকিতে। যাহা লয় মনে, করুক ও জনে, আমার কি ক্ষতি তাতে ॥ দেখিয়া ব্যভার, মনে হয় মোর, না করি উহার পিছে। চিরদিন বিধি, মোহিনীরে যদি, রাখয়ে আমার কাছে ॥ চিত্ররেখা মন, দেখি উচাটন, রাখে সখিগণ। কহিছে মোহিনী, গেল যে রজনী, দুজনে কর শয়ন ॥ ভাবিয়া নৈরাশ, ছাড়িয়া নিশ্বাস, মোহিনী উঠিয়া যায় ॥ চিত্ররেখা মন, ব্যাকুল তখন, আঁখি মেলি নাহি চায় ॥ কিশোরীমোহন, বুঝিয়া কারণ, দেখি হইল বিস্ময়। কদাচ কখন, এ প্রেম ভঞ্জন, সহজে হবার

নয় ।। মন বুঝিবারে, ডাকে রমণীরে, বচন নাহিক কয় । কপট মানিনী, হইয়া কামিনী, অধোমুখে ধনী রয় ।। কিশোরীমোহন, করিয়া যতন, অনেক সাধিলে তায় । বসনে আপন, ঢাকে চন্দ্রানন, অধিক মান জানায় ।। কান্দিয়া২, বলে বিনাইয়া, তুমি হে কেন এখানে । গৌরীকান্ত ভণে, বুঝি এই দিনে, রমণীরে পড়ে মনে ।।

চিত্ররেখা সহ কিশোরীমোহনের প্রথম
রজনী সহবাস ।

এখন হয়েছে মনে দুঃখিনী বলিয়া । কেমনে ছিলে হে নাথ নিদয় হইয়া ।।

কহিতে তোমার গুণ বিদরিছে বুক । বাসনা নাহিক হয় দেখাইতে মুখ ।। চিরদিন যত দুঃখ ছিল মোর মনে । স্মরণ হইল নাথ তব দরশনে ।। বুঝিতে না পারি হে তোমার ব্যবহার । বিবাহের পর পুনঃ দেখা নাহি আর ।। ফুলেবন্দি করি মাত্র রাখিলে এ জন । মদন করেতে বুঝি করি সমর্পণ ।। এ নব যৌবন মোর গেলহে বিফলে । দিবানিশি দহে তনু বিরহ অনলে ।। একাকিনী রমণীরে পাইয়া মদন । হানে বাণ নাহি ত্রাণ কি করি এখন ।। কলেবর জ্বর জ্বর ওষ্ঠাগত প্রাণ । উন্মাদিনী প্রায় যেন নাহি থাকে জ্ঞান ।। পতি বর্ত্তমানে যুবতীর দুঃখ এই । জাতি রক্ষা করিয়াছি আমি মেয়ে যেই ।। এই দুঃখে ব্যভিচারী হয়তো রমণী । না বুঝিয়া সভে তারে বলে কলঙ্কিনী ।। পতি গুণাগুণ তাহা কেহ নাহি গায় । ভ্রষ্টা বলি দুষ্ট লোক কলঙ্ক রটায় ।। আপনারে ধন্য মানি আছে ধর্ম্মভয় । অন্য নারী হইলে সে এত দুঃখ সয় ।। জাতি কুল সরমে করিত জলাঞ্জলি । পতির মুখেতে সে যে দিত চুণ কালি ।। করিতে না পারি তাহা তেমন যে নই । বিধবার মত মনে পীড়া দিয়া রই ।। সে সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন । তোমারে কি দিব দোষ কপাল আপন ।। ভাগ্যে বিধি মিলাইয়া দিলেক মোহিনী । এক ঠাঞি থাকি মোরা দুই বির-

হিণী ॥ দুজনার মনদুঃখ কই দুই জনে। কথায় কথায় ভাল আছি আনমনে ॥ কিশোরীমোহন বলে হাসিয়া২। মো-হিত হয়েছি আমি মোহিনী দেখিয়া ॥ দুই বিরহিণী পাছে কামাতুর হয়্যা। পুনরপি ভগীরথ ফেল জন্মাইয়া ॥ ঈষদ হাসিয়া তবে চিত্ররেখা কয়। পুরুষের রীত রমণীর কভু নয় সেমেনে যাউক শুন রাজার কুমারি। মোহিনী পাইলে কোথা এমন সুন্দরী ॥ কোন জাতি কোথা ঘর কাহার ন-ন্দিনী। সে সকল কথা মোরে বল দেখি শুনি ॥ চিত্ররেখা বলে নাথ করি নিবেদন। সংক্ষেপেতে কই তবে তার বিব-রণ ॥ দুগ্ধের যোগান দেয় পোপী গোয়ালিনী। তাহার না-তিনী এই দুঃখিনী মোহিনী ॥ পিতা মাতা নাহি পতি গেল তীর্থবাসে। থাকিতে না পায় স্থান আইল মোর পাশে ॥ সর্ব্বগুণে গুণী আমি দেখি মোহিনীরে। প্রাণের অধিক ভাব ভাবি যে উহারে ॥ কিশোরীমোহন বলে রাজার ন-ন্দিনী। আমার মনেতে বড় লেগেছে মোহিনী ॥ একবার তুমি যদি দেহ অনুমতি। মোহিনী সহিত তবে ভুঞ্জি আমি রতি ॥ পতির বচন শুনি রমণী রুষিল। কি কহিলা বলি ক্রোধে অনল হইল ॥ রাজার নন্দন হয়ে কেন হে অজ্ঞান। ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝ মান অপমান ॥ আপনার পরিচয় দেহ কি আপনি। তুমি যে লম্পট তাহা আমি ভাল জানি ॥ যার যেই স্বভাব না ছাড়ে কদাচিৎ। পরদারি ব্যক্তিকে ছুঁইতে অনুচিত ॥ আসিয়াছ নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ। দক্ষিণান্তি করিবে কি মোহিনী গমন ॥ কান্দিয়া কহিতে পোড়া মুখে আসে হাসি। ত্যজিয়া যুবতী কি প্রবৃত্তি হৈল দাসী ॥ ধিক২ তোমারে অধিক কি কহিব। মনের দুঃখেতে আমি পরাণ ত্যজিব ॥ এত বলি চিত্ররেখা মানেতে রহিল। বায়স আয়াস ছাড়ি ডাকিতে লাগিল ॥ নিশাকর অস্ত ভানু উদয় লক্ষণ। বাহির হইয়া গেল কিশোরীমোহন ॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে যত সখিগণ। চিত্ররেখা নিকটে করিল গমন ॥ প্রথম প-

তির সঙ্গে এই আলাপন। কহ দেখি কি হইল কথোপকথন কেমন রসিক বটে রাজার নন্দন। পরিহাস করি তারে কহিতে যখন॥ হাসিয়া হাসিয়া গিয়া মোহিনী বসিল। মোহিনীরে সমাচার সকলি কহিল॥ মোহিনী কহিল কেন চিন্তা কর ধনী। পরিহাস কিছুই না বুঝ বিনোদিনী॥ বড়ই চতুর সেই রাজার কুমার। নানা কথা কয়ে মন বুঝিবে তোমার॥ উত্তর করিবা তায় হয়ে সাবধান। অনুচিত তোমার করিতে অভিমান॥ বিফলে রজনী পোহাইলে মিছা দ্বন্দে। বিরচিল গৌরীকান্ত পয়ার প্রবন্ধে॥

চিত্ররেখার নিকটে গোপীর গমন।

ধুয়া। প্রেমের স্বভাব প্রিয়ে অতি নিরমল। তাহাতে উপজে সুখ সুজনে কেবল॥ মিলন হইলে ধনী শঠেতে সরল। প্রেমসিন্ধু মন্থনেতে উঠে হলাহল॥

মোহিনী কহিছে শুন রাজার কুমারি। তোমার নাহিক ক্ষতি যে ক্ষতি তাহারি॥ অনর্থক যামিনী গিয়াছে জাগরণে। স্নান পুজা করি চল শুই দুই জনে॥ চিত্ররেখা বলে তাহা বুঝেছি নাগর। তোমার অধিক আমি আছি হে কাতর॥ মোর বাঞ্ছা হয় আগে করিতে শয়ন। পশ্চাতে উঠিয়া স্নান করিব তখন॥ দিবসে তোমার আছি নিশিতে তাহার। দুজনার মন রাখা হইল আমার॥ এমন সময় তথা আইল গোয়ালিনী। নাজ্জামাই আসিয়াছে আইলাম শুনি॥ এতদিন তাহার উদ্দেশ নাহি ছিল। মোহিনীর পয়েতে ভাতার তোর এলো। নমস্কার সিদ্ধি মোর হইল এখন। পতি লয়ে সুখে কর রজনী যাপন॥ মোহিনী রাখিতে হেথা মনে নাহি ধরে। সুন্দরী দেখিয়া যদি বলাৎকার করে॥ হিতে বিপরীত তবে একে হবে আর। সব দিগে নষ্ট হবে ভ্রষ্ট ব্যবহার॥ সুবুদ্ধির মত কথা কহিলাম আগে। বুঝিয়া করহ কার্য্য যাহা মনে লাগে॥ চিত্ররেখা ভাবে ভাল বলে গোয়ালিনী। কিন্তু আমি ছাড়িতে না পারিব মোহি-

নী ॥ ইহাতে কপালে বিধি যা করে আমার। মোহিনীরে না করিব নয়নের পার ॥ এত যদি কহিলেক রাজার নন্দিনী। বিদায় হইয়া ঘরে যায় গোয়ালিনী ॥ কিশোরীমোহন স্নান ভোজন করিয়া। গোপনীয় স্থানে গিয়া রহিল শুইয়া। হেথা দুই জন স্নান ভোজন করিয়া। শয়ন করিল ধনী মোহিনী লইয়া ॥ গত রজনীর বাকি আদায় করিল। আগামি নিশির বকা বুঝিয়া লইল ॥ তুষ্ট হয়ে সুখে নিদ্রা যায় দুই জন। রজনী হইল তবু না পায় চেতন ॥ নিদ্রা ত্যজি চিত্ররেখা উঠিল তখন। হেন কালে তথায় আইল সখিগণ ॥ আভরণ কেহ আনিয়া যোগায়। চিকুর বান্ধিয়া কেহ সিন্দূর পরায় ॥ সুগন্ধি পুষ্পের মালা আনে ততক্ষণ। অগৌর চন্দন অঙ্গে করায় লেপন ॥ কোন সখী করিতেছে চামর ব্যজন। কোন সখী নয়নেতে পরায় অঞ্জন ॥ কেহ বলে ঠাকুরঝিরে কিবা শোভা পায়। ভুলিবে ভূপতি সুত দেখিয়া তোমায় ॥ কথায় কথায় নিশি দশদণ্ড যায়। জামাই আনিতে রাণী কহিল ত্বরায় ॥ সহচরি বলে শুন রাজার নন্দন। অন্তঃপুর মধ্যে আসি করহে শয়ন ॥ শুনি আনন্দিত মন কিশোরীমোহন। সহচরি সঙ্গে তবে করিল গমন ॥ চিত্ররেখা বসিয়াছে লয়ে সখিগণ। হেনকালে উপনীত কিশোরীমোহন ॥ সমাদরে করি সবে উঠিয়া দাঁড়ায়। আপন কাছেতে ধনী লইয়া বসায় ॥ দুই পূর্ণ শশি যেন একত্রে মিলন। দোঁহে দোহা হেরিয়া মোহিত দুই জন ॥ চিত্ররেখা ভাবে ভাল বিধির ঘটন। মোর উপযুক্ত পাত্র রাজার নন্দন ॥ মনে মনে ভাবিতেছে কিশোরীমোহন। কিরূপ একপ হেরি জুড়ায় নয়ন ॥ রমণী প্রশংসা করে রূপের ছটায়। পুরুষ দেখিলে হয় উন্মাদের প্রায়। কি কহিব সাধুসুতে দোষ দিই কি ভাবে। এমন সুন্দরী নারী ত্যজিতে কি পারে ॥ উভয়তো এই রূপ ভাবে দুই জনে। রচিয়া পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত ভণে ॥

কিশোরমোহন চিত্ররেখায় বাক্য ছল।

ধুয়া। কি লাগিয়া কহ ধনী হয়্যাছ মানিনী। ভ্রম-
রে বিরূপ ভাব ভাবে কি নলিনী॥ স্বামির কৌতু-
কের ছলে, রমণীরে কত বলে, সেই হেতু পোহা-
ইলে, বিফলে যামিনী॥

তবে সব সখী মেলি গান আরম্ভিল। মোহিনী সে দিন
আর নাহিক আইল॥ মোহিনীরে না দেখিয়া কিশোরী-
মোহন। রাজনন্দিনীর প্রতি কহিছে তখন॥ গান বাদ্য মনে
কিছু না লয় আমার। মোহিনী বিহনে দেখি সব অন্ধকার
রূপেগুণে সম হেন না হয় যুবতী। মোহিনীর বীণা গানে
তৃপ্তি হই অতি॥ চিত্ররেখা বলে নাথ যে রীত তোমার।
মোহিনী তোমার কাছে না আসিবে আর॥ পতিব্রতা ধর্ম্ম
রক্ষে করে যেই জন। লম্পট সহিত সে কি করে আলাপন
এইরূপ দুই জনে কথোপকথন। ভাব বুঝি সখিগণ করিল
গমন॥ কিশোরীমোহন রাজনন্দিনীরে কয়। না জানিএমন
তব কঠিন হৃদয়॥ আইনু তোমার কাছে হৈয়া হৃষ্টমতি।
এত দিনে নারী মোর হয়েছে যুবতী॥ তীর্থ পর্য্যটন করি
বেড়াইনু দুঃখে। রমণী নিকটে গিয়া থাকিব কৌতুকে॥
বিধি তা করিবে কেন ঘটালে প্রমাদ। আশাতে নৈরাশ
হৈল হরিষে বিষাদ॥ তোমার নাহিক দোষ কপাল আপন।
দুঃখের কপালে সুখ না হয় কখন॥ না বুঝিয়া কেন মান
কৈলা অকারণ। গত নিশি নিস্ফলা হইল জাগরণ॥ চিত্র-
রেখা বলে নাথ নিবেদন করি। আগেতে করিয়া মান শেষে
তবে মরি॥ আমার আব্দার কিয়া না করিবেরোষ। অবলা
অল্পমতি না লইবা দোষ॥ অপরাধী জনে কিছু না কহিবা
আর। হুজুরে হাজির আছি কর প্রতিকার॥ এত বলি চিত্র
রেখা সহাস্য বদন। পালঙ্ক পরেতে দোঁহে করিল শয়ন॥
কিশোরীমোহন তবে মনে মনে ভাবে। কি রূপে এখন মান
মিত রঙ্গে পাবে। কপটে তুষিতে রাজ কুমারীর মন। অ-

ধরে অধর চাপি করিল চুম্বন ॥ উচ্চ কুচ গিরি হেরি কর যুগে ধরে। রাজার নন্দিনী ধনি অনঙ্গে শীহরে ॥ আবেশে অবশ অঙ্গ গলিত বসন। কিশোরীমোহন তারে কহিছে তখন ॥ অধরচিহ্ন দেখি কুচে একি বিপরীত। উপপতি থাকি-বেক বুঝিনু নিশ্চিত ॥ অধরে দশন চিহ্ন কুচে নখাঘাত। এমন নিদয় সে তোমার প্রাণনাথ ॥ মোহিনী সহিত বুঝি করিয়া মন্ত্রণা। উপপতি লৈয়া রতি ভুঞ্জ দুই জনা ॥ ছিছি একি রমণীর ব্যভার এমন। খাসমা না হয় আর দেখাতে বদন ॥ বুঝিলাম এই হেতু গুরু জন কয়। যুবতী রমণী পিতৃ গৃহে রাখা নয় ॥ লম্পট বলিয়া মোরে কর উপহাস। এমন সতীত্ব তব হইল প্রকাশ ॥ কামাতুর হইলেনা থাকে ধর্ম্মভয় ভ্রষ্টা কুলবধূরে ছুইতে ঘৃণা হয় ॥ এইভয়সদাই মনেতে মোর ছিল। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচিল ॥

চিত্ররেখার কিশোরীমোহনের নিকটে মান।

ধুয়া। মিছা কেন বাক্যবাণ হান। সহিতে না পারি আর দগ্ধ হলো প্রাণ ॥ নাহি জানি ভাল মন্দ, অনর্থক কর দ্বন্দ, আনন্দে নিরানন্দ, সুখে দুঃখ আরো ॥

চিত্ররেখা বলে শুন রাজার কুমার। আগে নাহি জানি তুমি এমন অসার ॥ কি দেখিলে কি বুঝিলে কি দোষ আ-মার। আপনার মত দেখ জগত সংসার ॥ কুলটা লইয়া সদা যে জন বিহরে। কুলবধূ তাহার মর্ম্মেতে নাহি ধরে ॥ তুমি যে সুজন তাহা ভাল জানা আছে। শঠতা প্রকাশ কেন রমণীর কাছে ॥ ভ্রষ্টা বলে আমারে না দেখি হেন জন। আকাশে পাতিয়া ফাঁদ চন্দ্রের লক্ষণ ॥ অকলঙ্ক কুলে বুঝি কালি দিতে চাও। পতি হৈয়া যুবতীর কলঙ্ক রটাও ॥ ধিক ধিক রমণীর বৃথায় জীবন। গরল করিয়া পান উচিত ম-রণ ॥ উপপতি করিয়াছি বুঝিয়াছ সার। ভ্রষ্টারমণীর মুখ না দেখিও আর ॥ এতবলি চিত্ররেখা করয়ে রোদন। অভিমানে

পতিসনে ধনী কহে বচন ॥ ভাবে মনে যা কহিলে মিথ্যা কিছু নয়। বড়ই চতুর এই রাজার তনয় ॥ ভয়ে ভীত চিত্ত অঙ্গ কাঁপে থর২। মউনে রহিল ধনি মানে করি ভর ॥ কিশোরীমোহন তবে কহিতেছে তায়। যোষার নাহিক শক্র শুনেছি কথায় ॥ মনে মনে এই যুক্তি ভাবিয়াছ নাকি। বুঝিলাম কেবল আমারে দিতে ফাঁকি। কপটে যে নিদ্রা যায় না হয় চেতন। সেই রূপ তব মান না হবে ভঞ্জন ॥ তবে আমি এখানেতে বসিয়া কি করি। দৃষ্টি আগুণেতে আর কেন পুড়ে মরি ॥ পুর্ব্বদিগ প্রকাশিত প্রভাত যামিনী ॥ মান নিয়া থাক তুমি যাই বিনোদিনী ॥ কিশোরীমোহন তবে বাহিরেতে যায়। চিত্ররেখা ভাবে ভাল এড়াইনু দায় ॥ রাজকন্যা কহেন মোহিনীরে তখন। কহিলেক তাহারে সকল বিবরণ ॥ কি কহিব তোমারে শুনহে প্রাণনাথ। অধরে দশন চিহ্ন কুচে নখাঘাত ॥ মদনে মাতিয়া মত্ত না মানে বারণ। অবরুদ্ধ হইলাম সেই সে কারণ ॥ চতুর নাগর এই রাজার কুমার। হাতেনাতে ধরিলেক গুণেতে তোমার ॥ আমার হইল যে ভেকের মৃত্যুপ্রায়। আপনি ডাকিয়া সেই ভূজঙ্গে জাগায় ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে করিলাম মান। তবে সে তাহার স্থানে পাইলাম ত্রাণ ॥ এই রূপ দুই জনে করে আলাপন। বাহির মহলে গিয়া কিশোরীমোহন ॥ সঙ্গে সহচরি এসেছিল যেই জন। কহিলেক তাহার সকল বিবরণ ॥ শুনিয়া হইল তুষ্ট সহাস্য বদন। কিশোরীমোহন প্রতি কহিছে তখন ॥ ছদ্মবেশে আসিয়াছ করি প্রতারণ। যদ্যপি প্রকাশ পায় জানে কোন জন ॥ হিতে বিপরীত তবে ঘটিবে নিশ্চয়। বিলম্ব করিতে আর উপযুক্ত নয় ॥ কিশোরী মোহন শুনি কহিলেক তায়। আজ রজনীতে তার করিব উপায় ॥ এত বলি স্নান করি তদগত মতি। ষোড়শোপচারে রামা পুজে ভগবতী ॥ ধুপ দীপ নৈবেদ্যাদি বস্ত্র অভরণ। নানা জাতি পুষ্প আর অগোর চন্দন ॥ ষটচক্র ভেদকরে

মুদিত নয়ন। সহস্রারে মহামায়া করিয়া স্থাপন॥ করিল কালীর পূজা অচলা ভকতি। অষ্টোত্তর শতনামে স্তব ক’রে সতী॥ আদিরস বর্ণন রসিক অভিলাষে। রচনা পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত ভাষে॥

ভগবতীর অষ্টোত্তর শত নাম।

শিবে ভবানি ভবভামিনি। করুণাঙ্কুর করুণাময়ি কলুষনাশিনি॥

কালী কুলকুণ্ডলিনী, উমা ধূমা কাত্যায়নী, গিরিসুতা গণেশজননী। অভয়া জয়ন্তী জয়া, ছিন্নমস্তা মহামায়া, ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রাহি তারিণি॥ ১॥ অপর্ণা অম্বিকা তারা, ব্রহ্মময়ি পরাৎপরা, নিরাকারা শক্তি সনাতনী॥ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী, মহানন্দা শাকম্ভরী, রাজরাজেশ্বরী সিংহ বাহিনী॥ ২॥ কপালিনী কালরাত্রি, ক্ষেমঙ্করী বিশ্বধাত্রী, সাবিত্রী গায়ত্রী সুরেশানী॥ ষোড়শী মাতঙ্গী বামা, চণ্ডিকা চামুণ্ডা শ্যামা, হরমনোরমা কালরূপিণী॥ ৩॥ গিরিশগৃহিণী গৌরী, রুদ্রাণী জগদীশ্বরী, যোগমায়া যশোদানন্দিনী॥ ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী, মহাদেবী মাহেশ্বরী, খড়্গিনী শূলিনী ত্রিনয়নী॥ সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা, আনন্দময়ী বগলা, মুক্তকেশী মহিষমর্দ্দিনী॥ ভৈরবী ভূতভাবিনী, নিশুম্ভ শুম্ভ নাশিনী, কপালমালিনী কালকামিনী॥ ৫॥ বিশ্বময়ী বিশ্বেশ্বরী, কামাক্ষা কিরীটেশ্বরী, বর্গভীমা শিখরবাসিনী॥ সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যা, বৈষ্ণবী বিমলা আদ্যা, নারায়ণী সুরাসুরজননী॥ ৬ জগদম্বা যজ্ঞেশ্বরী, সুবচনী শুভঙ্করী, অন্নপূর্ণা শিবসীমন্তিনী॥ উগ্রচণ্ডা বিশ্বেশ্বরী, ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, দশভুজা ত্রিজগৎ পালিনী॥ ৭॥ শঙ্করী ভুবনেশ্বরী, দয়াময়ী দিগম্বরী, দাক্ষায়ণী দনুজদলনী॥ দুর্গা হৈমবতী সতী, বিশালাক্ষী কামবতী, গৌরীকান্তে অন্তে মোক্ষদায়িনী॥ ৮॥

তিলোত্তমার প্রতি পদ্মার উপদেশ।

ধুয়া। ভজ শিবশঙ্কর শিরোপরি গঙ্গে॥

তিলোত্তমা স্তুতি করে গদগদ মন। অনুকম্পা ভগবতী উলিল আসন।। পদ্মারে ডাকিয়া কন ঈষৎ হাসিয়া। আসন টলিল কেন কিসের লাগিয়া।। মুখে হৈতে খসে পান একি অমঙ্গল। ইহার কারণ মোরে শীঘ্রগতি বল।। কহিলেন পদ্মাবতী যোড় করি কর। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কিবা তব অগোচর।। কটাক্ষেতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী। অনুগ্রহে আমারে জিজ্ঞাস ঠাকুরাণী।। সুলোচনা নামেতে নৃত্যকী যেই জন। ব্রহ্মশাপে লৈয়াছিল তোমার স্মরণ।। এবে জন্ম লয় গন্ধবণিকের ঘরে। চন্দ্রকান্ত সদাগর বিভা তারে করে।। তব আজ্ঞা অনুসারে গুজরাটে গিয়া। কি রূপে আনিবে পতি না পায় ভাবিয়া।। সেই হেতু করিতেছে তোমার অর্চনা। উচিত করুণাময়ি করিতে করুণা।। ভকতবৎসলা দেবী দয়া উপজিল। তবেত তোমারে পদ্মা যাইতে হইল।। আমার সেবকী হৈয়া কি ভয় রাজারে। ইন্দ্রাদি দেবতা হলে কি করিতে পারে।। আজি রজনীতে ধনী অন্তঃপুরে গিয়া। বলাৎকার ছলে পতি আনিবে ধরিয়া।। এই উপদেশ পদ্মা কহ গিয়া তায়। স্বামী লৈয়া নিরুদ্বেগে নিজ দেশে যায়।। এত শুনি পদ্মাবতী দেবীর বচন। তিলোত্তমা নিকটেতে করেন গমন।। সঙ্গোপনে দৈববাণী কহিলেন গিয়া। চিন্তিত হৈয়াছ এত কহ কি লাগিয়া।। তোমা প্রতি ভগবতী সদয়া হইয়া। এই উপদেশ মোরে দিলেন কহিয়া।। আমার সেবকী হৈয়া ভয় করে কারে। ইন্দ্রাদি দেবতা তারে কি করিতে পারে।। আজি রজনীতে রামা অন্তঃপুরে গিয়া। বলাৎকার ছলেতে পতি আনিবে ধরিয়া।। মোহিনীরে ধরিয়া করিবে আলিঙ্গন। খসাইয়া ফেলিব গালার দুই স্তন।। প্রকাশ না পাইবে রাণীরে জানাইবে। মোহিনী ধরিয়া লয়ে বাহিরে আসিবে।। এত বলি অন্তর্ধান হৈলা পদ্মাবতী। উদ্দেশেতে তিলোত্তমা করিল প্রণতি।। দৈববাণী শুনি রামা আনন্দিত মন। দুঃখিত বৈষ্ণব দ্বিজে করে বিতরণ।। রাণা

খোঁড়া কুঁজা কালা অতুর দেখিয়া। তা সভারে দিল ধন দ্বিগুণ করিয়া॥ তুষ্ট হৈয়া ধন্য ধন্য করে সর্ব্বজন। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন॥

চিত্ররেখায় মোহিনীতে কথোপকথন।

ধুয়া। বম বম বম ববম ববম বম বম বম ভোলা।
ত্রিশূল ডম্বুর শিঙ্গা গলে হাড়মালা॥ বিভূতিভূষণ
ভালে অনল উজ্জ্বলা॥

দূতে ডাকি নৃপবর জিজ্ঞাসে তখন। কলরব শুনি এত কিসের কারণ॥ দুত কয় মহাশয় কর অবধান। ঠাকুরজামাতা দেখি বড় পুণ্যবান॥ দুঃখিত বৈষ্ণব দ্বিজ আদি যত ছিল। বিতরণে এক লক্ষ তঙ্কা ফুরাইল॥ সবে বলে ধন্যং রাজার জামাই। এমন উত্তম দাতা আর দেখি নাই॥ সেই হেতু কলরব হয়েছে নগরে। শুনিয়া ভূপতি অতি হরিষ অন্তরে॥ কিশোরীমোহনতবেভোজন করিয়া। গোপনীয়স্থানে গিয়া রহিল শুইয়া॥ হোথা দুইজন স্নান ভোজন করিয়া। শয়ন করিল ধনী মোহিনী লইয়া॥ নিয়মিত কর্ম্ম আগে করি সমাপন। রাজকন্যামোহিনীরে কহিছেতখন॥ আজি রজনীতে আইলে রাজার কুমার। বল দেখি কিরূপ করিব ব্যবহার॥ মোহিনী কহিছে তবে শুন চিত্ররেখা। প্রথম পতির সনে এই তব দেখা॥ অকৌশল মঙ্গল তোমারি কভু নয়। স্বামী রমণীর ধাতা জানিবে নিশ্চয়॥ রাগান্বিত হইয়া যদ্যপি লয়ে যায়। কি করিবে তখন রক্ষক কেবা তায়॥ পুরাতনফেলাইয়া নুতনপাইবে। মোহিনীরেঅনাথিনীকরিয়া যাইবে॥ বুঝে যাবে তার সনেসময় পাইয়া। মনে না করিবে আর মোহিনী বলিয়া॥ আমার বচন ধর কর অঙ্গীকার আজি রজনীতে আইলে রাজার কুমার॥ সমাদরে বসাইবে করিয়া যতন। বিনয়ে কহিবে সবে মধুবচন॥ লইবা সকল দোষ করিয়া স্বীকার। কদাচিৎ অভিমানী না হইবেক আর॥ যেরূপেতে পারিবে তুষিবে তার মন। এরজনী নিষ্ফল নহিবে

কদাচন ।। অবলা যে অল্পমতি সরল হৃদয়। বড়ই চতুর দেখি রাজার তনয় ।। জানিতে তোমার মন পাতে নানা ফাঁদ। বুঝিয়া কহিবে কথা না ঘটে প্রমাদ ।। চিত্ররেখা বলে নাথ কহিয়াছ সার। ইহা বই উপায় নাহিক দেখিআর সঙ্গেতে করিয়া মোরে লয়ে যায় যদি। সেই ভয়ে ভাবিত আছি হে নিরবধি ।। যদ্যপি রাখিয়া যায় লয় হেন মন। দিব যে কালীর পূজা করিনু মানন ।। এইরূপ দুইজনে ভাবিছে বিহিত। দিবস হইল গত নিশি উপনীত ।। হেনকালে নিকটে আইল সখীগণ। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন ।।

চিত্ররেখা কিশোরীমোহনের কথা।

ধুয়া। শঠের স্বভাব সখী না যায় কখন। না পাবে তাহার মন কর যদি প্রাণপন।। সকল জানিবে অতি মিলন কখন। মজিলে মজাবে শেষে সংশয় জীবন ।।

সময় বুঝিয়া রাণী হরষিত মনে। জামাই আনিতে কয় সহচরীগণে ।। আজ্ঞা মাত্র সহচরী করিল গমন। বলে রাজপুত্র আসি করহ শয়ন ।। কিশোরীমোহন শুনি চলিল ত্বরিত। রাজকন্যা নিকটে হইল উপনীত ।। পতিরে দেখিয়া ধনী উঠিয়া দাঁড়ায়। বহু সমাদর করি বসাইল তায় ।। সহচরীগণ করে চামর ব্যজন। অগুরু চন্দন অঙ্গে করায় লেপন ।। সুগন্ধি পুষ্পের মালা লইয়া তখন। এ উহার গলে দেয় কৌতুকে দুজন ।। সখীগণ সঙ্গেরঙ্গে কথায় কৌশল। চিত্ররেখা ভাবে শঠ হয়েছে সরল ।। রাজকন্যা পানে চায় কিশোরী মোহন। ঈষদ হাসিয়া ধনী মুদিল নয়ন ।। দুই বিভাবরী মিছা মানে পোহাইল। মনেতে ভাবিয়া ধনী লজ্জিত হইল রাজার নন্দিনী বলে শুন সখীগণ। অন্য অন্য কথায় নাহিক প্রয়োজন ।। দুইনিশি নিষ্ফলা হৈল জাগরণ। কহ রাজপুত্র আসি করুন শয়ন ।। কিশোরীমোহন তবে রমণীরে কয়। একে বলে আপন কখন পর নয় ।। অশেষ দোষের তুমি জানিয়া এক্ষনে। তথাচ দেখিয়া দুঃখ হয় মম মনে ।। এত গুণ

তোমার আগেতে নাহি জানি। সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা এখন বাখানি॥ যৌবন সময় ধনী তোমারে ছাড়িয়া। না বুঝিয়া তীর্থে আমি ফিরিনু ভ্রমিয়া॥ বিরহ অনলে তুমি হয়ে জ্বালাতন। কত দুঃখ পাইয়াছ বুঝিনু এখন॥ দ্বন্দ্ব করিয়াছি যত তোমার সহিত। সব মিথ্যা কেবল বুঝিতে তব রীত॥ সর্ব্বাংশেতে শ্রেষ্ঠ শুনি রাজা ভীমসেন। তাহার নন্দিনী তুমি না হইবে কেন॥ আমার যতেক দোষ মার্জ্জনা করিয়া প্রফুল্ল হইয়া কথা কহ দেখি প্রিয়া॥ শুনি তুষ্ট চিত্ররেখা পতির বচন। বিদগ্ধ হয় ধনী হরষিত মন॥ পতি প্রতি চা-হিয়া হাসিয়া রামা কয়। দাসীরে বিনয় এত কেন মহাশয়॥ পতি বিনে যুবতীর গতি নাহি আর। কারে বা কহিব নাম কে সহিবে ভার॥ রমণী তুষিয়া তবে কিশোরীমোহন। মোহিনীরে না দেখিয়া বিরস বদন॥ সখীগণে কহিলেক গান বাদ্য কর। মোহিনীর বীণা বাদ্য শুনিতে সুন্দর॥ চিত্ররেখা বলে মোহিনীরে তবে আন॥ কহ গিয়া রাজপুত্র হয়েছে সুজন॥ সখী গিয়া মোহিনীরে কহিছে তখন। বীণা লয়ে চল ডাকে রাজার নন্দন॥ চিরবিরহিণী হয়েছিলা দুই জনা। ঘুচাবে সে দুঃখ আজি পুরিবে কামনা॥ এত শুনি মোহিনীর কম্পিত হৃদয়। সখীর কথায় আর বাহি-র না হয়॥ মোহিনী মোহিনী বলি চিত্ররেখা ডাকে। ঘরে হৈতে তখন উত্তর করে তাকে॥ মোহিনী কেন কর ঠাকু-রাণি। তোমার স্বামীর গুণ ভালমতে জানি॥ পরের রমণী আমি কুলবধূ জন। পর পুরুষের কাছে যাব কি কারণ॥ নিকটে নাহিক পতি নাহি পিতা মাতা। বলাৎকার করে যদি কে হবে রক্ষিতা॥ এই যত সখিগণ দেখিবে কৌতুক। লোকতো ধর্ম্মতো নিন্দা হারাইব মুখ॥ যেভয়েতে লইয়াছি তোমার শরণ। রক্ষকে ভক্ষক হয় দেখি যে তেমন॥ উপায় ইহার আমি ভাবিয়াছি মনে। প্রভাতে আইলে আইও যাব তার সনে॥ যদবধি হেথা থাকে রাজার কুমার। তদবধি না

আসিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥ রাজারনন্দিনী শুনি পতি পানে চায়। কিশোরীমোহন হেসে গড়াগড়ি যায়॥ ভগবতী পদে মতি থাকে এই আশ। পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত দাস ॥

কিশোরীমোহন হইতে মোহিনীর নারীবেশ প্রকাশ।

ধুয়া। বুঝিতে না পারি সখী শ্যামের চরিত। পাছে বা ঘটায় কালা হিতে বিপরীত ॥ বাঁকা তনু বাঁকা মন জগতে বিদিত। অন্তর বাহির কাল জা-নিবে নিশ্চিত ॥

কিশোরীমোহন রাজনন্দিনীরে কয়। মোহিনীরে আন হেথা নাহি কিছু ভয় ॥ জানিয়া তোমার সখী করেছি কৌতুক। মোহিনী তাহাতে মনে পাইয়াছে দুঃখ ॥ যা হবার হইয়াছে না হইবে আর। কৌতুকে সর্ব্বদা থাকি স্বভাব আমার ॥ সে সকল দোষ মোরে মার্জ্জনা করিয়া। গান বাদ্য কর সবে প্রফুল্ল হইয়া ॥ এতশুনি চিত্ররেখা সুহাস্য বদন। মোহিনীর করে ধরি আনিলা তখন ॥ তারাগণ মধ্যে শশী উদয় যেমন। মোহিনী বসিল সখী মাঝেতে তেমন ॥ কিশোরীমোহন দেখি হরষিত মন। গানবাদ্য আরম্ভ করিল সখিগণ ॥ নানা রাগ রঙ্গে বীণা বাজায় মোহিনী। সখীর সুস্বর যেন কোকিলের ধ্বনি ॥ মধ্যে মধ্যে চিত্ররেখা তাল দেয় তায়। কিশোরীমোহন শুনি করে হায় হায় ॥ হাসিয়া২ রাজনন্দিনীরে কয়। এমন সুন্দরী আর রমণী না হয় ॥ কলেবর জর জর হইল অনঙ্গে। আলিঙ্গন বাঞ্ছা হয় মোহি-নীর সঙ্গে ॥ অঙ্গ আভা কিবা শোভা যেমন তড়িত। হেরি-য়া হরিল জ্ঞান চিত চমকিত ॥ চিত্ররেখা বলে নাথ করি নিবেদন। ছাড়িতে না পার চোর স্বভাব আপন ॥ শুনি-য়াছি লোকে কয় দেখি দেই দাঁড়া। কাশীতে দণ্ডীর যেন কমণ্ডলু নাড়া ॥ রাজার নন্দন হয়ে কেনহে এমন। পরের

রমণী দেখি লুব্ধ কিকারণ। লোভিতহইলে না থাকে জাতি কুল। লোভীতেঅপেয় পানে করি সমতুল ॥লোভিত জনের নাহি থাকে বিবেচনা। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু বলে সর্ব্বজনা॥ সহজে গোয়ালা জাতি তাহে সহচরী। কেমনে প্রবৃত্তি হয় ঘৃণায় যে মরি॥ লম্পট হইলে বুঝি নাহি থাকে লাজ। ক্ষান্ত হও ক্ষমাদেও ক্ষেপাপরা কাজ॥"চিত্ররেখা প্রতি কয় কিশোরীমোহন॥ অন্তরে বুঝিয়া দেখ আপন আপন॥ কামাতুর হইয়া যাহারে মনে ধরে। জাতি কুল বিচার তাহার কেবা করে॥ সবারে বুঝাও নীত না বুঝ আপনি। আশ্চর্য্য হইল যে তোমার কথা শুনি॥ বঞ্চিত করেছে মোরে হইবে বঞ্চিত। মোহিনী সহিত রতি ভুঞ্জিব নিশ্চিত॥ এতবলি শীঘ্রগতি কিশোরীমোহন। মোহিনীরে ধরিয়া দিলেক আলিঙ্গন॥ অধরে অধর চাপি স্তনে দিল পাক। মরি২ বলিয়া মোহিনী ছাড়ে ডাক॥ দুই জনে কাড়া কাড়ি করে জড়াজড়ি। ভয়েতে মোহিনী পড়িযায় গড়াগড়ি চাপিয়া বসিল তারে কিশোরীমোহন। উচ্চকুচ গিরি ধরি খসায় তখন॥ একি একি দেখি সখী কেমন হইল। মোহিনীর স্তন কেন খসিয়া পড়িল॥ পুরুষ লক্ষণ দেখি এ আর কেমন। ইহার বৃত্তান্ত মোরে বল সখীগণ॥ সখী বলে আমরা কিছুই নাহি জানি। কহিতে পারেন চিত্ররেখা ঠাকুরাণী॥ মোহিনী উঠিয়া তবে পালাইয়া যায়। কিশোরী মোহন ধরি রাখিলেক তায়॥ ধরিয়া মোহিনী বেশ নারী কর চুরি। আমার বুকেতে আসি হানিয়াছ ছুরি॥ মনেতে ভেবেছ বুঝি পলাইয়া যাবে। যে কর্ম্ম করেছে উপযুক্ত ফল পাবে॥ পরের রমণী প্রতি লোভ কি কারণ। সুন্দরী দেখিয়া বুঝি মজাইলে মন॥ পাপ কর্ম্ম চিরকাল ধর্ম্মে না ছাপায়। এখন ভাবিয়া দেখ কি আছে উপায়॥ শৃগাল হইয়া সিংহ সনে বাদ করি। ভেক হয়ে ভুজঙ্গ রমণী লও হরি॥ এ দুঃখ না সহে মোর দহিছে অন্তর। নারী সহ তোমারে

পাঠাব যমঘর ॥ পয়ার প্রবন্ধেকহে গৌরীকান্ত রায়। এখন সাধুর সুত না দেখি উপায় ॥

চিত্ররেখার অপমান।

ধুয়া। চতুর নাগর ভাল খেলিলে চাতুরী। চোরের উপরে পুনঃ করিলেক চুরি ॥

কিশোরীমোহন ক্রোধে লোহিত লোচন। প্রমাদ গণিছে মনে সাধুর নন্দন ॥ যাত্রাকালে তিলোত্তমা করিল বারণ। অন্য নারি সহিতে করিতে আলাপন ॥ না শুনিয়া তারবাক্য প্রমাদ ঘটিল। কিশোরীমোহন হাতে মরণ হইল ॥ ভয়ে ভীত চন্দ্রকান্ত ভ্রান্ত হলৈ মন। হতবুদ্ধি প্রায় মুখে না সরে বচন ॥ কাঁপিতেছে কলেবর চক্ষেবহে ধারা। বসিয়া রহিল সাধু যেন ভেকা পারা ॥ কাতর দেখিয়া পতি দয়া উপজিল সাধুরে তখন আর কিছু না কহিল ॥ মোহিনী পড়িল ধরা চিত্ররেখা ভাবে। সাহসেকরিয়া ভর কহিতেছে তবে ॥ শুন দেখি বলি ওহে রাজার নন্দন। বারে বারে করি মানা না শুন বারণ ॥ রাজার জামাই বলি অহঙ্কার কর। পরের র মণী গিয়া কেমনেতে ধর ॥ গুজরাটপতি রাজা ধর্ম্ম অবতার। পুত্রের দেখিলে দোষ দণ্ডকরে তাঁর ॥ একথা শুনিলে রাজা কোপেতে জ্বলিবে। জামাই বলিয়া উপরোধ না করিবে ॥ উপযুক্তফল পাবে হারাইবে মান। আমার লাগিয়া যদি পাও প্রাণ দান ॥ এসেছ জামাই তুমি তার মত রও। নহে মানমীত রাখি দেশে চলে যাও ॥ আমার আশ্রিত আছে নারী একজন। পুনঃ২ তারে কেন কর জ্বালাতন ॥ এতগুলি কহিতেছে কিশোরীমোহন। তোর সম ভ্রষ্টা নারী না দেখি কখন ॥ পুরুষ লইয়া তাহে সাজায়ে রমণী। অন্তঃপুরে রাখিয়াছ দিবস রজনী ॥ আমারে জানাও তুমি সাধ্যা পতিব্রতা। তবে মোর দুঃখ ঘুচে কাটি তোর মাথা ॥ পর

পতি লয়ে সতী না দেখি এমন। রাজকন্যা হৈয়া বেশ্যা হলি কি কারণ॥ পতি প্রতি কহিতেছে রাজার নন্দিনী। নিতান্ত বুঝেছ যদি পুরুষ মোহিনী॥ যে হয় আমার আছে ছাড়িতে নারিব। বরঞ্চ মনেতে করি তোমারে ত্যজিব॥ কিশোরী মোহন ক্রোধে হৈয়া জ্বালাতন। রাজনন্দিনীর প্রতি কহিছে তখন॥ হাতেনোতে ধরিয়াছি না মানো এখন। উলঙ্গ করিলে পলাইবে সখীগণ॥ ধিক তোরে কালামুখি দেখাস বদন। অন্য নারী হইলে সে ত্যজিত জীবন॥ তোর সম কলঙ্কিনী না দেখি কোথায়। কি কহিলি ব্যভিচারি ত্যজিবি আমায়॥ পতিরে ভুলায়ে রাখে আছে সেই ক্রোধ। রাজার কুমারী বলি নাহি উপরোধ॥ কেশেতে ধরিয়া তারে করে অপমান। সখীরা সকলে দেখি হারাইল জ্ঞান॥ প্রমাদ ঘটিল বলি সখী একজন। রাণীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ॥ কি কহিব ঠাকুরাণি সর্ব্বনাশ একি। মোহিনী রমণী নয় পুরুষ যে দেখি॥ চিনিয়া ধরিল তারে রাজার কুমার॥ ঠাকুর ঝীর অপমান কি কহিব আর॥ এত শুনি রাজরাণী উন্মত্তার বেশে। শীঘ্রগতি যায় রামা চিত্ররেখা পাশে॥ রাণীরে দেখিয়া তবে কিশোরীমোহন। মনেতে ভাবিছে ভাল হইল এখন॥ জামাই আসিতে বুঝি বিলম্ব দেখিলে। যুবতী কন্যার দুঃখ দেখিতে নারিলে॥ পুরুষেরে সাজাইয়া রমণী করেছ। নন্দিনীর নিকটেতে আনিয়া রেখেছ॥ সখীরে তখন রাণী জিজ্ঞাসা করিল। মোহিনী পুরুষ তাহা কেমনে জানিল॥ সখী বলে ঠাকুরাণী কিছুই না জানি। অসম্ভব কথা এই কখন না শুনি॥ গা-র গড়িয়া স্তন দিয়াছিল বুকে। যতনে কাঁচলি দিয়া রাখেছিল ঢাকে॥ রাজার তনয় তাহা কেমনে জানিল। কাঁচলি সহিত স্তন খসায়ে ফেলিল॥ সখীর শুনিয়া কথা অধোমুখী রাণী। প্রমাদ গণিল মনে শিরে কর হানি॥ গৌরব করিয়া দূর তনয়ারে বলে। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচিলে॥

রাণীর ভৎ'সনা।

ধুয়া। ছিছি কি লাজে মরি একি। পুরুষে সাজায়ে
নারী করেছিলি সখী ॥

আলো একি শুনি, ও ব্যভিচারিণি, মোহিনী পুরুষ নাকি জন্মিলি যখন, না মরিলি কেন, ধিক তোরে কালামুখি ॥ হেদেলো পাপিনি, কুলকলঙ্কিনি, আগে এত নাহি জানি ॥ বলিয়া নাতিনী,আনিলে মোহিনী, কুটনী সে গোয়ালিনী ॥ করিয়া যুকতি, আনি পরপতি, রাখিলী আপন পাশে। কি কর্ম্ম করিলি, মোর মাথা খেলি, দুকুল হাসালি শেষে ॥ কামাতুর হৈয়া, জ্ঞান হারাইয়া, লাজে জলাঞ্জলি দিলি ॥ রাজার কুমারী, রাজপুত্র নারী, হইয়া কুপথে গেলি ॥ কিনিবারে দড়ি, না মিলিল কড়ি, কেন না চাহিয়া নিলি। তা নহিলে কেন, বিষ করি পান, প্রাণ কেন না ত্যজিলি ॥ কলঙ্কিনীজনে, কি সাধ জীবনে, মরণ ভাল যে ছিল। অকলঙ্ক কুলে, কালি মোর দিলে, চিরদিনে খোঁটা হৈল ॥ কি কব বিধিরে, মোর কন্যা করে, দিলেক এপাপিনীরে। বেশ্যার ব্যাভার, দেখিয়া উহার,দহিতেছে কলেবরে ॥ সব সখীগণে, থেক সাবধানে, ভূপতি যেন না জানে। কন্যার কারণ, মোর অপমান, করিবে কত রাজনে ॥ মনে হবে তার, যুকতি আমার, মোহিনী আনিতে ঘরে। আমারে তখনি, বলিবে কুটনী, সরমেতে যায় মরে ॥ কিশোরীমোহন, মোর বাছাধন শুন বাপ তোরে কই। জননী যেমন,শাশুড়ী তেমন,ভিন্নভাব কিছু নই ॥ তোমার যুবতী, অতি অল্পমতি, না বুঝে কুকর্ম্ম করে। হৈয়া দয়াবান, রাখ যদি মান, ক্ষম অপরাধ তারে ॥ আপনার জাতি, রক্ষাকর যদি, রাগ কর সম্বরণ। করিলে প্রকাশ, জাতি কুল নাশ, অনাসে হবে তখন ॥ দৈবে কার নারী, হৈলে, ব্যভিচারি,ত্যজিতে না পারে তায়। করিয়া গোপন, রাখয়ে সে জন, পাছে তা প্রকাশ পায় ॥ তুমি

তো সুজন, রাজার নন্দন, কব কি সকলি জান।। দশদিক যায়, নষ্ট নাহি হয়, বুঝিয়া কর তেমন।। যা ইচ্ছা তোমার, মোহিনীরে কর, রাখ বা না রাখ প্রাণে। রজনী থাকিতে, রাখেন বাসাতে, রাজা পাছে ইহা জানে।। কিশোরীমোহন, কহিছে তখন, মায়ের সম শাশুড়ী। কহিবে যে কথা, না হবে অন্যথা, তব আজ্ঞা নাহি নাড়ি।। মোহিনী যেমন উচিত তেমন, ফল দিব আছে মনে। চিত্র-রেখা ভাল, সে যে বেঁচে গেল, কেবল তোমার গুণে।। মোহিনী লইয়া, আজি আমি গিয়া, বাহিরে এখন রব। নিশি পোহাইয়া, রাজারে কহিয়া, কালী আমি দেশে যাব।। পিতা মাতা মোর, আছেন কাতর, দরশন করি গিয়া। ফিরে পুনর্ব্বার, আসিয়া তোমার, কন্যারে যাব লইয়া।। তবে শাশুড়ীরে নমস্কার করে, মোহিনী লয়ে আইল। ভয়ে থর থর, কাঁপে কলেবর, মোহিনী কাতর হৈল।। আনিয়া বাহিরে, ধরি মোহিনীরে, মারি বেশ কাড়্যা লয়। পুরুষ যেমন, সাজায় তেমন, পুনঃ চন্দ্রকান্ত হয়।। চিত্ররেখা শুনে, কিশোমোহনে, মোহিনী লইয়া গেল। ব্যাকুল হইল, বুকে লাগে খিল, ধরণীতলে পড়িল।। বস্ত্র অভরণ, ত্যজিয়া তখন, উন্মত্তা হৈল ধনী। করে আত্মনাদ, কি দেখি প্রমাদ, কোথা প্রাণের মোহিনী।। আঁখির বাহিরে, না রাখি যাহারে, সে ধন হরিয়া নিলে। যে জন বিহনে, প্রবোধ না মানে, বুঝাব মনে কি বলে।। কি কব বিধিরে, এ গুণনিধিরে, দিয়া ফিরে লয়ে যায়। কি ছার জীবনে, না রাখিব প্রাণে, এ দুঃখ কহিব কায়।। আমার কারণ সাধুর নন্দন, বুঝি প্রাণ হারাইলে। ইচ্ছা করি গিয়া, আনি ছাড়াইয়া, যা থাকে মোর কপালে।। এতবলি ধনী, উঠিয়া তখনি মোহিনী আনিতে যায়। রাণীর আদেশে, সখীগণ এসে, ধরিয়া রাখিল তায়।। সখীগণে কয়, ছাড় লো আমায়, কেন কর ধরাধরি। মোহিনী যেখানে, যাইব সেখানে, তাহার বিহনে মরি।। অস্থির

রমণী, যেন পাগলিনী, মনেতে আগুণ জ্বলে। সুখের তরণী, ডুবিল ও ধনি, গৌরীকান্ত বিরচিলে ॥

চন্দ্রকান্তের খেদোক্তি এবং ধনক্ষয়।

ধুয়া। আমারে করিয়া দয়া রাখহে জীবন। আমি কাঁতর হইয়া তব ধরি যে চরণ ॥

কিশোরীমোহন তবে চন্দ্রকান্তে কয়। কোন জাতি কোথা ঘর দেহ পরিচয় ॥ চন্দ্রকান্ত বলে পরিচয়ে নাহি কায কুপুত্রেতে পিতৃ পিতামহ পায় লাজ ॥ কর্ম্ম অনুযায়ী ফল যাহা মনে লয়। হুজুরে হাজির আছি কর মহাশয় ॥ কিশোরীমোহন পুনঃ চন্দ্রকান্তে কয়। প্রকাশ নাহিক হবে দেহ পরিচয় ॥ চন্দ্রকান্ত বলে তবে অবধান কর। বীরভূম নিবাস শ্রীকান্ত সদাগর ॥ তাহার নন্দন আমি নাম চন্দ্রকান্ত। তোমার শরণাগত জানিবে নিতান্ত ॥ সাতডিঙ্গা সাজাইয়া পিতৃ আজ্ঞা ধরি। গুজরাটে এসেছি করিতে সদাগরি ॥ এত শুনি কহিতেছে কিশোরীমোহন। বুঝিলাম তোমার সকল বিবরণ ॥ সদাগরি করিতে এসেছো এই দেশে। চিত্ররেখা পাশে কেন রমণীর বেশে ॥ এমন কুবুদ্ধি বা দিলেক কোন জন। কিরূপেতে হইল এমন সংঘটন ॥ স্বরূপ কহিবা না করিবে প্রতারণ। মিথ্যা যদি বলতবে হারাবে জীবন ॥ এত শুনি চন্দ্রকান্ত কহিছে তখন। গোপী গোয়ালিনী দিলে করিয়া মিলন ॥ আপন নাতিনী বলে নারী সাজাইয়া। চিত্রেরেখা নিকটেতে রাখিলেক নিয়া ॥ না বুঝিয়া ভুলিলাম গোপীর কথায়। কৃষ্টদেব দুষ্টবুদ্ধি ঘটালে আমায় ॥ কিশোরীমোহন বলে সাধুর কুমার। ভ্রষ্টকথা শুনিতে নাহিক চাহি আর ॥ কামাতুর হইলে না থাকে মৃত্যুভয়। বিপরীত বুদ্ধি ঘটে আসন্ন সময় ॥ সুন্দরী দেখিয়া লোভে মজাইলে মন। বিদেশে বিপাকে পড়ে হারালে জীবন ॥ এখনি আমার হাতে হারাইবে প্রাণ। চিত্ররেখা কোথায় করুক এসে ত্রাণ॥ চন্দ্রকান্তবলেশুন রাজার নন্দন। বুদ্ধিরসাগরতুমিরড়ই

সুজন ।। না বুঝে কুকর্ম্ম আমি করেছি যেমন ।। প্রাণ ভয়ে লইলাম তোমার শরণ ।। এমন কুবুদ্ধি কেন ঘটিল আমার । সাধু হয়ে করিনু চোরের ব্যবহার ।। আপনার কথা কেন পরে আসি কবে ; যে কর্ম্ম করেছি মোর প্রাণ দণ্ড হবে ।। তবে যদি কর রক্ষা দেখিয়া ব্যাকুল । সদয় হইয়া মোরে হও অনুকূল ।। সাত ডিঙ্গা ধন আছে দিব যে তোমারে.। প্রাণ বাঁচাইয়া আমি যাইব দেশেরে ।। কিশোরীমোহন বলে ক-থায় কি হবে । মোর নামে সাত ডিঙ্গা লিখে দেও তবে ।। মহামহিম পাঠে লিখিয়া দিল পাঁতি। ধনের শোকেতে সাধু হয় দুঃখমতি ।। কিশোরীমোহন বলে খেদ কি কারণ । প্রা-ণের অধিক কিছু না হইবে ধন ।। অতঃপর সদাগর হইলে নির্ভয় । প্রাণে না বধিব আর কহিনু নিশ্চয় ।। তোমার দে-শেতে লয়ে তোমারে রাখিব । তার পর নিজ দেশে আপনি যাইব ।। অর্থের আমার বড় নাহি প্রয়োজন । যেমন বুঝিব শেষে করিব তেমন ।। যে জন আশ্রয় লয় হয় শত্রু প্রায় । আপনার প্রাণ দিয়া রক্ষা করি তায় ।। এত শুনি চন্দ্রকান্ত হরষিত মন । চরণে ধরিতে যায় সাধুর নন্দন ।। কিশোরী-মোহন বলে থাক এইখানে । বয়সেতে জ্যেষ্ঠ তুমি বুঝনাক মনে ।। অভব্য তোমারে দেখি সাধুর তনয় । বিপদে পড়িলে বুঝি বুদ্ধি লোপ হয় ।। রজনী প্রভাতা হৈল এমন সময় । কিশোরীমোহন তবে সদাগরে কয় ।। সাধুর নন্দন তুমি থা-কহ বসিয়া । রাজার নিকটে আসি বিদায় হইয়া ।। নিজের চাকর যত পদাতিক ছিল । সাধুর নিকটে সব রাখিয়া আ-ইল ।। ম্লানভাবে উপনীত ভুপতির পাশে । ভাষা গীত সু-ললিত গৌরীকান্ত ভাষে ।।

রাজার নিকট কিশোরীমোহনের বিদায় ।

ধুয়া । হে ভুপতি করি নিবেদন শুন হে ভুপ করি
নিবেদন । বিদায় করহ মোরে যাব নিকেতন ।।

প্রভাতে উঠিয়া তবে বসিল রাজন । হেনকালে উপনীত

কিশোরীমোহন ॥ ভূপতি কহিছে কেন রাজার নন্দন। বদন মলিন বাপু দেখি কি কারণ ॥ কিশোরীমোহন বলে করি নিবেদন। গত রজনীতে দেখি কুৎসিত স্বপন ॥ তদবধি ব্যাকুল হয়েছে মোর মন। নাহি জানি পিতা মাতা আছেন কেমন ॥ বিদায় হইব মোরে দেহ অনুমতি। বিলম্ব নাহিক সয় যাব শীঘ্রগতি ॥ এবার তোমার কন্যা রহিল হেথায়। পুনর্ব্বার আসিয়া লইয়া যাব তায় ॥ রাজা বলে তোমারে যে দেখি উচাটন। কেমনে থাকিতে বাপু বলিব এখন ॥ এত দিন বেড়াইলে তীর্থ দরশনে। সঙ্গেতে নাহিক ডিঙ্গা যাইবা কেমনে ॥ পাত্রে ডাকি নৃপবর করে অনুমতি ডিঙ্গা এক সাজাইয়া দেহ শীঘ্রগতি ॥ নানা জাতি খাদ্য দ্রব্য অর্থ কিছু দিবে। জামাতা যাবেন দেশে বিলম্ব নহিবে ॥ রাজার পাইয়া আজ্ঞা ডিঙ্গা সাজাইল। কিশোরীমোহন তবে বিদায় হইল ॥ ভূপতির চরণেতে প্রণাম করিয়া। যাত্রা করি বাহিরেতে বসিল আসিয়া ॥ ভাবে মনে কার্য্য সিদ্ধি হইল আমার। অতঃপর গোপীর করিব প্রতিকার ॥ স্ত্রী বধ কর্ত্তব্য নয় প্রাণে না মারিব। নাক কাণ কাটি কিম্বা মাথা মুড়াইব ॥ সেই সে কুটনী যত অনর্থের মূল। রক্ষা করিলেন কালী হয়ে অনুকূল ॥ দেখিব সে গোয়ালিনী সাধ আছে মনে। রচিয়া পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত ভণে ॥

গোপী গোয়ালিনীর মস্তক মুণ্ডন।

ধুয়া। চল মথুরায় সবে যাই ॥ দেখাইব কালা-
চাঁদে কহিলাম রাই ॥ কান্দিলে কি হবে আর, সে
গেল যমুনা পার, কঠিন হৃদয় তার, নিদয় কানাই ॥

পাত্রে ডাকি বলে তবে কিশোরীমোহন। গোপী গোয়ালিনী কোথা দেখিব কেমন ॥ কহিতে২ ক্রোধে হৈল কম্পমান। কেশে ধরি এখনি তাহারে গিয়া আন ॥ আজ্ঞা মাত্র তবে পাত্র হয়ে সশঙ্কিত। কোতোয়ালে পাঠাইয়া দিলেক ত্বরিত ॥ কোতোয়াল সঙ্গে কত ধায় রজঃপুত। গোপীরে

ধরিল গিয়া যেন যমদূত ।। কেহ মারে গুতাগাতা কেহ ধরে চুলে। হাতে মাথে লইলেক শূন্যমার্গে তুলে ।। কোতয়ালে পাড়ে গালি করে চিৎকার। কিছুই না জানি আমি দোহাই রাজার ।। কোতয়াল বলে রাঁড়ি চিন্তা কিছু নাই। দেখিবে তোমার রূপ ঠাকুর জামাই ।। মনেং ভাবে গোপী হইলাম খুন। মোহিনীর কপালে বা লেগেছে আগুণ ।। লণ্ড ভণ্ড করি তারে বান্ধি হাতে পায়। হুজুরে হাজির করি দিলেক তাহায় ।। গোপীরে দেখিয়া তবে কিশোরীমোহন। দ্বি-গুণ আগুণ কোপে কহিছে তখন ।। হয়ে রাঁড় ফের ষাঁড় রক্ষতা কে তার। গস্তানী মস্তানি বড় হয়েছে তোমার ।। পাইলে বিদেশী সাধু সম্পর্ক ঘটাও। তাহারে করিয়া নাতি তুমি আই হও ।। কারেবা মজাও ধনে কারে বধ প্রাণে। উপযুক্ত ফল তার পাবে মোর স্থানে ।। যার খাও তার ঘরে দেও গিয়া হানা। বাহির করিব তোর চাতুরালিপনা ।। প্র-বলা হয়েছ এত পায়ে কার বল। একগুণ দুগ্ধেতে দ্বিগুণ দেও জল ।। বিনয় করিয়া গোপী যত কথা কয়। কিশোরীমোহন তাহে ভুলিবার নয় ।। কোতয়ালে ডাকিয়া কহিছে বারেবার গোপীর মুড়াও মাথা সাক্ষাতে আমার ।। গর্দ্দভে চড়ায়ে কর নগরের পার। এমন কুকর্ম্ম যেন নাহি করে আর ।। আজ্ঞা মাত্র কোতওয়াল করে সেই রূপ। সকল বৃত্তান্ত শেষে শুনি-লেক ভূপ ।। ভাবে মনে নৃপবর থাকিবে কারণ। নতুবা স-হসা কেন করিবে এমন ।। এ কথা শুনিয়া রাণী তুষ্ট অতি-শয়। চিত্ররেখা নিকটেতে সখীগণ কয় ।। শুন ওগো ঠাকু-রঝি কর কি রোদন। গোপীর দুর্গতি যত কই বিবরণ ।। ম-স্তক মুণ্ডনকরি ঢালিয়াছে ঘোল। গর্দ্দভেতে চড়াইয়া বাজা-ইছে ঢোল ।। গাঁথিয়া ওড়ের মালা গলে দিয়া তার। শুনি লাম করিলেক নগরের পার ।। দোষে গুণে মাগি যে তো-মার দিগে ছিল। রাজপুত্র আসিয়া সকল ঘুচাইল ।। মাতিনী বলিয়া দয়া যেমন তাহার। তেমন সুহৃদ আর মেলা কিছু

ভাব ॥ শুনিয়া সখীর কথা না করে উত্তর। নয়নেতে অশ্রু তার বহে নিরন্তর ॥ বিদরিয়া যায় হিয়া লোটায় ধরণী। কি হইল কোথা গেল প্রাণের মোহিনী ॥ সান্ত্বনা করিছে তারে সখী এক জন। মোহিনী কি পাবে আর করিলে রোদন ॥ কেহবা আমরা হব গোপী গোয়ালিনী। অনেক পুরুষ আনি সাজাব মোহিনী ॥ তোমার নিকটে তারে রাখিব কৌতুকে। দিবানিশি দুজনে থাকিবে সুখে২ ॥ আর সখী বলে ছিল মোহিনী যেমন। রূপে গুণে গুণমণি না হবে তেমন ॥ এক সখী বলে ভাল করেছে চাতুরী। চোরের উপরে বিধি করিলেক চুরি ॥ আগে যদি ঘুণাক্ষরে জানিতাম মোরা। তবে নাকি তোমার মোহিনী পড়ে ধরা ॥ আমরা ছিলাম শত্রু মিত্র গোয়ালিনী। কোথায় রহিল গোপী কোথায় মোহিনী ॥ আর এক সখী তবে কথা কয় মিঠা। কাটা ঘায় কেন দেও লবণের ছিটা ॥ যার ব্যথা সেই জানে কি বুঝিবে পরে। মনেতে পড়িলে তারে পরাণ বিদরে ॥ দুর্ব্বার মন্মথ আর কে করিবে শান্ত। পয়ার প্রবন্ধে বিরচিল গৌরীকান্ত ॥

চন্দ্রকান্ত ও কিশোরীমোহনের স্বদেশ গমন।

ধুয়া। ওহে কানাইয়ে তরণী বাহিয়া কেন তরঙ্গে আনিলি হে। তুমি নবীন কাণ্ডারী হবে বুঝি অনুভাবে হে ॥

কিশোরীমোহন তবে হরষিত হৈয়া। চন্দ্রকান্ত নিকটেতে কহিছে হাসিয়া ॥ বিলম্বে কি ফল আর চল শীঘ্রগতি। কান্ত বলে অপেক্ষা তোমার অনুমতি ॥ পতিরে লইয়া সতী চলিল তখন। অশ্ব আরোহণে দোঁহে করিল গমন ॥ ডিঙ্গার নিকটে গিয়া উপনীত হয়। কিশোরীমোহন তবে সাধুসুতে কয় ॥ যত লোক এসে ছিল সঙ্গেতে তোমার। তল্লাস করিয়া বুঝে দেখ একবার ॥ যেখানে যে দ্রব্য আছে মনে যাহা হয়। সকল লইবা যেন কিছু নাহি

রয়॥ রাজদত্ত তরণীতে আমি একা রব। আট ডিঙ্গা একত্র করিয়া চল যাব॥ সাধুর কুমার তবে আনন্দিত হয়ে। আপনার তরণীতে বসিল চাপিয়ে॥ সহচরী লয়ে তবে সাধুর রমণী। রাজদত্ত তরণীতে রহিল আপনি॥ শুভ-ক্ষণে যাত্রা করে দুর্গা স্মঙরিয়া। কর্ণধার খোলে ডিঙ্গা ব-দোর বলিয়া॥ বাহ বাহ বলে তবে কিশোরীমোহন। কর্ণ-ধার সকলেতে শুন দিয়া মন॥ শীঘ্রগতি মোরে যদি দেশে লয়ে যাবে। তুষ্ট হবে শিরোপা অনেক সবে পাবে॥ এত শুনি কর্ণধার হরিষ অন্তরে। দিবস রজনী যায় বিশ্রাম না করে॥ কিশোরীমোহনে তবে সহচরী কয়। সাধুরে রা-খিতে একা অকর্ত্তব্য হয়॥ চিত্ররেখা শোকে তার দহিতেছে মন। অধিক বাড়িল শোক ধনের কারণ॥ ভাবিয়া২ তবে সাধুর নন্দন। উনমত্ত হবে কিম্বা ত্যজিবে জীবন॥ সহচরী বচনেতে রামা তুষ্ট হয়। যে কথা কহিলা তুমি অন্যথা এ নয়॥ কিন্তু তুমি আমি তার নায়ে না যাইব। সর্ব্বদা থা-কিলে কাছে প্রকাশ পাইব॥ সহচরী সঙ্গে যুক্তি করিলেক তবে। আমার নিজের লোক কাছে তারা রবে॥ জমাদ্দার প্রধান আছিল চারিজন। নিকটে ডাকিয়া বলে কিশোরী-মোহন॥ আমার আত্মীয় বড় সাধুর তনয়। রক্ষক হইয়া তার থাকিবে নিশ্চয়॥ হরিষ থাকিলে তারে কিছু না ক-হিবে। বিরস দেখিলে মোরে ডাকিয়া বলিবে॥ সাধুর ত-রিতে তরি করিয়া ভিড়ন। তুলিয়া দিলেক জমাদ্দার চারি জন॥ সাধুর নিকটে তারা থাকে সর্ব্বক্ষণ। চন্দ্রকান্ত বলে কিছু না বুঝি কারণ॥ কিশোরীমোহন এবে কর্ণধারে বলে। দুই ডিঙ্গা একত্র হইয়া যেন চলে॥ এইরূপ বাহিয়া চলিল কত দূরে। সাধুর তনয় চিত্ররেখা মনে করে॥ স্নান পূজা দূরে গেল ভাবিছে বসিয়ে। মস্তকেতে দিয়ে হাত অধোমুখ হয়ে॥ অবিরত বহে ধারা যুগল নয়নে। অস্থির হইয়া কান্দে সাধুর নন্দনে॥ রক্ষক আছিল যারা হৈল চমৎকার।

আচম্বিতে কাঁন্দে কেন সাধুর কুমার ॥ আপন মনিবে তবে সমাচার কয় । কান্দিয়া অস্থির সাধু দেখ মহাশয় ॥ শীঘ্র-গতি যায় তবে কিশোরীমোহন । সাধুর ডিঙ্গায় গিয়া উ-ঠিল তখন । চন্দ্রকান্ত বলে আইল রাজার নন্দন ॥ ভয়েতে ভাবনা দুর হইল তখন ॥ নয়নের নীর সাধু অম্বরে সম্বরি । সম্ভ্রমেতে দাঁড়াইল যোড় কর করি ॥ কি কারণে আপনি করিলা আগমন । আমারে যাইতে না কহিলা কি কারণ ॥ তোমার চাকর আমি খানেজাদ হই । হুকুম করিলে পরে ক্ষণেক না রই ॥ কিশোরীমোহন বলে সাধুর কুমার । কৌতুক দেখিতে আমি আইনু তোমার ॥ এত বেলা স্নান না করিলা কি কারণ । দুঃখের সাগরে দেখি হয়েছে মগন ॥ চিত্ররেখা যুবতীরে পড়িয়াছে মনে । রোদন করিহ সাধু তাহার কারণে ॥ যে রূপ লাবণ্য তার পাসরিতে নার । কান্দি কান্দি উঠে প্রাণ গুণেতে তাহার ॥ প্রেমে তদগদ হয়ে পরম আহ্লাদে । ধরিয়া মোহিনী বেশ ছিলে হে আ-মোদে ॥ এ সুখ সম্পদে বিধি বিবাদ সাধিল । কেন বা আমারে আনি মিলাইয়া দিল ॥ নিমিত্তের ভাগী আমি হইয়া কি ফল । চিত্ররেখা কাছে পুনঃ লয়ে যাই চল ॥ এমন পিরীতি আমি না দেখি কোথারে । তোমারে না দেখি রাজকুমারী বা মরে ॥ হইল কেমন ক্রোধ সম্বরিতে নারি । না বুঝে তোমারে আমি আনিয়াছি ধরি ॥ অন্য অন্য পাপের আছয়ে প্রতিকার ॥ পিরীতি বিচ্ছেদ পাপে নাহিক নিস্তার ॥ যত তীর্থ করিলাম পায়ে বহু কষ্ট । পিরীতি ভ-ঞ্জন পাপে সব হৈল নষ্ট ॥ অধর্ম্ম যাহাতে হয় করিতে না পারি । তোমারে দিলাম আমি চিত্ররেখা নারী ॥ সাধুর নন্দন আর কেন দুঃখী হও । রাজনন্দিনীর কাছে ফিরে তুমি যাও ॥ চন্দ্রকান্ত ইঙ্গিত বুঝিতে কিছু নারে । পুলকে পুর্ণিত অঙ্গ হরিষ অন্তরে ॥ বিনয় বচনে তোষে কিশোরী-মোহনে । এত গুণে গুণী নাহি দেখি কোন জনে ॥ দয়ার

ঠাকুর একি সরল হৃদয়। ধর্ম্মপরায়ণ অতি অধর্ম্মেতে ভয়॥ তোমার চরিত্র দেখি হইনু বিস্ময়॥ স্বর্গাগত লোক তুমি বুঝি মহাশয়॥ যেমন বংশেতে জন্ম দেখি যে তেমন। শরীর জুড়ায় শুনি মধুর বচন॥ পরদুঃখে দুঃখী হেন নাহি দেখি কারে। আপনার ক্ষতি কর পর উপকারে॥ এক মুখে প্রশংসা করিব কত আর। বালাই লইয়া আমি মরি হে তোমার॥ তুমি না মারিলে মোরে আপনার গুণে। চিত্ররেখা শোকে নাহি বাঁচিতাম প্রাণে॥ অনুকূল হয়ে যদি দিলে সেই নারী। এখন প্রাণেতে বুঝি বাঁচিতে বা পারি॥ কিশোরীমোহন বলে যার ভাল করি। নারী কোন ছার প্রাণ দিতে নাহি ডরি॥ আহ্লাদে সাধুর সুত গদ গদ প্রায়॥ আনন্দিত হৈল মন দুঃখ দূরে যায়॥ চন্দ্রকান্ত বলে শুন রাজার কুমার। বিক্রীত রহিনু আমি চরণে তোমার॥ দুঃখিত জনের দুঃখ দেখিতে নারিবে। চিত্ররেখা নিকটে পাঠায়ে মোরে দিবে॥ কিন্তু এক ভাবনা হইল মোর মনে। অন্তঃপুর মধ্যে আমি যাইব কেমনে॥ ছিলাম গোপনে ভাল হইয়া মোহিনী। প্রকাশ করিলা তাহা আসিয়া আপনি॥ কি উপায় করি তার উপদেশ কও। কিশোরীমোহন বলে ভাবি দেখি রও॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে বলে শুন সদাগর। ভীমসেন রাজা যেন যমের দোসর॥ ঘুনাক্ষরে যদি ইহা শুনিবে রাজনে। অবিলম্বে তোমারে সে বধিবে জীবনে॥ ঠেকিয়া শিখেছে রাণী হয়েছে চতুরী। এখন খাটিবে না তোমার ভারিভুরি॥ রমণীর লোভে ফিরে পুনর্ব্বার যাবে। জেনেশুনে বুঝি তবে প্রাণ হারাইবে। আমার বচন শুন, সাধুর নন্দন। উতলা হয়েছ কেন স্থির কর মন॥ এক যুক্তি আছে ভাল শুন সাধু তবে। সবদিগ রক্ষা হয়ে চিত্ররেখা পাবে। দুই জনে চল মোরা দেশেতে যাইব সেইখানে বসে চিত্ররেখারে, আনিব॥ তোমার নিকটে তারে করি সমর্পণ। তবে নিজ দেশে আমি করিব গমন॥

আমার বচন কভু অন্যথা না হবে। কথায় কহিলাম যাহা কাজেতে পাইবে॥ কিঞ্চিৎ হইলস্থির প্রবোধ বচনে। স্নান পূজা করে তবে সাধুর নন্দনে॥ আপনার নায়ে গিয়া কি-শোরীমোহন। বাহ২ বলি সবে কহিছে তখন॥ বিরচিত গৌরীকান্ত করিয়া পয়ার। চন্দ্রকান্ত বিবরণ পাঁচালীরসার॥

নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন।

ধুঁয়া। নবীন নীরদ বরণ কালা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপে মজালে অবলা॥

দিবস রজনী, বাহিছে তরণী, বিশ্রাম নাহিক তার। তবে কর্ণধার, আসি কত দূর, মন্দির দেখিতে পায়॥ কর্ণধার বলে, দেশেতে আইলে, হরিবোল সবে বল। আজি শুভ দিন, দেখনা কেমন, নীলাচলে ডিঙ্গা আলো॥ কিশোরী-মোহন, ডাকিয়া তখন, আনে সাধূর নন্দনে। একত্র হইল, দুজনে চলিল, জগবন্ধু দরশনে॥ দেখে চাঁদমুখ, দূরে গেল দুঃখ, হরষিত অতি হয়। লইয়া প্রসাদ, পরম আহ্লাদ, এ উহার মুখে দেয়॥ মন্দির তখন, করে প্রদক্ষিণ, ভ্রমে কত দেবালয়। মহাতীর্থ স্থান, দেখে দুই জন, হৈল ভক্তির উদয় কিশোরীমোহন, কহিছে তখন, শুন সাধুর কুমার। এই খানে বাস, কর এক মাস, বাসনা হয় আমার॥ সা-ধুর নন্দনে, বিনয় বচনে, বলে শুন মহারাজ। অনেক দি-বস, এসেছে প্রবাস, বিলম্বে নাহিক কাজ॥ কিশোরীমোহন দৈবে সেই দিন, ঋতুবতী ধনী হয়। মনেতে ভাবিছে, পতি কাছে আছে, কি করি এর উপায়॥ তীর্থ দরশন, করিয়া সে দিন, যাওয়া উপযুক্ত নয়। সপ্তাহ এখানে, সাধুর নন্দনে থাকিতে হৈল তোমায়॥ যে আজ্ঞা তোমার, বলে অঙ্গী-কার, করে চন্দ্রকান্ত রায়। দিব্য বাসা ঘর, হৈল দুজনার, বাসায় তখন যায়॥ স্বতন্তরা ধনী, থাকিল আপনি, সহচরী সঙ্গে রয়। গেল তিন দিন, করে ঋতু স্নান, কামের উদয় হয়॥ রমণীর বেশ, করিতে প্রকাশ, এখন নহে উচিত। ঋতু

রক্ষা হবে, যে রূপ হইবে, করিব তার বিহিত ।। সন্ধ্যার সময়ে, সাধুর তনয়ে, ডাকিয়া তখন আনে। এস সদাগর, বলে সমাদর, অধিক করে সে দিনে ।। মধুর বচনে, তুষিল সে দিনে, চন্দ্রকান্ত তুষ্ট হয়। সাধুরনন্দন, শুন বিবরণ, কিশোরী-মোহন কয় ।। দৈবেতে আমার, মিলেছে শীকার, কহিব তা আর কায়। তাহার কারণ, আমি সে এখন, ডাকিলাম হে তোমায় ।। এলো কোথা হৈতে, কাহার দুহিতে, জগন্নাথ দরশনে। রাজার কুমারী, পরম সুন্দরী, দেখিলাম সেই জনে ।। সহচরী দিয়া, আমারে ডাকিয়া, লইয়া সে ধনী গেল বচন মধুর, শুনিয়া তাহার, প্রাণ মোর যুড়াইল ।। কহিল সে ধনী, আসিবে এখনি, একাকী মোর বাসায়। তোমার কারণ, না করি বারণ; আসিতে কহিনু তায় ।। চন্দ্রকান্ত কয় শুন মহাশয়, মহাতীর্থ এই স্থানে। দুস্কৃত এ কর্ম্ম, হইবে অধর্ম্ম, করিব আমি কেমনে ।। হাসিয়া তখন, কিশোরীমোহন কহিছে সাধুর প্রতি। না জানি এখন, হৈয়াছ এমন, পুণ্যবান তুমি অতি ।। আপনি যে জন, যাচেহে রমণ, বৈমুখ করিলে তারে। নাহি জান ধর্ম্ম, দ্বিগুণ অধর্ম্ম, হয় ধর্ম্মের বিচারে ।। যত পাপ হয়, লাগিবে আমায়, তোমার নাহি সে দায়। ভাগ্য করি মান, যদি হে সে জন, তোমার কাছেতে যায় ।। আইলে হেথায়, তোমার বাসায়, পাঠাইয়া দিব তায়। কোন মতে যেন, তার অপমান, কদাচ নাহিক হয় ।। হইয়া সম্মত, তবে সাধুসুত, বিদায় তবে হইল। কিশোরীমোহন, হইয়া গোপন, রমণী বেশ ধরিল ।। পরম সুন্দরী, যেন বিদ্যাধরী, কব কি রূপের শোভা। বর্ণিতে কি জানি, তিলোত্তমা ধনী, বিদ্যুতের প্রায় আভা ।। সহচরী প্রতি, করিছে আরতি, থাক খেজমতগার। রমণীর বেশে, যাব সাধু পাশে, সঙ্গেতে চল আমার ।। কি কব এখন, সব তুমি জান বুঝিয়া কহিবে তায়। গজেন্দ্রগামিনী, তিলোত্তমা ধনী, পতির কাছেতে যায়। খেজমতগারে, কহিছে সাধুরে, সেই

রমণী আসিছে। রাজার কুমার, সওগাদ তোমার, নিক-টেতে পাঠায়েছে॥ সাধুর নন্দন, দেখিয়া তখন,হরষিত হৈল অতি। চিত্ররেখা যেন,তাহার সমান, দেখি যে এই যুবতী॥ করেতে ধরিয়া, রমণী লইয়া, বসাইল সাধু কোলে। লাজ বড় হয়, শুন মহাশয়,তিলোত্তমা তারে বলে॥ কুকর্ম্ম এমন, না করি কখন, হই রাজার কুমারী। প্রদীপ এখন, করহে নির্ব্বাণ, শরমেতে আমি মরি॥ অভিপ্রায় তার, বুঝে সদা-গর, তিমির করিল ঘর। তবে দুই জন, করিল শয়ন, সরো-জিনী মধুকর॥ চিরদিনান্তরে, পাইয়া পতিরে, দহিছে তনু অনঙ্গে। মত্ত রতি রসে, মনের মানসে, বিহরে সাধুর সঙ্গে॥ ঋতু রক্ষা করি, তিলোত্তমা নারী, ভাবিতেছে মনে মনে। যদি গর্ভ হয়, কি কবে আমার, তখন যদি না মানে হাসিয়ে২ কত কথা কয়ে, সদাগরে ভুলাইল। করিয়া চা-তুরী, একটী অঙ্গুরী, খসাইয়া তার নিল॥ যামিনী পো-হায়, বিলম্ব না সয়, আসি সাধুর তনয়। যে কাল থাকিবে, দেখিতে পাইবে, এখন হই বিদায়॥ স্বকার্য্য সাধন, করিয়া তখন, তিলোত্তমা তবে যায়। নারীর ভূষণ,তেয়াগিয়া পুনঃ, কিশোরীমোহন হয়॥ উঠিয়া প্রভাতে, আইল সাধুসুতে, কিশোরীমোহন বলে। কহ বিবরণ, সাধুর নন্দন, কেম-নেতে কালি ছিলে॥ চন্দ্রকান্ত কয়, শুন মহাশয়, তুমি থা-কিলে সদয়। কখন সে জনে, দুঃখ নাহি জানে, সদত সু-খেতে রয়॥ হাস্য কৌতুকেতে, রমণী সহিতে, রজনী বঞ্চন করি। মনের যে দুঃখ, নিবৃত্তি অনেক, করিলেক এই নারী॥ যে গুণ তোমার, রাজার কুমার, সাক্ষাতে কহিব কত। মোরে বিনিমূলে, কিনিয়া রাখিলে, এই জনমের মত॥ কিশোরীমোহন, কহিছে তখন, চল সাধুর তনয়॥ বিলম্বে এখন, নাহি প্রয়োজন, কর্ণধার নাহি রয়॥ কহে সদাগর,আমিতো তোমার,হুজুরে হাজির রই। যা বল যখন, করিব তখন, আজ্ঞার বাহির নই॥ দুইজনে তবে, জগন্নাথ

দেবে, দরশন করে গিয়া। প্রণাম করিয়া, বিদায় হইয়া, আইল প্রসাদ নিয়া ॥ নায়েতে দুজন, বসিল তখন, কর্ণধারে ডিঙ্গা খোলে ॥ শ্রীগুরু চরণ, করিয়া বন্দন, গৌরীকান্ত বিরচিলে ॥

চন্দ্রকান্তের প্রতি কিশোরীমোহনের আট
ডিঙ্গা ধন দান।

ধূয়া। ভাবিছে তখন সাধু মউনেতে মনে। লাভে মূলে হারাইলাম গিয়া পাটনে ॥

নিদ্রাগত জন যেন পাইল চেতন। চন্দ্রকান্ত ঘুচে ভ্রান্ত ভাবিছে তখন ॥ পিতা মাতা বলি তবে হইল স্মরণ। নাহি জানি কেমনেতে আছেন দুই জন ॥ ছমাস করারেতে বাণিজ্যেতে আসি। কেমনে ছিলাম আমি নিশ্চিন্তেতে বসি ॥ বিলম্ব দেখিয়া বুঝি মোর পিতা মাতা। ব্যাকুল হইয়া দুঃখ ভাবিছে সর্ব্বথা ॥ প্রাণের অধিক তিলোত্তমা নারী মোর। বিলম্ব দেখিয়া ধনী হয়েছে কাতর ॥ আছে কি না আছে প্রাণে বুঝিতে না পারি। সবদিগ বিধাতা করিল দাগাদারী ॥ বাণিজ্যে আসিয়া আমি হারাইনু মূলে। পিতার কাছেতে মুখ দেখাব কি বলে ॥ নবগ্রহ বিগুণ হইয়া নয় জন। চিত্ররেখা সহ নিয়া করিল মিলন ॥ প্রাণ বধিবেক মোর বাঞ্ছা এই ছিল। পুনরপি কোন গ্রহ সদয় হইল ॥ সেই হেতু না মারিল রহিল জীবন। বিনাশ করিল মোরে ছিল যত ধন ॥ না বুঝে কুকর্ম্ম আমি করেছি যেমন। ভাল ছিল যদি মোর হইত মরণ ॥ ঘরে হৈতে আনি সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া। বাণিজ্য করিয়া যাব দ্বিগুণ লইয়া ॥ আপনার গুণেতে আসল হারাইয়া। এখন দেশেতে যাব কি বোল বলিয়া ॥ হয়ে অধোমুখ দুঃখ ভাবিছে তখন। জমাদার বলে বুঝি করিছে রোদন ॥ রাজার নন্দনে তবে দিব যে কহিয়া। নতুবা থাকহ সাধু হরিষ হইয়া ॥ ভয়েতে মৈত্রতা রাখে সাধুর তনয়। জমাদার সহিত হাসিয়া কথা কয় ॥ প্রকাশ না করে

কিছু দুঃখিত অন্তরে। কি জানি কি বলিবেক রাজার কুমারে॥ বাহ বাহ বলিয়া ডাকিছে কর্ণধার। দেখিতেং ছাড়াইল রত্নাকর॥ হিজুলির গাঙ্গে ডিঙ্গা হৈল উপনীত। দেশেতে আইল বলে সবে আনন্দিত॥ কিশোরীমোহন বলে শুন কর্ণধার। বীরভূম যাইতে কদিন হবে আর॥ কর্ণধার বলে শুন রাজার তনয়। দ্বাদশ দিনের পথ অনুভাব হয়॥ আয়াস ত্যজিয়া মোরা যদি মনে করি। ছয় দিনে তোমারে লইয়া যাইতে পারি॥ এত শুনি কহিলেক কিশোরীমোহন। তুষ্ট হবে পুরস্কার করিব এমন॥ হরিষেতে কর্ণধার ডিঙ্গা চালাইল। চতুর্থ দিবসে শান্তিপুর ছাড়াইল॥ পাচ দিনে অজয় প্রবেশ ডিঙ্গা করে। কিশোরীমোহন ডাকে সাধুর কুমারে॥ আজ্ঞা মাত্র উপনীত সাধুর তনয়। কিশোরীমোহন চন্দ্রকান্ত প্রতি কয়॥ সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে গিয়াছিলে। আপনার গুণে সাত ডিঙ্গা হারাইলে॥ এখন উপায় সাধু ভাব দেখি মনে। পিতার কাছেতে মুখ দেখাবে কেমনে॥ চন্দ্রকান্ত বলে আমি লয়েছি আশ্রয়। বুঝিয়া কহিবে মোরে উপায় যে হয়॥ একবার প্রাণ রক্ষা করিলে আমার। শরম রাখিতে পুনঃ সে ভার তোমার॥ হাসিয়া কহিছে তবে কিশোরীমোহন। চিত্ররেখা নারী আর সাত ডিঙ্গা ধন॥ এই যে দুয়ের আমি হই অধিকারী। যদি এক চাহ তাহা দিতে আমি পারি॥ চন্দ্রকান্ত বলে আমি করি নিবেদন। চিত্ররেখা নারী মোর নাহি প্রয়োজন॥ যদি মোর সাত ডিঙ্গা দেহ ফিরাইয়া। ঘরেতে যাইব তবে আনন্দিত হৈয়া॥ তা নহিলে দেশে আর যাইতে নারিব। উদাসীন হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করিব॥ কিশোরীমোহন বলে সাধুর কুমারে। সাত ডিঙ্গা ধন আমি দিলাম তোমারে॥ রাজদত্ত তরণী আছয়ে একখান। সে ডিঙ্গা তোমারে আমি করিনু প্রদান॥ আট ডিঙ্গা লয়ে তুমি দেশে যাও চলে। খেদ না করিও আর চিত্ররেখা বলে॥ হরষিত

হৈল অতি সাধুর নন্দন। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন॥

ধুয়া॥ যদি একবার তারো গো তারা দেখি অভাজন। বার বার আর ভার দিবনা কখন॥

কিশোরী মোহন বলে সাধুর নন্দনে। শিরোপা করহ কর্ণধার কয় জনে॥ যত লোক সঙ্গে আছে তোমার আমার। সকলেরে কিছু কিছু কর পুরস্কার॥ বাটীর নিকটে আইলে যোজনেক আছে। কি কারণে যাবহে তোমার পাছে পাছে দেশেতে আইলা তুমি শুন সদাগর। আমি নিজ দেশে তবে যাই অতঃপর॥ এতবলি সহচরী সঙ্গেতে লইল। দুইজনে দুই অশ্ব আরোহণ কৈল॥ যোড় কর করি কহে চন্দ্রকান্ত রায়। ক্রোধিত হইয়া বুঝি যাও মহাশয়॥ দয়া করি যদি মোর সাত ডিঙ্গা দিলে। রাজদত্ত ডিঙ্গা তুমি কেন না লইলে॥ কেমনে যাইবে দেশে চড়িয়া তুরঙ্গে। পদাতিক অনেক যে না লইলে সঙ্গে॥ দিবাকর অস্ত যায় এমন সময়। এখন যাইতে উপযুক্ত নাহি হয়॥ কিশোরীমোহন বলে সাধুর নন্দন। তুষ্ট হৈয়া তোমারে দিয়াছি সব ধন॥ এই দুই জনে সব তীর্থ করে আসি। সুখ দুঃখ কিছু মোরা মনে নাহি বাসি॥ দিবস রজনী চলি নাহি করি ভয়। ভাবনা কি আছে কালী করিবেন জয়॥ নিশ্চিন্ত হইয়া সাধু তুমি যাও ঘরে। বিদায় হইয়া আমি যাই হে দেশেরে॥ মৌখিক নিষেধ করে চন্দ্রকান্ত রায়। হৃদয়েতে ভাবে শীঘ্র গেলে ভাল হয়॥ মোহিনী বেশের সেই বস্ত্র অভরণ। গোপনে রাখিয়াছিল করিয়া যতন॥ সঙ্গেতে লইল তাহা কৌতুক করিয়া। ঘরেতে চলিল রামা হরষিত হৈয়া॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি নিদ্রিত সকলে। তিলোত্তমা অশ্বনিয়া রাখে অশ্বশালে॥ যে পথে আসিয়াছে গেল সেই পথে। প্রবেশ করিল গিয়া আপন গৃহেতে। তিলোত্তমা কহিতেছে শুন সহচরী। দুই জনে কার্য্য সিদ্ধি আইলাম করি॥ গৃহকর্ম্মে মন তুমি দেহ

এখন। ত্বরিত আনহ দিব্য বস্ত্র অভরণ ॥ ত্যজিয়া পুরুষ বেশ নারী বেশ ধর। শীঘ্রগতি গৃহ সব পরিষ্কার কর ॥ প্রভাত সময় রামা বসিয়া আপনি। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া করে জয়ধ্বনি ॥ সহচরী সমাচার সাধুরে কহিল। এত দিন পরে আজি ব্রত সাঙ্গ হৈল ॥ শুনিয়া সাধুর হৈল আনন্দিত মন। তিলোত্তমা আলয়েতে চলিল তখন ॥ তিলোত্তমা দেখিলেক শ্বশুর আইল। গলে বস্ত্র দিয়া রামা প্রণাম হইল ॥ সহচরী দিয়া তবে কহিতে লাগিল। এত দিনে ব্রত মোর সমাপন হৈল ॥ অকস্মাৎ আমি এই দৈববাণী শুনি। তিলোত্তমা পতি তোর আসিবে এখনি ॥ দেবতার কথা কভু মিথ্যা নাহি হয়। অবশ্য আসিবে আজি তোমার তনয় ॥ সদাগর বলে মাগো কি কথা কহিলে। মৃত্যু কলেবরে পুনঃ প্রাণদান দিলে ॥ চন্দ্রকান্ত জননী আসিয়া হেনকালে। হরষিত হইয়া বধূরে করে কোলে ॥ কি কথা কহিলে মাগো কহ দেখি ফিরে। চন্দ্রকান্ত আমার আসিবে নাহি ঘরে ॥ এমন সুদিন কবে আমার হইবে। বাছা কি আসিয়া মোরে মা বলে ডাকিবে। পুত্রের কারণ কান্দি হইল অস্থির। তিলোত্তমা মুছাইছে নয়নের নীর ॥ আনিয়া শীতল বারি ধোয়ায় বদন। প্রবোধ বচনে ধনী বুঝায় তখন ॥ আমার ব্রতের ফল মিথ্যা নাহি হয়। এখনি আসিবে ঘরে তোমার তনয় ॥ বধুর বচন তবে করিয়া গ্রহণ। বিবাদে হইল রামা আনন্দিত মন ॥ রচিয়া পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত কয়। হেনকালে ঘাটেতে দামামা শব্দ হয় ॥

চন্দ্রকান্ত সদাগরের গৃহপ্রবেশ।

তবে সাধুর নন্দন, সঙ্গে ডিঙ্গা আটখান, সদাগরী করিয়া আইল ॥ ঘাটেতে তরণী থুয়ে, কুলেতে উঠিল গিয়ে, দর্পেতে দামামা বাজাইল ॥ চন্দ্রকান্ত বুঝে মনে, পাঠাইল এক জনে, সদাগরে সমাচার দিতে। শীঘ্রগতি ধায়ে যায়, আইল চন্দ্রকান্ত রায়, কহে গিয়া সাধুর সাক্ষাতে ॥ সা কয়ধু

শুভক্ষণ আসিয়াছে নন্দন, বদন দেখিব গিয়া তার। চাকরে হুকুম করে, পূর্ণঘট রাখ দ্বারে, পুনঃ তাহে দেহ আম্রসার॥ আনিরস্তা তরুবর, তাহা আরোপণ কর, দরজার সম্মুখে দু-ধারে। চন্দনের দেহ ছড়া, আন দামামা দগড়া, চন্দ্রকান্তে যাই আনিবারে॥ কুল পুরোহিত সঙ্গে, বন্ধুগণ লৈয়া রঙ্গে, সদাগর কৌতুকে চলিল। দ্বারে হৈতে সদাগর, দেখিতে পায় কুমার, চন্দ্রকান্ত পিতারে দেখিল॥ দোঁহে হরষিত হৈল, সব দুঃখ দূরে গেল, সুপ্রভাত নিশি পোহাইল। সদাগর আগু হয়ে, কোলেতে কুমার লয়ে, প্রেমজল নয়নে বহিল॥ তবে চন্দ্রকান্ত রায়, পিতারে প্রণাম হয়, আশীর্ব্বাদ করে সাধু তায়। পশ্চাতেতে পুরোহিত, আসি হৈল উপস্থিত দণ্ডবৎ করিলেক তায়॥ বন্ধুগণ আইল যত, সম্পর্ক বিহিত মত, সম্মান রাখিলে সাধুসুত। তবে সাধুর কুমারে, বিদায় করে সভারে, ঘরেতে যাইতে ত্বরান্বিত॥ দিব্য জামা জোড়া পরে, করি আরোহণ করে, আগু পাছু গেলাপ ছুটিল॥ চামর মোরছাল হয়, নকিব ফুকারে যায়, চন্দ্রকান্ত ঘরেতে চলিল॥ নগরের লোক যত, দেখিতে আইল কত, সকলেতে করে কানাকানি॥ পাটনেতে গিয়াছিল, বাণিজ্য করিয়া আইল, কত ধন এনেছে না জানি॥ তবে চন্দ্রকান্ত রায়, শুভ ক্ষণে ঘরে যায়, সকলেতে জয়ধ্বনি করে। ডিঙ্গাতে যে ধন ছিল, ক্রমেতে ভাণ্ডারে নিল, সদাগর সন্তোষ অন্তরে॥ হয়ে আনন্দিত মন, চলিল সাধুর নন্দন, মায়ের নিকটে উপনীত। রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, গৌরীকান্ত দাস বিরচিত॥

মাতার নিকটে চন্দ্রকান্তের গমন।

ধুয়া। আস্যো আস্যো এসো বাছা এসোরে। অভাগিনী জননীরে ভুলিয়া কি ছিলেরে॥

না দেখে তোমার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, দেখিয়া পরম সুখ, হইল এখন রে॥ ছমাস বলিয়া গেলি, বিলম্ব কেন ক-

রিলি, সংবাদ না পাঠাইলি, মরি যে ভাবিয়া রে ॥ যাইতে করিনু মানা, তাহা তুমি শুনিলে না, বিদেশে কত যন্ত্রণা, পায়্যাছ না জানি রে। পঞ্চদশ মাস মোর, ছিল সব অন্ধকার, এখন যে দিনকর, উদয় হইল রে ॥ অভাগী মায়েরে বল্যা, যে হতে পাটনে গেল্যা, তদবধি দুখানলে দহিতেছে মনেরে ॥ সবে একপুত্র যার, নয়নের তারা তার, সে বিনা যে নৈরাক্ষ্যর, সংসার অসার রে ॥ মায় পোয়ে হয় কথা, সদাগর গিয়া তথা, দুজনে হয়ে ঐক্যতা, চন্দ্রকান্তে কহে রে ॥ কহ দেখি কি কারণ, বিলম্ব হইল কেন, শুনি তার বিবরণ, বলনা আমারে রে ॥ বাণিজ্যের কারণেতে, গেলে কোন পাটনেতে, সম্ভাষিলা কি রূপেতে, ভূপতি সহিতে রে ॥ কেমন সে নৃপবর, কিরূপ করে বিচার, প্রজার পালনে তার, কিরূপ ব্যাভার রে ॥ বাণিজ্যের দিব্য ভাল, আনিয়াছ কি বদল, দেশের আচার বল, সমাচার কেমন রে ॥ চন্দ্রকান্ত তবে কয়, শুন সাধু মহাশয়, পাবে সব পরিচয়, গৌরীকান্ত ভণে রে ॥

রমণী নিকটে কান্তের গমন।

ধুয়া। ভবে ভরসা ভবানী রে।

চন্দ্রকান্ত বলে পিতা করি নিবেদন। পথের বৃত্তান্ত কই শুন বিবরণ ॥ সমুদ্রেতে গিয়া ডিঙ্গা উপনীত হয়। শুনিয়া জলের ডাক কাঁপয়ে হৃদয় ॥ থর থর করে তরি না দেখি উপায়। ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণরক্ষা হইল তথায় ॥ ক্রমেতে বাহিয়া ডিঙ্গা যাই দুই মাসে। উপনীত হই গিয়া গুজরাট দেশে ॥ আমার সংবাদ দূত ভূপে জানাইলে। গুজরাটপতি মোরে দেখিতে চাহিলে ॥ নজরাদ লইয়া যাই ভেটিতে রাজন ॥ নৃপবর রাখিলেক করিয়া যতন ॥ তুষ্ট হয়ে শিরোপা করিল কবিবর। থাকিবারে দিল স্থান দিব্য বালাখর ॥ রাজদরবারে যাই প্রভাতে উঠিয়া। অপরাহ্নে বেড়াইতাম নগর দেখিয়া ॥ পুলকে পুর্ণিত তনু দেখি সেই স্থান। জ্ঞান হয়

যেন বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ।। যত প্রজা ঘরেঘরে সবে ধনবান
দুঃখিত বৈষ্ণব দ্বিজে নিত্য করে দান ।। প্রতাপেতে মহা-
রাজ যেন দশানন। দুষ্টের দমনকরে শিষ্টের পালন ।। সদা-
গরি করিব যে শুনিয়া কারণ। বাসায় আইল মোর কত
মহাজন।। বাণিজ্যের দ্রব্য যত লইয়া গিয়াছি। তেহাই
মুনফা বুঝে বদল এনেছি ।। এইরূপে কিছুকাল থাকি সেই
খানে নিত্য২ যাতায়াত করি রাজস্থানে ।।পুত্রের সমান ভাব
ভাবে নৃপবরে। আসিতে চাহিলে মোরে বিদায় না করে ।।
এত অনুগ্রহ যদি করে রাজা হয়্যা। কেমনে তাহার কথা
আসিব ঠেলিয়া ।। এক দিন নৃপবরে বিনয় করিয়া। সম্মত
করিয়া আসি বিদায় হইয়া ।। আসিবার কালে রাজা রাখি-
য়া সম্মান। সঙ্গেতে দিলেক মোর ডিঙ্গা এক খান ।। আট
ডিঙ্গা লয়ে দেশে করি আগমন। বিলম্ব হইল পিতা এই সে
কারণ ।। সদাগর বলে বাপু যাহক এখন। তুমি যে আইলা
ঘরে স্থির হইল মন ।। আনন্দিত হয়ে চন্দ্রকান্তের জননী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিলা আপনি ।। সুখে চন্দ্রকান্ত রায়
করিয়া ভোজন। রমণী নিকটে যায় হরষিত মন ।। পতিরে
দেখিয়া তিলোত্তমা হৃষ্ট মতি। ভকতি করিয়া রামা করিল
প্রণতি ।। এসো এসো প্রাণনাথ একি শুভক্ষণ ।। রচিয়া প-
য়ার গৌরীকান্ত বিরচন ।।

তিলোত্তমা স্বামীর প্রতি উপহাস।

ধুয়া। একি অপরূপ ও প্রাণ আজি হেরি কেন।
চাতকে সদয় হয়ে উদয় কি নবঘন ।।

প্রবাসে কি রূপে নাথ করেছ বঞ্চন। গুজরাটে সদাগরি
করিলা কেমন ।। বল দেখি শুনি আমি তব বিবরণ। বিলম্ব
হইল এত কিসের কারণ। চন্দ্রকান্ত বলে ধনী শুনহ বচন ।।
বিদেশেতে দুঃখ বিনে সুখ কি কখন।। বাণিজ্য করিয়া আমি
আসিব যে কালে। বিদায় হইতে যাই কহিয়া ভূপালে ।।
আসিতে নিষেধ মোরে করিল রাজন। আপনার কাছে

বাথে করিয়া যতন ॥ কেমনে রাজার কথা করিব হেলন। বিলম্ব হইল ধনী তাহার কারণ ॥ পতির শুনিয়া কথা কহিছে সুন্দরী। আমার কাছেতে কেন করহে চাতুরী ॥ শঠতা বচনে ভুলাইলে বাপমায়। আমি নাহি ভুলি নাথ তোমার কথায় ॥ তব আগমনে আমি হয়েছি বিস্ময়। গগণের চাঁদ কেন ভূতলে উদয় ॥ আমার আলয়ে আইলে কি ভাবিয়া মনে। চকোর কাতর হৈল সুধার কারণে ॥ তোমার যে অনুগত যে জন আশ্রিত। তাহারে ত্যজিতে নাথ না হয় উচিত ॥ পুরুষ কঠিন মন এমন নিদয়। পাষাণের প্রায় তব দেখি যে হৃদয় ॥ প্রাণের অধিক ভালবাসে যে রমণী। তাহারে ছাড়িয়া আইলে কেমনে আপনি। হরিহর আত্মা যেন পিরীতি ডুজনে। এ প্রেম বিচ্ছেদ নাথ হইল কেমনে ॥ অনুমান আমার মনেতে এই হয়। সহজেতে এ পিরীতি ভাঙ্গিবার নয় ॥ বিবাদ বাধিল কেবা কে হইল অরি ॥ সাধের পিরীতে কে করিল দাগাদারি ॥ যাহার কারণে ভুলেছিলে বাঁপ মায়। এমন গুণের ধনী রহিল কোথায় ॥ তার রূপ গুণ যত হৃদয়ে ভাবিয়া। তুমি যেইপ্রাণে তেঁই আছহে বাচিয়া ॥ চন্দ্রকান্ত বলে তুমি কি বুঝিলা দোষ। হাসিতে২ কথা কহ যে কর্কশ ॥ বিলম্ব দেখেছ বুঝি আসিতে আমার উদ্দেশে পাতিয়া খড়ি অনুযোগ তার ॥ আমার যেমন রীত ভুমিত তা জানো। স্ত্রীলোক সহিত নাহি করি আলাপন ॥ বাণিজ্যে যাবার কালে করেছ বারণ। অদ্যাপি সে কথা মোর আছয়ে স্মরণ ॥ পরনারী সহ যদি হৈত দরশন। বিমুখ হইয়া আমি মুদিতাম নয়ন ॥ পরের রমণী পানে নাহি চাই ফিরে। জিতেন্দ্রিয় বলে মোরে গুজরাট পুরে ॥ আস্যাছি কেমন ক্ষণে সাইতের গুণে। বিনা অপরাধে অপযশ কর কেনে ॥ আঁখির বাহির হৈলে যদি অপ্রত্যয়। তবে তোমা প্রতি মোর সন্দেহ যে হয় ॥ শুনিয়া তোমার কথা হইনু চেতন ॥ কহ দেখি আমারে আপন বিবরণ। তোমার

ভাবনা আর সদা ভেবে মরি। রয়েছ কেমন রীতে বুঝিতে না পারি॥ পতি প্রতি সতী তবে কহিতে লাগিল। উপপতি করিতে বাসনা মোর ছিল। সচেষ্টিত হয়ে কত করিনু যতন। আমার কপালে না মিলিল একজন॥ এখানে থাকিত যদি গোপী গোয়ালিনী। তবে সে আনিয়া দিত সাজায়ে মোহিনী॥ সহচরী করে আমি রাখিতাম তারে। গোপন করিয়া আপনার অন্তঃপুরে॥ মোহিনী লইয়া তবে পরম কৌতুকে। দিবস রজনী থাকিতাম সুখে সুখে॥ তেমন সে গোয়ালিনী ভাগ্যে হৈতে মিলে। এত সুখ হবে কেন আমার কপালে॥ বিস্ময় হইল শুনে চন্দ্রকান্ত রায়। ভাবে মনে এ কেমনে শুনিল হেথায়॥ চিত্ররেখা আমি আর গোয়ালিনী বিনে। এই তিন জন বই কেহ নাহি জানে॥ শেষেতে জানিয়াছিল কিশোরীমোহন। সেতো আপনার দেশে করেছে গমন॥ তিলোত্তমা ধনী যত মর্ম্মকথা কয়। হইল বিরস মম সাধূরতনয়॥ দুরু২ করে বুক শুকাইল মুখ। রঙ্গরস দূরে গেল কথার কৌতুক॥ রচিয়া পয়ার ছন্দ গৌরীকান্ত কয়। পাপকর্ম্ম কখন যে ছাপা নাহি রয়॥

চন্দ্রকান্ত আপন স্ত্রীর প্রতি খেদোক্তি।

ধুয়া। জানা আছে, তুমি নাথ সুজন যেমন॥

তোটকচ্ছন্দ। কহে সাধূসুত হয়ে লাজযুত। মিথ্যা অপবাদ দেহ অনুচিত॥ না দেখি কখন গোপী গোয়ালিনী। কারেবা কোথায় সাজালে মোহিনী॥ অদ্ভুত বচন কহ বিনোদিনী। স্বপনেতে বুঝি দেখেছ লো ধনি॥ আসিতে আমার হয়েছে গউন। তাহাতে যা বল সম্ভবে এখন॥ আপনা আপনি তাহে আছি দুঃখী। বারে২ লাজ দেহ বিধুমুখি॥ আপনার দোষ যদি জানি মনে। তবে যত বল তাহা সহে প্রাণে॥ নষ্টচন্দ্র বুঝি দেখেছি, কখন। তাহার সে ফল ঘটিল এখন॥ তুমি নারী হয়ে কলঙ্ক রটাবে। উপহাস মোরে সকলে করিবে॥ পিতা মাতা শুনি দুঃখী হবে মনে।

লাজে মুখ আমি দেখাব কেমনে ॥ আমা প্রতি কেন সন্দেহ হইল। শুনেছ কি তুমি তাহা মোরে বল ॥ তিলোত্তমা বলে তুমিত সুজন! তাহে পতি মোর হও গুরুজন ॥ নির্দোষী পুরুষ তুমি যে রতন। তোমার কুযশ করিব হে কেন ॥ কহিলাম যত শুনেছি শ্রবণে। তুমি নাহি হবে হবে অন্য জনে ॥ নামে নাম হবে সাধুরনন্দন। গুজরাট যাবে বাণিজ্যকারণ ॥ সাধুর কুমার আছে শুনি। আইল তথায় গোপী গোয়ালিনী বিস্তার করিয়া কব আর কত। সংক্ষেপেতে বলি শুন তবে নাথ ॥ চিত্ররেখা নামে রাজার কুমারী। পরমসুন্দরী যেন বিদ্যাধরী ॥ তার রূপ গুণ গোপী শুনাইল। সাধুসুত শুনি অস্থির হইল ॥ তবে গোয়ালিনী বলিয়া নাতিনী। সাধুর তনয়ে সাজালে মোহিনী ॥ বসন ভূষণ সিন্দূর পরালে। উচ্চ কুচগিরি বুকেতে বসালে ॥ পরম সুন্দরী সাজালে কামিনী। গোপী তারনাম রাখিলে মোহিনী ॥ চিত্ররেখা কাছে রাখে নিয়া তায। দারিদ্র যেমন রত্ন নিধি পায় ॥ শুভক্ষণে দোঁহে হইল মিলন। আনন্দসাগরে ভাসিল দুজন ॥ প্রেমে বিদগদ আমোদে রহিল। শারি শুক যেন মিলন হইল। পাইয়া কামিনী রহিল ভুলিয়া। মনে নাহি করে মাবাপ বলিয়া ॥ ধিক্ ধিক্ সেই সাধুর নন্দনে। সহচরী হয়ে রহিল কেমনে ॥ এইরূপে থাকে বৎসরাবধি হবে। বিধিরঘটন শুন বলিতবে ॥ চিত্ররেখা পতি কিশোরীমোহন। চিরদিন পবে আইল সেজন ॥ মোহিনী দেখিয়া মোহিত হইরা। আলিঙ্গন করে তাহারে ধরিয়া ॥ কুচগিরি তার করেতে ধরিতে। খসিয়া পড়িল কাঁচলি সহিতে ॥ বিস্ময় হইল রাজার নন্দন। পুরুষ এজন বুঝিলে তখন ॥ কিশোরীমোহন ক্রোধে হুতাশন। ধরিয়া রমণী করয়ে দমন ॥ তবে মোহিনীরে আনিয়া বাহিরে। করিয়া তর্জ্জন ভৎসিল তাহারে ॥ বসন ভূষণ কাড়িয়া লইল। মোহিনীর বেশ তখনি ঘুচিল ॥ ভয়ে থর থর কাঁপে কলেবর। প্রমাদ গণিয়া সাধুর কুমার ॥ সাত ডিঙ্গা

ধন দিয়া বাঁচে প্রাণ। অনুগত হয়ে লইল শরণ॥ রাজার তনয় হইয়া সদয়। সাধুসুতে তবে দিলেক অভয়॥ কিশোরীমোহন দেশেতে যাইতে। নৃপস্থানে গেল বিদায় হইতে॥ তবে নৃপবর করিয়া আদর। সঙ্গে এক ডিঙ্গা দিলেক তাহার আট ডিঙ্গা লয়ে আইল রঙ্গেতে। সাধুর নন্দন করিয়া সঙ্গেতে॥ পথের বৃত্তান্ত কব আর কত। দরশন করে পোঁহে জগন্নাথ॥ তরণী বাহিয়া দিবা নিশি আসে। উপনীত সাধু আপনার দেশে॥ ভাবিছে তখন সাধুর নন্দনে। সাত ডিঙ্গা গেল আপনার গুণে॥ এখন ইহার করি কি উপায়। ব্যাকুল হইল সাধুর তনয়॥ কিশোরীমোহন বুঝিয়া কারণ। দয়া করি তারে দেয় সব ধন॥ বিরচিয়া কয় গৌরীকান্ত রায়। কিশোরীমোহন নিজ দেশে যায়॥

চন্দ্রকান্তের বিবাহ উক্তি।

ধুয়া॥ সেই সাধুর বালাই লয়ে যাই বলিহারি।
কেবা কোথা করেছে এমন সদাগরি॥

অসার দেখিয়া সেই সাধুর কুমারে। দয়া করি সাতডিঙ্গা পুনঃ দেয় তারে॥ আপন মহত্ব রাখে কিশোরীমোহন। পুনরপি তরণী দিলেক একখান॥ ভিক্ষা করি আট ডিঙ্গা সাধু লয়ে যায়। সদাগরি করি আইল মা বাপে জানায়॥ সম্ভ্রম রাখিতে চায় সাধুর নন্দন। ধর্ম্মের স্কন্ধেতে ঢোল ঢাকে কি কখন॥ গুজরাটে ছিল সেই সাধুর কুমার। তোমার সহিত দেখা থাকিবেক তার। অবশ্য জানিবে তুমি এ সব বৃত্তান্ত। বল দেখি আমি তার শুনিব তদন্ত॥ নির্লজ্জ সাধুর সুত ধিক্ কালামুখ। সবার কাছেতে কয়ে করিব কৌতুক॥ তুমিতো সে সাধু নহ বুঝে বল মোরে। গোপনে রাখিব তবে কবনাক কারে। তিলোত্তমা কহিলে সকল বিবরণ। শুনে চমৎকার হৈল সাধুর নন্দন॥ লজ্জিত হইয়া তবে ভাবিছে বিষাদ। হায়বিধি হেথা কিরে সাধিলোক বাদ॥ না বুঝে দুষ্কৃত কর্ম্ম করেছি যেমন। তাহার উচিত

ফল হইল এখন ।। তিলোত্তমা যত বলে মিথ্যা কিছু নয়। ইহার উত্তর আমি কিদিব উহায় ।। পরোক্ষে শুনিয়া এই ক-রিছে ভৎ´সন। কহিলে কি করিবেক না বুঝি কারণ। প্র-কাশ করিতে মোর অকর্ত্তব্য হয়। দেখিহ কোন রূপে ছাপা যদি রয় ।। চন্দ্রকান্ত বলে ধনী শুনহ বচন। এ সকল কথায় কিআছে প্রয়োজন ।। কুলেরকামিনী তুমি স্বভাবে থাকিবে ভাল মন্দ বিচারে তোমার সভ্য কিবে ।। যাহার যা মনে লাগে সে তাহা করিবে। তাহার উচিত ফল সে জন ভুগিবে পরছিদ্র খুঁজিতে প্রবৃত্তি এত মন। ভ্রষ্ট রমণীর মত দেখি আচরণ ।। বাণিজ্য করিয়া আমি আসি নিকেতন। তাহাতে বিরত তুমি এ আর কেমন ।। বুঝিতে না পারি আমি ইহার কারণ। বাঙ্গ করি কত আর করিছ ভৎ´সন ।। হরিষ হইয়া আমি আইনু হেথায়। শরীর দহিছে মোর তোমারকথায় ।। এত বলি চন্দ্রকান্ত হইল ক্রোধিত। রচিয়া পয়ার গৌরী-কান্ত বিরচিত ।।

তিলোত্তমার চন্দ্রকান্তের প্রতি ভৎ´সনা।

ধূয়া। না বুঝে এমন কায করেছিলে কেন হে।
কহিতে উচিত কথা ব্যথা পাও মনে হে ।।

শুন দেখি বলি তবে সাধুর নন্দন। বাণিজ্য যাবার কালে করি-যে বারণ ।। যদি হে বিদেশেযাবে করি নিবেদন। পর-নারী সহিত না করিবে আলাপন ।। দুর্ব্বুদ্ধি ঘটাবে তবে প্রমাদ হইবে। ভুলায়ে রাখিবে দেশে আসিতে না দিবে ।। তুমি যে কহিয়া ছিলে আমি কি অসার। আমারে ভুলায়ে রাখে এ শক্তি বা কার ।। প্রথমে তাহার ফল দেয় গোষ্ঠা-লিনী। ঘুচালে পুরুষ বেশ সাজালে রমণী ।। পরম সুন্দরী রাজনন্দিনীর লোভে। তাহারে নিকটে গিয়া থাক দাসী ভাবে ।। না দেখি এমন মূর্খ সাধুর তনয়। কামে মত্ত হৈয়া

নাহি ছিল প্রাণে ভয় ।। অতি ধর্ম্মশীল সেই কিশোরীমোহন তেঁই সে তাহার হাতে পাইলে জীবন ।। ধরিয়া রমণী বেশ ছিলা অন্তঃপুরে ।. যদি ঘৃণাক্ষরেতে শুনিত নৃপবরে ।। যম সম প্রতাপেতে রাজা ভীম সেনে। শুনত মাত্র তখনি কে বধিত পরাণে ।। মরণের ঔষধ গলায় বান্ধ্যা ছিলে। আয়ুভয় আছে তেঁই বাঁচিয়া আইলে ।। প্রাণ রক্ষা করিলেক কিশোরীমোহন । লিখে দিয়া ছিলে তারে সাত ডিঙ্গা ধন ।। তোমারে উদাস্ত দেখে রাজার নন্দন । ভুষিলা তোমার মন দিয়া সেই ধন ।। তাহার চাতুরী তুমি বুঝিতে নারিলে । দান পত্রখানি কেন চাহিয়া না নিলে ।। সাধুর নন্দন হৈয়৷ এমন অকৃতী। অবোধের প্রায় দেখি অতি অল্পমতি ।। পুনর্ব্বার ফিরে যদি কিশোরীমোহন । দান পত্র দেখাইয়া চাহে সেই ধন ।। বল হে সুবুদ্ধিরাজ জিজ্ঞাসি তোমারে । ইহার উত্তর তুমি কি দিবে তাহারে ।। কহিতে তোমার গুণ বাড়ে আর দুঃখ । বাসনা না হয় আর দেখাইতে মুখ ।। রমণীর কথা শুনি সাধুর নন্দন । আঁখি ছল ছল করে বিরস বদন ।। লজ্জিত হইল কান্ত ব্যাকুল অন্তরে । নারীর গঞ্জনা আর সহিতে না পারে ।। দহিতেছে কলেবর বাক্যের জ্বালায় । বাহির হইয়া আইসে চন্দ্রকান্ত রায় ।। তিলোত্তমা বলে কোথা যাও মহাশয় । উত্তর নাহিক দেয় সাধুর তনয় ।। উদাস্ত হইয়া গেল সদর মহলে । সহচরী প্রতি তবে তিলোত্তমা বলে ক্রোধ যুত সাধুসুত আমার কথায় । পিছে পিছে যাও তুমি দেখ কোথা যায় ।। কিছু না কহিবে তারে দেখিয়া আসিবে। ইহার উচিত ফল শেষেতে পাইবে ।। যেমন আপনি উপযুক্ত সহচরী । সাধুর পশ্চাতে সে যে যায় ধীরি ধীরি ।। মনোদুঃখে দুঃখী কান্ত বাহিরেতে গিয়া। কারেকিছু না কহিয়া রহিল শুইয়া ।। সহচরী গিয়া সমাচার জানাইল। সদর মহলে কান্ত শুইয়া রহিল ।। গৌরীকান্ত বিরচিত করিয়া পয়ার । রমণী নিকটে কান্ত নাহি যায় আর ।।

তিলোত্তমার কিশোরীমোহন বেশে পতিকে ছলনা।

সাধুর কুমার, অন্তঃপুরে আর, লাজেতে নাহিক যায়। চন্দ্রকান্ত মাতা, শুনিয়া সে কথা, বধূরে গিয়া সুধায়॥ এত দিন পরে, বাছা আসে ঘরে, কেন বাহিরে রহিল। বুঝি তার সনে, দ্বন্দ কি কারণে, করেছো তা মোরে বল॥ তিলোত্তমা বলে, সকলি ভুলিলে, কিছুই মনে না হয়। তোমার তনয়, বাহিরে না যায়, সদা অন্তঃপুরে রয়॥ তাহার লাগিলা সাধু তারে নিয়া, পাঠায়ে দেন প্রবাসে। বুঝি অনুমানে, সেই অভিমানে, নাহি আসে মোরপাশে॥ বধূর বচন, শুনিয়া তখন, শাশুড়ি বধূরে বলে। কহিলে যে কথা, এ নহে অন্যথা মোর মনে তাহা নিলে॥ সাধুর রমণী, পুত্ত্রেরে তখনি, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে। চন্দ্রকান্ত কেন, কিসের কারণ, নাহি যাও অন্তঃপুরে॥ চন্দ্রকান্ত রায়, কহিতেছে মায়, শুন মোর নিবেদন। বিষয় কর্ম্মেতে, অবকাশ তাতে, নাহি হয় এক ক্ষণ॥ অবসর পাইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তবে যাব অন্তঃপুরে নানা কথা কয়ে, মায়েরে ভুলায়ে, পুনঃ আইল বাহিরে॥ তবে সাধু সুত, হৈয়া খেদান্বিত, এই রূপেতে রহিল। তিলোত্তমা সতী, সহচরী প্রতি, হেসে কহিতে লাগিল॥ লজ্জার কারণ, সাধুর নন্দন, না আইল মোর পুরে। মধুর বচনে, তুষিয়া সেজনে, আনগে তুমি তাহারে॥ ধনীর কথায়, সহচরী যায়, চন্দ্রকান্ত নিকটেতে॥ করি যোড় কর, কহিল বিস্তর, বুঝাইল কতমতে॥ সাধুর নন্দন, কহিছে তখন, দেখেছতো সহচরি। অসঙ্গত যত, অপমান কৃত, করিলেক হয়ে নারী॥ হইয়া রমণী, কহে কটূবাণী, শঠতা কেমনে করি। সে সব বচন, হইলে স্মরণ, মনের দুঃখেতে মরি॥ শঠতা করেছে, তোরে পাঠায়েছে, বুঝিতে আমার মন। অকুলী এ পতি, অভাজন অতি, নাহি তার প্রয়োজন॥ বলগিয়া তায়, চন্দ্রকান্ত রায়, আসিতে নাহিক চায়। ইহা নাহি তায়,

আসিয়া আবার, তোমারে মুখ দেখায় ॥ উত্তর লইয়া, সহ-চরী গিয়া, ধনীব সাক্ষাতে কয় ॥ তিলোত্তমা শুনে, ভাবে মনে মনে, এ কথা যে ভাল নয় ॥ গর্ভের লক্ষণ, দেখি যে আপন, দুই তিন মাস যায়। পতি নাহি কাছে, অপযশ, পাছে, লোকেতে আমার গায় ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া, সহচরী নিয়া, যুকতি করিলে সার। কিশোরীমোহন. সাজিব এখন, হও খেজমতগার ॥ বিলম্বে কি কায, নাহি সহে ব্যাজ, এ-খনি আনিব তায়। ধনীর কথায়, সহচরী যায়, সাজ আনি যোগায় ॥ কিশোরীমোহন, সাজিল তখন, হইল রাজকুমার সহচরী সঙ্গে, সাজিলেক রঙ্গে, হইল খেজমতগার ॥ অর্দ্ধেক রজনী, সমরে কামিনী, চলিল হরিষ মনে। অতি সন্তর্পণে, কেহ নাহি জানে, নিদ্রাগত সর্ব্বজনে ॥ সদরমহলে, এসে প্রবেশিলে, সেখানে সাধুকুমার ॥ চন্দ্রকান্ত রায, সুখে নিদ্রা যায়, ডাকে খেজমতগার। সাধুর নন্দন, পাইয়া চেতন, দেখে কিশোরীমোহন ॥ ভয়েতে অজ্ঞান, উড়িল পরাণ, বিস্ময হয় তখন ॥ সম্ভ্রমেতে রায়, উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে এসো মহা-শয়। কিসের কারণ, হেথা আগমন, পবিত্র মোর আলয় ॥ নিজ দেশে গেলে, ফিরে যে আইলে, বৃত্তান্ত কি তার শুনি। ত্রিপদী রচনে, গৌরীকান্ত ভণে, শুনিবে সব এখনি ॥

তোমার নিকটে থুয়ে আটডিঙ্গা ধন। দেশেতে যাইব বলে করিনু গমন ॥ কতক দূরেতে গিয়া হইল স্মরণ। চন্দ্র-নাথ শিবেরে করিব দরশন ॥ তথা হইতে আমি চন্দ্রশেখ-রেতে গিয়া। তোমার নিবাসে পুনঃ আইনু ফিরিয়া ॥ মনে মনে বিবেচনা করিনু এখন। আমার আসিবে কেবা লইতে এ ধন ॥ আটডিঙ্গা ধন মোর দেহ যে আমারে। সঙ্গেতে লইয়া আমি যাইব দেশেরে ॥ বিলম্ব নাহিক সয় যাইব যে রায়। রজনী প্রভাতে মোরে দেহে বিদায় ॥ শুনে চন্দ্রকান্ত রায় শুকায় বদন। প্রমাদ গণিয়া ছাড়ে দীর্ঘ সমীরণ ॥ হায়

বিধি নিদারুণ এমন হইলে। কত অপযশ মমকপালে লিখিলে॥ আমার অধিক আর নির্ব্বুদ্ধি না হয়। নারীর যেমন বুদ্ধি আমার তা নয়॥ তিলোত্তমা বলেছে মিলিল এখন। দানপত্র খানি চায়্যা লইলে তখন॥ তবে কি ধনের দাওয়া পুনঃ করে এসে। আপনি রয়েছি বদ্ধ আপনার দোষে আনিয়া সকলে ধন রাখ্যাছি ভাণ্ডারে। কেমনে এখন আমি কহিব পিতারে॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু ম্রিয়মাণে রয়। কিশোরীমোহন তারে পুনর্ব্বার কয়॥ উত্তর না কর কেন সাধুর নন্দন। বদন মলিন দেখি এ আর কেমন॥ বুঝিতে না পারি আমি তোমার চরিত। শেষেতে ঘটাও দেখিছিতে বিপরীত॥ বুঝি আমি সেই রূপ অনুভব করি। আমার সহিত তুমি করিবা চাতুরী॥ ধর্ম্মপথে থাকাভাল সাধুরনন্দন কদাচ না করিবে অধর্ম্ম আচরণ॥ মৃদুস্বরে ধীরে২ সাধুসুত কয়। এখন কেমন আজ্ঞা কর মহাশয়॥ যেন দাতব্য করেছ ধন সদয় হইয়া। পুনর্ব্বার সেইধন চাহ ফিরাইয়া॥ যেমন বংশেতে জন্ম রাজার তনয়। তার উপযুক্ত কথা কথন এ নয়॥ অতিধর্ম্মশীল তুমি সরল হৃদয়। আশ্রিত জনার প্রতি অতি দয়াময়॥ আমাংর করিয়া দয়া প্রাণে বাঁচাইলে। পুনর্ব্বার দিয়া ধন সরম রাখিলে॥ তোমার প্রসাদে দেশে আসেছি এখন। নহে উদাসীন হইয়া করিতাম ভ্রমণ॥ এত যদি ছিল মনে কেননা করিলে। আকাশে তুলিয়া কেন পাথারে ভাসালে॥ আনিয়া সেধন আমি রেখেছি ভাণ্ডারে। কেমনে এখন অন্য দিব হে তোমারে॥ পিতার সাক্ষাতে আমি কহিতে নারিব। বরঞ্চ গরল খেয়ে পরাণ ত্যজিব॥ কিশোরীমোহন বলে সাধুর নন্দনে। আমি যে দিয়াছি ধন জানিলে কেমনে॥ ভাগ্যবন্ত তোমারে যে দেখিয়া সুজন। গচ্ছিত রেখেছি আমি আটডিঙ্গা ধন॥ দিতাম তোমারে যেদি সন্ত্ব তেয়াগিয়া। দানপত্র খানি তবে পাইতে ফিরিয়া॥ ধর্ম্ম ভয় নাহি হয় সাধুরনন্দন। পাইয়া পরের ধন এত লোভ

কেন ॥ বুঝিলাম সহজেতে নাহি দিবে ধন। তোমার সহিত দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন ॥ চিত্ররেখা রমণীর ধর্ম্ম নষ্টকর। ম-র্য্যাদা করেছি আমি সে দোষ তোমার ॥ সব বিবরণ আগে সাধুরে কহিব। সভার সাক্ষাতে দানপত্র দেখাইব ॥ কি ক-হেন সদাগর সে কথা শুনিব। রাজার নিকটে গিয়া তবে জানাইব ॥ বুঝিলাম তোমারে হে যেমন সরল। ভালমতে ইহার পাইবে প্রতিফল ॥ এত শুনি সাধুসুত কম্পিতহৃদয়। আঁখি ছল ছল করে করপুটে কয় ॥ স্বরূপেতে কহিতেছি রাজার নন্দন। তোমার সহিত নাহি করি প্রতারণ ॥ ধন প্রাণ জাতি মান পাই যাহা হৈতে। শঠতা করিব কেন তা-হার সহিতে ॥ অনুকূল হয়ে মোর লজ্জারক্ষা কর। পিতার সাক্ষাতে কিছু না কহিও আর ॥ কুকর্ম্ম করেছি চিত্ররে-খারে হরণ। তাহার উচিত মোর বধুহে জীবন ॥ এত বলি চন্দ্রকান্ত কাতর হইয়া। চরণে ধরিয়া কান্দে ভূমেতে পড়ি য়া। কিশোরীমোহন বলে সাধুর নন্দন। উন্মাদের প্রায় দেখি এ আর কেমন ॥ পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন। সাধুসুত ধরিয়া তুলিলা ততক্ষণ ॥

শুন শুন ওহে সাধুর নন্দন। কান্দিয়া কি লবে পরের ধন ॥ তুমি হে লম্পট প্রধান শঠ। অনেক তোমারে আসে কপট ॥ পরের রমণী পরের ধন। পাইলে তোমার সন্তোষ মন ॥ তোমার রোদনে না ভুলি আর। দিবে কি না দিবে ধন আমার ॥ কি যুক্তি তাহার ভাবিছ মনে। স্বরূপে আ-মারে কহনা কেনে ॥ সহজে না দিলে নাহি বুঝিলে। আ-পনি দোষেতে তবে মজিলে ॥ ছাপাইব ধন করেছ জ্ঞান। এই হবে শেষে খোয়াবে মান ॥ যেইতব গুণ শুনিবে সবে। লাজে অধোমুখ হইয়া রবে ॥ শুনিয়া চিন্তিত সাধু কুমার। বচন না স্বরে বদনে আর ॥ কি দিব উত্তর না হয় মনে ॥ বহিতেছে ধারা দুই নয়নে ॥ বিপদ সাগরে পড়িল রায়। সহচরী বলে ঠেকেছ দায় ॥ চন্দ্রকান্ত কহে রাজকুমার। ধন

প্রাণ মোর সব তোমার ॥ যাহা মনে কর পার করিতে। আমি তাহে কিছু নারি কহিতে ॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে করি বিনয়। ক্ষম অপরাধ রাজতনয় ॥ নিতান্ত আশ্রিত আমি অধীন। হয়েছি তোমার শরণাপন্ন ॥ রক্ষা কর তুমি তবে বাঁচিব। নহিলে এ প্রাণ নাহি রাখিব ॥ কিশোরীমোহন হাসিয়া কয়। যে কর্ম্ম করেছ সাধুর তনয় ॥ শঠতা করিয়া হয়েছ নারী। হৃদয়ে জাগিছে নাহি পাসরি ॥ তোমার রমণী দিলে আমায়। তবেত সে দুঃখ দূরেতে যায় ॥ বৎসরাবধি ভোগ করিলে তুমি। এক নিশি পাইলে সন্তোষ আমি ॥ আটডিঙ্গা ধন দিয়া তোমারে। হরষিত হয়ে যাই দেশেরে ॥ কাতর তোমারে দেখিয়া রায়। কহিলাম তার এই উপায় ॥ অঙ্গীকার যদি না কর ইথে। আটডিঙ্গা ধন হইবে দিতে ॥ কর্ত্তব্য যে হয় বল আমায়। বিলম্ব না সয় যাব ত্বরায় ॥ সাধুসুত তবে করে উত্তর। তোমারে অদেয় কি আছে মোর ॥ কিন্তু মনে এই করি ভাবনা। বড়ই দুর্জ্জন মোর অঙ্গনা ॥ কেমনে একথা কহিব তায়। হিতে বিপরীত পাছে ঘটায় ॥ তখনি ডাকিয়া কহিবে সবে। প্রকাশ করিবে বুঝি যে ভাবে তুমিতো সুজন রাজনন্দন। যা বল আমারে করি এখন ॥ কিশোরীমোহন কহিছে তায়। দেখাইয়া তুমি দেহ আমায় যদি আমি তায় পারি ভুলাতে। রজনী বঞ্চিব তাঁর সহিতে যদি বশীভূতা নাহিক হবে। অপরুদ্ধ হবে আসিব তবে ॥ কহিনু যে কথা নাহি নড়িবে। ধন অধিকারী তুমি হইবে ॥ সাধুসুত বলে রাজকুমার। এই নিবেদন শুন আমার ॥ রমণী নিকটে আমি না যাব। দূরে হইতে গিয়া তারে দেখাব যাহা ভাল বুঝ তাহা করিবে। আমারে কিছু তা নাহি জানাবে ॥ নিশি অবসানে আসিবে ফিরে। কেহ যেন নাহি দেখে তোমারে ॥ চন্দ্রকান্ত রায় বুঝায়ে তায়। কিশোরীমোহন লইয়া যায় ॥ অপেক্ষা কি আর রাজনন্দন। দানপত্র লিখে দেহ না কেন ॥ হাসিয়া কিশোরীমোহন কয়।

এত ভয় কেন সাধুতনয় ।। আগে তুমি গিয়া দেখাও নারী। তবে দানপত্র দিতে হে পারি ।। সশঙ্কিত হয়ে সাধুনন্দন। অন্তঃপুর মাঝে করে গমন ।। ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধুকুমার। থাকে সেই খানে না যায় আর ।। দেখে যদি তিলোত্তমা রমণী। কালী চুণ মুখে দিবে এখনি ।। পতি হয়ে উপপতি লইয়া। কেমনে যাইব লাজ খাইয়া ।। গৌরীকান্ত দাস রচিয়া কয়। তোমার এ কর্ম্ম উচিত নয় ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী। শুনহে রাজকুমার, উচিত না হয় আর, যাইতে তোমার সন্নিভ্যারি। দেখ এই অন্তঃপুর, অন্য কেহ নাহি আর একা মাত্র থাকে মোর নারী ।। যাও তুমি অই ঘরে, দেখিতে পাইবে তারে, আমি গিয়া থাকি হে বাহিরে কিশোরীমোহন কয়, সাধুসুত একি হয়, দেখাও তোমার ভার্য্যা মোরে। আমারে একা ফেলিয়া, যাও তুমি পলাইয়া, এ কোন বিচার বল শুনি। সে মোরে চিনিব কেন, করিবেক অপমান, মিলাইয়া দেহ গো আপনি ।। রমণীর ভয়ে রায়, যাইতে নাহিক চায়, বুঝিয়া তাহার অভিপ্রায়। কিশোরীমোহন তারে বলে খেজমতগারে, সাধুসুত যেন না পলায় ।। লাজযুক্ত সাধু সুত, বিনয় করিছে কত, নাহি শুনে কিশোরীমোহন। তবে সাধুর নন্দনে, ধরে লয়ে দুইজনে, নিজ ঘরে চলিল তখন ।। ভাবে সাধুর নন্দন, মরণ না হইল কেন, কত অপমান সব আর। তিলোত্তমা নারী তবে, ইঙ্গিতে কতেক কবে, জর জর হবে কলেবর ।। ভয়ে চন্দ্রকান্ত রায়, আঁখি মেলি নাহি চায়, মৃতপ্রায় প্রবেশে মন্দিরে। কিশোরীমোহন কয়, কোথা হে সাধুতনয়, না দেখি তোমার রমণীরে ।। আমার সহিত একি, কর তুমি ফাঁকি জুকি, মোরে নাকি পেয়েছ নির্ম্মল যুবতী নাহিক ঘরে, কেন হে আনিলে মোরে, মিথ্যা বাক্য তোমার সকল ।। তোমার কথায় রায়, প্রত্যয় নাহিক হয়, রমণীতে নাহি প্রয়োজন। বুঝিনু তুমি যেমন, সরল তোমার

মন, দেহ মোর আটডিঙ্গা ধন ॥ খেজমতগার শুন, সদাগরে ডাকে আন, শুনিতে পুত্রের গুণাগুণ । বাণিজ্যেতে গিয়াছিল সদাগরি করে এলো, ভারি ভুরি ভাঙ্গিব এখন ॥ দানপত্র পুড়াইব, যত বিবরণ কব, মোহিনীর সাজ দেখাইব । বস্ত্র আদি অভরণ, গালার গড়ান স্তন, বর্ত্তমান রাখেছি সেসব ॥ চিত্র-রেখা মোর নারী, তার ধর্ম্ম নষ্ট করি, প্রাণভয়ে ধন দিগে মোরে । সে ধন রাখিয়া ঘরে, রমণী দিবে আমারে, তাহে দেখি ফাকি দেহ ফিরে ॥ সবারে কর কৌতুক, হাসাব তোমার মুখ, ধিক ধিক কহিবে সকলে । এসব প্রকাশ হবে, বড় লজ্জা পাবে তবে, রমণীরে আনহ নহিলে ॥ শুনিয়া সাধু কুমার, বাক্য মুখে নাহি আর, জ্ঞান হত ব্যাকুল হৃদয় । কিছু না করে উত্তর, শুকাইল ওষ্ঠাধর, চিত্রের পুত্তলি প্রায় রয় ॥ কাতর দেখিয়া পতি, ভনে তিলোত্তমা সতী, কহিতেছে না ভাবিহ আর । কিশোরীমোহন নই, আমি তব নারী হই, বুঝিলাম ক্ষমতা তোমার ॥ কেন আর খেদান্বিত, হয়ে আছ বিষাদিত, আঁখি মেলি কহনা হে কথা । আপনার দোষে নাথ, অপমান হইলে এত, মনোদু'খে আছ হে সর্ব্বথা ॥ চন্দ্রকান্তরায় কয়, কেন আর মহাশয়, কাটাঘায় দিতেছ লবণ । বিশ্রাম কর আপনি, খুজিয়া আনি রমণী, হয়েছ উতলা এত কেন ॥ আমি তোমার কাছেতে, অপরাধী নানা মতে, পড়ে আছি ইঙ্গিতের তলে । কি শক্তি আছে আমার, আমি যে তোমার ধার, সুধিতে নারিব কোন কালে ॥ তিলোত্তমা বলে শুন, ওহে সাধুর নন্দন, ভয়ে জ্ঞান হারাইলা নাকি । তোমার সাক্ষাতে এই আমি যে রমণী হই, দেখ তুমি প্র-কাশিয়া আঁখি ॥ সহচরী ততক্ষণ, আনে বস্ত্র অভরণ, তিলোত্তমা নিজ মূর্ত্তি ধরে । কিশোরীমোহন বেশ, সকল ত্যজিয়া শেষ, বস্ত্র অভরণ অঙ্গে পরে ॥ কুচদ্বয় কাঁচলিতে, বান্ধ্যাছিল লুকাইতে, খসাইল তাহার বন্ধন । রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, চন্দ্রকান্তে লাগে ধন্দ, গৌরীকান্ত করয়ে রচন ॥

তিলোত্তমা আপন পরিচয় উক্তি।

সহচরী হয়েছিল খেজমতগার। সহচরী বেশ পুনঃ হইল আবার ॥ ধরিয়া রমণীবেশ তিলোত্তমা সতী। পতির চরণে গিয়া করিল প্রণতি ॥ অপরাধ ক্ষমাকর সাধুর নন্দন। কিশোরীমোহন মিথ্যা আমি সেইজন ॥ ছয়মাস করারেতে বাণিজ্যেতে গেলে। বৎসরাবধি হইল তবু তুমি না আইলে ॥ পিতামাতা তোমার সর্ব্বদা দুঃখমতি। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি পুজি ভগবতী ॥ সদয় হইয়া মোরে নগেন্দ্রনন্দিনী। পদ্মারে পাঠায়ে মাতা দিলেন আপনি ॥ পদ্মাবতী স্থানেতে শুনিয়া বিবরণ। হইনু পুরুষ বেশ কিশোরীমোহন প্রিয়সহচরি হৈল খেজমতগার। গোপনেতে যাই কেহ নাহি জানে আর ॥ দুইজনে যাত্রা করি চড়িয়া তুরঙ্গে। পদ্মাবতী অন্তরীক্ষে রহিলেন সঙ্গে ॥ নির্ভয়েতে উপনীত গুজরাটে গিয়া। ভুপতি সহিত আগে সাক্ষাৎ করিয়া ॥ পরিচয় পাইয়া রাজা হরিষ অন্তর। জানাই বলিয়া বহু করে সমাদর ॥ চিত্ররেখা পতি হয়ে যাই অন্তঃপুরে। কৌশল করিয়া কত আনেছি তোমারে ॥ পিতা মাতা রমণীরে ভুলিয়াতো ছিলে। ভাগ্যে আমি আনিলাম তেঁই সে আইলে ॥ ভকেনা নাহিক আর সকল পাইলে। এই দুঃখ মাত্র চিত্ররেখারে হারালে ॥ খেদান্বিত নাহি হইও বলিহে তোমারে। চিরদিন সুখ বিধি নাহি দেয় কারে ॥ মৃত্যুবৎ সাধুসুত শুনিয়া বিস্ময়। হরিষে বিষাদ হয়ে রমণীরে কয় ॥ পদে পদে অপরুদ্ধ করেছ যাহারে। পুনর্ব্বার কেন আর লজ্জা দেহ তারে সাধ্বী রমণী তুমি সাবিত্রী সমান। তোমা হৈতে হইল আমার পরিত্রাণ ॥ তোমার বারণ আমি না শুনি যেমন। তার সমুচিত ফল পায়েছি তেমন ॥ ক্রুষ্টদেব দুষ্টবুদ্ধি ঘটাইয়াছিল। নহিলে এমন মতি কেন বা হইল ॥ না বুঝে কুকর্ম্ম আমি করিয়াছি ধনী। অক্রোধ আমারে তুমি হও বিরোদিনী ॥ লঘুজ্ঞান আপনারে হয়েছে এমন। অধিক বাড়য়ে

লাজ দেখাতে বদন ।। চিরদিন সুখী তুমি দুঃখ নাহি জানো নাহি সহে তব অঙ্গে রবির কিরণ ।। কুলের কামিনী তুমি অন্তঃপুরে থাক। কদাচিত কোন কালে বাহির না দেখ ।। নারী হয়ে কেমনেতে সাহস করিলে। ধরিয়া পুরুষ বেশ গুজরাটে গেলে ।। ধিক ধিক আমার হে বৃথায় জীবন। আমাহৈতে অকৃতী না দেখি অন্য জন ।। শুনিয়া আমার মন হৈল উচাটন। কত দুঃখ পাইয়াছ না জানি কারণ ।। আমার লাগিয়া ধনী পাইয়াছ ক্লেশ। দুঃখিনীর প্রায় কত ভ্রমিলে বিদেশ ।। চতুরা রমণী নাহি দেখি তোমা হৈতে। দেশেতে আস্যাছি ফিরে তোমার গুণেতে ।। ধন্যং প্রিয়সি যে তোমারে বাখানি। সব দিক রক্ষা মোর করিয়াছ ধনী ।। তিলোত্তমা বলে নাথ মোর কি শকতি। বল বুদ্ধি ভগবতী আর পদ্মাবতী ।। পদ্মাবতী আমারে যে দেখিয়া দুঃখিনী। উপদেশ কয়ে মোরে দিলেন আপনি ।। সেই আজ্ঞা বলবান করিয়া অন্তরে। অনেক যতনে নাথ আন্যাছি তোমারে চন্দ্রকান্ত বলে কিছু না কহিও আর। বিক্রীত রহিনু আমি গুণেতে তোমার। পয়ার প্রবন্ধে গৌরীকান্ত বিরচন। শুভক্ষণে মিলন হইল দুইজন ।।

তিলোত্তমা চন্দ্রকান্তে পুর্ব্বমত মিলন।

তবে দুই জনে, বাক্য আলাপনে, রজনী বঞ্চন করে। সুস্থির অন্তর, হৈল উভয়ের, সব দুঃখ গেল দূরে ।। সাধুর তনয়, হইল নির্ভয়, ভাবনা ঘুচিল তার। আজ্ঞায় বাহির, কদাচিত আর, না হয় তিলোত্তমার ।। হৈল পুর্ব্ববত, বাড়িল পিরীত, আনন্দিত দুই জনে। তিলোত্তমা ধনী, আছয়ে গর্ব্বিনী গর্ব্ব বাড়ে দিনে দিনে ।। অনিচ্ছা ভোজন, ভূতলে শয়ন, সর্ব্বদা অলস হয়। শক্তি নাহি নড়ে, স্তনে কালী পড়ে, দুগ্ধের সঞ্চার তায় ।। পাঁচ মাস যায়, প্রকাশ না পায়, কিছু না কয় কাহাকে। উচ্চ হৈল পেট, লাজে মাথা হেঁট, বসনেতে সদা ঢাকে ।। মৃত্তিকা ভক্ষণ, করে সর্ব্বক্ষণ, পিঙ্গল বরণ দেখি

সাধুর নন্দন, কহিছে তখন, তিলোত্তমা বল একি ॥ গর্ব্ভের আকার, দেখি যে তোমার, হৈবে চারি পাঁচ মাস। কি কর্ম্ম করিলে, কুলে কালী দিলে, করিয়াছ সর্ব্বনাশ ॥ পুজে ভগবতী, পায়েছ সুমতি, হৈয়াছ ব্যভিচারিণী। তোমায় এখন, হইল হে জ্ঞান, শুন তিলোত্তমা ধনী ॥ কুলের কামিনী, এ নব যৌবনী, ভ্রমিয়াছ একাকিনী। শুনে চমৎকার, হৈয়াছে আমার, তখনি মনেতে জানি ॥ পাইলে বহু কষ্ট, হৈল্য ধর্ম্ম নষ্ট, কেন তুমি গিয়াছিলে। বিধির লিখন, না হয় খণ্ডন, যা হৈতে মোর কপালে ॥ দেখে মোর দোষ, করেছিলে রোষ সতী জ্ঞান আপনারে। গোপনে কুকর্ম্ম, করেছ অধর্ম্ম, ধর্ম্মেতে তা ব্যক্ত করে ॥ আত্মছিদ্র ধনী, না দেখ আপনি, নিন্দাকর অন্য জন। অহঙ্কার যত, সব হৈল হত, দর্পহারী ভগবান ॥ তিলোত্তমা হাসে, মৃদু মৃদু ভাষে, বলে সাধু সুত শুন। করিয়াছ ধার, করেছি উদ্ধার, তাহে দোষ দেহ পুনঃ। তুমিতো সুজন, সাধুর নন্দন, অধর্ম্ম এ কাযে জান। চিত্ররেখা পাশে, রমণীর বেশে, ছিলে তবে কি কারণ ॥ তব ব্যবহার, শুনিয়া আমার, ইচ্ছা হইল উপপতি। আমি হে তোমারে, জিন্যাছি বেপারে, বিবেচনা কর যদি ॥ বাণিজ্যেতে গিয়া, চিত্ররেখা নিয়া, তাহে ধরা পড়ে ছিলে। পেযে অপমান, দিয়া সব ধন, ভাগ্যে প্রাণে বেঁচে এলে ॥ যে কার্য্যে গিয়াছি, সিদ্ধি তা করেছি, দেখ আনেছি তোমারে। অধিক যে আর, অপত্য সঞ্চার, করিয়া আসেছি ঘরে ॥ বিষাদিত এত, কেন দেখাইত, মনেতে পাইলে তাপ। হইলে নন্দন, তোমারে তখন, ডাকিবে বলিয়া বাপ ॥ নাহি মোর দোষ, না করিও রোষ, ইচ্ছায় আমি কি করি। বুঝিয়া দেখনা, ধর্ম্মের ঘটনা, চোরের ঘরেতে চুরি ॥ সাধুর নন্দন, ভাবিছে তখন, থাকিবে কিছু কারণ। তা নহিলে কেন, প্রফুল্ল বদন, উত্তর করে এমন ॥ চন্দ্রকান্ত রায়, কহিতেছে তায়, বিনয়েতে যোড় করে। ইহার বৃত্তান্ত, শুনিব একান্ত, ব্যাকুল আছি অন্তরে ॥

এমন ব্যাভার, না হবে তোমার, বুঝিতে কিছু না পারি। বুকে শেল হেন, কুটিতেছে যেন, মনের দুঃখেতে মরি॥ তিলোত্তমা বলে, এখনি জানিলে, বেদনা পাইলে প্রাণে। এইরূপ মোর, দহিত অন্তর, দিবা নিশি তোমা বিনে॥ তব গুণাগুণ, হইলে স্মরণ, জ্বলে মনের আগুণ। সে কথা এখন, ন্যাহি প্রয়োজন, গর্ব্ভের বিত্তান্ত শুন॥ কিশোরীমোহন, আমি সেই জন, হৈয়াছেতো তব জ্ঞান। ভেবে দেখ মনে, করি দুই জনে, জগন্নাথ দরশন॥ দৈবের সঙ্গতি,হৈনু ঋতু-বতী, সে কথা কহিব কায়। মহাতীর্থস্থান, বলিয়া তখন, বাস করিনু তথায়॥ পৃথক তোমার, দিয়া বাসা ঘর, থাকি স্বতন্তর ঘরে। গেল তিন দিন,করি ঋতুস্নান,ডাকিয়া আনি তোমারে॥ কহিলাম শুন,সাধুর নন্দন,মিলিছে এক শীকার তোমার বাসায়, পাঠাইব তায়, করিলে হে অঙ্গীকার॥ আমি সে রমণী, সাজিয়া আপনি, যাই তব নিকটেতে॥ আমারে পাইয়া, প্রফুল্ল হইয়া, বসালে লয়ে কোলেতে॥ যদি মোরে চিন, তাহার কারণ, প্রদীপ নির্ব্বাণ করি। ঋতু রক্ষা করি, আইলাম ফিরি,সাক্ষী আনেছি অঙ্গুরী॥ তদবধি দিন, করহে গণন চারিমাস পুর্ণ হয়। ত্রিপদী রচনে, গৌরী কান্ত ভণে,অবাক সাধুতনয়॥

চন্দ্রকান্ত গর্ব্ভ বৃত্তান্ত শুনিয়া স্ত্রী প্রতি
প্রশংসা উক্তি।

তোটকছন্দ। শুনিয়া তখন সাধুর নন্দন। আপনারে অতি ভাবয়ে হে জ্ঞান॥ নারী হৈয়া এক করেছে চাতুরী। কিছুই আমি তা বুঝিতে না পারি॥ ধন্য ধন্য ধনী তোমারে বাখানি। সুবোধা এমন না দেখি রমণী॥ জন্মান্তরে কত করেছি সুকৃতি। তোমা হেন তেঁই পেয়েছি যুবতী॥ কামাতুর হৈয়া পাপে দিয়া মন। বিদেশে বিপাকে হইত মরণ॥ তুমি সাধ্যা নারী গুণ গ্রামে। বাঁচিয়া এসেছি বিষম দুর্গমে॥ কে জানে তোমাতে আছে গুণ এত। না বুঝে ক-

য়েছি কটুকথা কত ।। না হইও দুঃখীমনে কদাচিত । বিক্রীত এজন জনমের মত ।। তিলোত্তমা বলে কিছু না কহিবে। আমি দাসী তব চরণে রাখিবে ।। উভয় জনের আনন্দিত মন । হইল তখন সন্দেহ ভঞ্জন ।। দিনে দিনে গর্ব্ভ বাড়িতে লাগিল । হরষিত সবে শুনিয়া হইল ।। আছয়ে যেমন স্ত্রী লোক ব্যাভার । পঞ্চামৃত আদি দিলেক তাহার ।। দশমাস পুর্ণ হইল যখন । ভুমিষ্ঠ হইল অপুর্ব্ব নন্দন ।। সুতিকাদি ক্রিয়া সকলি করিলে । রাধাকান্ত নাম তাহারি রাখিলে।। দিনে২ জ্ঞান বাড়িতে লাগিল । পড়ায়ে শুনায়ে সুজন করিল ।। বিভা যোগ্যকাল দেখিয়া তাহার । কন্যা অন্বেষণ করে সদাগর ।। রূপে গুণে ধন্যা কন্যা পাইয়া । দিল সদাগর পৌত্রের বিয়া ।। পুত্র পৌত্র লয়ে আমোদিত মন । এইরূপে করে সে কাল যাপন ।। কালপুর্ণ হৈলে বৃদ্ধ সদাগর । ব্যাধিতে পীড়িত শীর্ণ কলেবর ।। অন্তিম কালেতে আসিয়া তখন । জাহ্ন-বীর নীরে হইল পতন ।। সাধ্যা পতিব্রতা সাধু সীমন্তিনী । সহমৃতা হৈয়া গেল সে রমণী ।। মনের মানসে সাধুর নন্দন পিতৃ মাতৃ কীর্ত্তি করিল সে জন ।। সমানে তখন হৈয়া সদা-গর । করিতে লাগিল বাণিজ্য বেপার ।। পিতা হৈতে ধন আর বাড়াইল । কীর্ত্তি যশ তাঁর বিখ্যাত হইল ।। পুত্র পৌত্র লৈয়া সংসারেতে মন। সুখেতে করয়ে সে কাল যাপন।। র-চিয়া তোটক গৌরীকান্ত কয় । হইল প্রাচীন চন্দ্রকান্ত রায় ।।

পদ্মার আগমন।

ধুয়া। কত দিন রাখিবে আর এ ভব সংসারে ।
কর দয়া পদছায়া দেহ গো আমারে ।।

পুত্র পৌত্র আদি তিলোত্তমার হইল । সংসারের সাধ বত সকলি ঘুচিল ।। অন্তর্যামিনী পদ্মা জানিয়া অন্তরে । নিবে-দয়ে পদ্মা ভগবতীর গোচরে ।। শুন গো জননি কিছু না হয় স্মরণ । তিলোত্তমা চন্দ্রকান্ত এই দুই জন ।। ব্রহ্মশাপ হেতু জন্মে এমর্ত্ত ভুবনে । এবে পুর্ণ হৈল শাপে আন সন্নিধানে ।।

শুনিয়া স্মরণ তবে শিবার হইল। আনিতে স্বর্গেতে দোঁহে পদ্মারে কহিল॥ দেবী আজ্ঞায় চলে পদ্মাবতী তবে। পুষ্প রথে আরোহিয়া আইল পদ্মা তবে॥ হেনকালে পূজা গৃহে তিলোত্তমা সতী। তদ্গদ চিত্তে রামা পূজে ভগবতী॥ ধূপ দীপ আসনাদি নানা উপহারে। অলঙ্কার সুবর্ণের কুসুম অম্বরে॥ গন্ধাদি লইয়া পূজে হৈয়া এক মন। ধ্যানেতে অ-টলা ধ্যায়ে কালীর চরণ॥ কায় মনে কালীপদ করিয়া ভা-বনা। হৃদপদ্মে অভয়ারে করিয়া স্থাপনা॥ হেরিছে হৃদয়ে বাহ্যে মুদিত নয়না। কালভয় রক্ষা হেতু করিছে কামনা। কাতরা কিঙ্করী আমি করগো করুণা। বার বার কেন আর কর বিড়ম্বনা॥ ভব ভয়ে ভীত চিত না জানি ভজনা। ভক্তি হীনা বলে মাতা কদাচ ভুলনা॥ বুঝিতে না পারি আমি তোমার মন্ত্রণা। পুনর্ব্বার দেহ পাছে গর্ভের যন্ত্রণা॥ যদি না করিবে ত্রাণ দেখি কর্ম্ম হীনা। পতিত পাবনী নামে ম-হিমা রবেনা॥ মায়াজালে ফেলি মেরে করেছ মগনা। ভক্তি হীনা বলে পাছে করগো বঞ্চনা॥ দয়াময়ী নাম তব আছয়ে ঘোষণা। দাসীর দেখিয়া দোষ চরণে ঠেলোনা॥ পাপিনী বলিয়া মোরে যদি কর ঘৃণা। তবে আর কে করিবে কৃতান্তে সান্ত্বনা॥ কলুষ নাশিনী কালী করাল বদনা। কি ঞ্চিৎ কটাক্ষে চাহ আমি দীন হীনা॥ এই ঘোর নিরন্তর আছে গো বাসনা। প্রাণ যায় যেন কালী করিয়া কল্পনা॥ ভজন পূজন আমি কিছুই জানি না। দুরীত নাশিনী দুর্গা বারেক হেরনা॥ আমি অতি দীনা ক্ষীণা অজ্ঞানা অকৃতি। দুরাচারী দুর্ব্বলা দুর্ণিতা মূঢ়মতি॥ তিলোত্তমা এত যদি করি লেক স্তুতি। অবিলম্বে দরশন দিল পদ্মাবতী॥ ঈশানে পাদ্য অর্ঘ্য তিলোত্তমা দিল। গল বস্ত্র হৈয়া সতী প্রণাম করিল॥ দেখি ভক্তি তিলোত্তমায় কহে পদ্মাবতী। আশী-র্ব্বাদ লহ গোর স্বর্গে হবে স্থিতি॥ এত শুনি তিলোত্তমা বিনয়েতে কয়। হেন দিন কবে হবে তোমার কৃপায়॥ পদ্মা

বতী বলে শুন আমার বচন। আনিয়াছি পুষ্পরথ কর আরোহণ।। দুইজনে লয়ে যাব বিলম্ব না সয়। শুনি পুলকিততিলোত্তমারহৃদয় ।। চন্দ্রকান্তে তিলোত্তমা কহে বিবরণ পুজা গৃহে পদ্মাবতী কর দরশন ।। নিজালয়ে গেল সতী আপন পতিরে। চন্দ্রকান্তে লয়ে গেল পদ্মার গোচরে ।। চন্দ্রকান্ত দণ্ডবৎ করিল পদ্মারে। আশীষ করিলা পদ্মা কর দিয়া শিরে ।। পদ্মাবতী বলে বাছা শুনরে বচন। এত দিনে ব্রহ্মশাপ হইল মোচন ।। পদ্মাবতী দরশনে দোঁহে জ্ঞান পাইল। পূর্ব্ব বিবরণ সব স্মরণ হইল ।। মায়া মোহ যত ছিল ঘুচিল তখন। চন্দ্রকান্ত তিলোত্তমা আনন্দিত মন ।। সুহৃৎ কুটুম্ব জ্ঞাতি বন্ধু যত ছিল। সকলের স্থানে দোঁহে বিদায় হইল ।। পুত্র পৌত্রে তুষিলেক কথায় দুজন। দরিদ্র ব্রাহ্মণে তোষ দিয়ে নানা ধন ।। সবে বলে ধন্য২ ধন্য দুই জনে। শুভক্ষণে এসেছিল সংসার ভুবনে ।। ব্রাহ্মণীর বরে ব্রহ্মশাপ হৈল ক্ষয়। চন্দ্রকান্ত তিলত্তমা দোঁহে সর্গ যায় ।। পদ্মাবতী সহ বৈসে রথের উপরে ।। বিমানে চলিলা দোঁহে কালিকার বরে ।। অতঃপর হরি হরি বল সর্ব্বজনে। ভাষা গীত সুললিত গৌরীকান্ত ভণে ।।

যুধিষ্ঠির প্রতি তবে শক্তিঋষি কন। নারী হৈতে মুক্ত হৈল সাধুর নন্দন ।। অতএব মহাশয় করি নিবেদন। দ্রৌপদী সঙ্গেতে লহ করিয়া যতন ।। শুনি তুষ্ট হইলেন ধর্ম্মের নন্দন। বিদায় হইয়া তবে যায় মুনিগণ ।।

সমাপ্তঃ।

কলির প্রথমে রাজ্য করে যুধিষ্ঠির। মহাবল পরাক্রম শিষ্ট শান্ত ধীর॥ পরেতে হইল রাজা বিক্রম ভূপতি। যশকীর্ত্তি পরিপূর্ণ উজ্জলেতে স্থিতি॥ কালপ্রাপ্তে স্বর্গে তাঁর হইল গমন। পরে সেই তক্তে বৈসে তাঁহার নন্দন॥ নর্ম্মদার দক্ষিণেতে সিংহল পাটন। তাহাতে করেন রাজ্য সালবাণ রাজন॥ শালবান অবধি করিয়ে পুনরায়। দিল্লীর হইল রাজা কত মহাশয়॥ এই রূপ গত ক্ষত্র শূদ্র দণ্ডধর। পরেতে যবন হৈল দিল্লীর ঈশ্বর॥ সাহাবুদ্দীন অবধি আকবর হৈতে। সাহা আলম বাদসা সেই যে তক্তেতে॥ ঢাকা পাটনা লক্ষ্ণৌ আর শুলতান। উড়িশ্যা আদিলাহোর আরমুলতান॥ এক তক্তে মহীপতি অন্য নাহি আর। স্থানে২ নবাব চাকর কত তার॥ মুরসিদাবাদের নবাব এক জন। নামেতে সেরাজউদ্দৌল বিখ্যাত ভুবন॥ বঙ্গদেশীও রাজা রাজবল্লভ রায়। নবাব দেওয়ানী. ভার দিয়াছিলেন তায়॥ সাহেব জগতসেটে কৃপা কমলার। বেণেতি কর্ম্মেতে তার আছিল এক্তার॥ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের কাননগোঞি ভার। তদাবক করিয়ে ফিরয়ে সভাকার॥ কীর্ত্তিচন্দ্র নামে এক ছিল মহাশয়। তন্তুবায় কুলে জন্ম নিবাস তথায়॥ পেসকারি ভার দিল নবাব তাঁহায়। কারফর্মা বলিয়ে খেতাব হল তাঁর॥ স্ব স্ব প্রধান সবে কেহ কম নয়। মহাধনী সভে ধন কুবেরের প্রায়॥ সবে সবার কর্ম্মে করে এক্তার যে যার। আশা সোঁটা নকীব ফুকরে সভাকার॥ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সম্মুখে কেবা যায়। ভয়ে গাভী ব্যাঘ্র একত্তরে জল খায়॥ এই রূপ কত দিন গত যে হইল। বিধাতার বিড়ম্বনা দৈবেতে ঘটিল অকস্মাৎ কোথা হৈতে ইংরাজ আইল। যুদ্ধেতে যে নবাবেরে পরাজয় কৈল॥ পলাইল নবাব পাইয়ে প্রাণে ভয়। ইংরাজের অধিকার তদবধি হয়॥ নবাবি যাওয়াতে সবে ভয়ার্ত্ত হইয়ে। আপনার স্থান ছাড়ি যায় পলাইয়ে॥ কীর্ত্তিচন্দ্র ভাবে মনে কি করি এখন। কোন স্থানে গেলে

মোর রহিবে জীবন ॥ মনেতে করিল যুক্তি কলিকাতা যাব ॥ কালীর শরণ লয়ে তথায় থাকিব ॥ জ্ঞাতি গোত্র বন্ধু বর্গ সকলেরে ছাড়ি। পলায়ন করিলেন ছাড়ি ঘরবাড়ী ॥ আসি উপনীত হইলেন শীলা জটে। গণেশ গণেশ বলি উঠিলেন ঘাটে ॥ জাহ্নবীর সান্নিধ্যেতে করিয়ে আলয়। বিগ্রহস্থাপিত এক করিলেন তথায় ॥ পরম বৈষ্ণব যেন শচীর নন্দন। নিত্য নিত্য দানে তোষে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥ যশকীর্ত্তি পরিপূর্ণ আছয়ে প্রচার। কীর্ত্তিচন্দ্র কাটনা বলিয়ে খ্যাতি তাঁর ॥ গবর্ণর প্রভৃতি সকলে মান্য করে। পুত্র না থাকাতে দুঃখিত অন্তরে ॥ দয়াকরি চারি কন্যা দিলেন গোসাঞি। যোগ্য পাত্র দেখি বিভা দেন ঠাঞি ঠাঞি ॥ কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি স্নেহ অতিশয়। বিবাহ দিলেন কোথা না পান নির্ণয় ॥ রাজ চন্দ্র প্রামাণিক অতি মান্য কুলে। সভামধ্যে অগ্রে যাঁর মাল্য দেয় গলে ॥ নামেতে উৎসবানন্দ তাহার তনয় ॥ ধর্ম্ম শীল পুণ্যবান অতি দয়াময় ॥ শুভক্ষণে সেই কন্যা তারে কৈল দান। নানা রত্ন দিয়ে শেষে রাখেন সম্মান ॥ কিছু দিন পরে নারায়ণের কৃপায়। উৎসবানন্দের হৈল সপ্তম তনয় ॥ কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীদেবীচরণ। সর্ব্বাংশেতে শ্রেষ্ঠ শিষ্ট অতি বিচক্ষণ ॥ নানা কাব্য রস চন্দ্রকান্ত ইতি-হাস। যত্ন করি মুদ্রাঙ্কিতে করিল প্রকাশ ॥ পণ্ডিতের স্থানে মম সহস্র মিনতি। দোষাদোষ শুধিবেননিবেদনইতি

রাধিকানামে ভণি আগে করেছি রচন। এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ ॥ কলিকাতা মধ্যে সুতনুটীতে নিবাস। বৈদ্য কুলোদ্ভব নাম মাণিক্য রাম দাস ॥ কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন। রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত বিবরণ ॥ আশ্বিনে অসিত পক্ষ তিথি নবমীতে। পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত আদিত্য বা-রেতে ॥ চতুর্থ বিংশতি অহ কন্যার যে দিনে। পুস্তক সমাপ করি আনন্দিত মনে ॥ শকাব্দা শতরশত পঞ্চম বিংশতি। বার শও দশ সালে সমাপন ইতি ॥